জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৩৬ ● ১২ অক্টোবর, ২০২৫ ● ২৫ আশ্বিন ১৪৩২ ● রবিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 136 ● JAGO BANGLA ● SUNDAY ● 12 OCTOBER, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

পাঁচ জীবিত বাদ

এসআইআর মানেই হল কারচুপি। প্রমাণ করল বিহার। পাঁচ জীবিতকে মৃত দেখিয়ে বাদ দেওয়া হয়েছে। সেই ৫ জন কর্তৃপক্ষের কাছে যেতেই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। এর আগে চম্পারণে ১৫ জনকে মৃত বলে বাদ দেওয়া হয়েছিল

শুরু কুয়াশার রমরমা

আগামী দু-তিন দিনের মধ্যেই বর্ষা বিদায় বাংলায়। কুয়াশা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রাতে ও সকালের দিকে। বাংলাদেশের উপর এখনও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। যার জেরে দক্ষিণে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত চলবে

এআইয়ের থাবায় চাকরি যাবে ৭ শতাংশের, রিপোর্ট বিশ্বব্যাঙ্কের

২৩৫টি ব্লকে বিজয়া সম্মিলনী শেষ হবে আজ, শপথ কর্মীদের

হরিহরপাড়ার পলাশ এবং কুণ্ডিরার সুজয়কে ঘিরে চোখের জল

বাঙালি শহিদদের শেষ শ্রদ্ধা

প্রতিবেদন : ছুটি শেষে পঞ্চমীতেই কাশ্মীরে ফিরেছিলেন সেনার এলিট প্যারা-৭ স্পেশাল ফোর্সের হাবিলদার পলাশ ঘোষ। স্ত্রীকে কথা দিয়েছিলেন, ফের ছুটিতে এলে ঘুরতে নিয়ে যাবেন কোনও সৈকত শহরে। বদলে এল কফিনে ঢাকা স্বামীর দেহ। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার মানুষের চোখে জল। দুই কন্যাসন্তানকে নিয়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছেন স্ত্রী বুল্টি। বাবা প্রশান্ত আর মা আদরি ঘরের কোণে ডুকরে কেঁদে চলেছেন। বলছেন, দেশ আমার ছেলেকে শহিদ বলবে। তা গর্বের। কিন্তু আমার কোল তো ফাঁকা হয়ে গেল। বাড়িতে উপচে পড়েছে ভিড়। সেনার সহকর্মীরা থেকে দাদা-বউদি— সকলেই শেষকৃত্যের প্রস্তুতি নিচ্ছেন চোখের জলে। ২০০৮-এ সেনায় যোগ দিয়েছিলেন পলাশ। মৃত্যুতে দাঁড়ি পড়ল ১৭ বছরের কর্মজীবনের।

হরিহরপাড়ার মতোই একই চিত্র বীরভূমের কুণ্ডিরা গ্রামের। আর এক বাঙালি জওয়ান সুজয় ঘোষের দেহ এল জনস্রোতের মধ্য দিয়ে। জেলাশাসক থেকে জেলা সভাধিপতি, বিধায়ক— সকলে শেষশ্রদ্ধা জানালেন। গান স্যালুট দেওয়া হল শহিদ বাঙালি জওয়ানকে। সুজয় ২০১৮ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন প্যারা কম্যান্ডো হিসেবে। মাত্র ৭ বছরেই সুজয়ের জীবনে দাঁড়ি পড়ে গেল।

লক্ষ্মীপুজোর দিন দক্ষিণ অনন্তনাগে পাক-জঙ্গি অপারেশনের সময়ে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় নিখোঁজ হয়ে যান সুজয় ও পলাশ। সেনাবাহিনীর কাছে খবর ছিল, কিশতোয়ার রেঞ্জে পাহাড়ি এলাকায় পাক-জঙ্গিরা রয়েছে। তুষারপাতে পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত হয়। অন্যরা ফিরে এলেও পলাশ ও সুজয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর শুক্রবার বরফ ঢাকা পাহাড় থেকে তাঁদের নিথর দেহ উদ্ধার হয়।

বীরভূমের কুণ্ডিরা গ্রামে ফিরল সুজয় ঘোষের দেহ। শ্রদ্ধা মানুষের। ডানদিকে সেনার কাঁধে চেপে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় এল পলাশ ঘোষের দেহ।

বীরত্ব-নিষ্ঠা-আত্মত্যাগকে স্যালুট

প্রতিবেদন : জম্মু ও কাশ্মীরে বিশেষ অভিযানে গিয়ে শহিদ হয়েছেন বাংলার দুই প্যারা-কমান্ডো। দুই শহিদ সুজয় ঘোষ ও পলাশ ঘোষের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শহিদ পরিবারের প্রতি সমবেদনাও ব্যক্ত করেন। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও শ্রদ্ধা জানান বাংলার দুই বীর সেনানীকে।

সুজয় ঘোষ।

পলাশ ঘোষ।

মুখ্যমন্ত্রী-অভিষেকের শ্রদ্ধা

সোশ্যাল মিডিয়ায় শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের সময় চরম প্রতিকূল আবহাওয়া ও তুষারধসে আমাদের বাংলার দুই সাহসী প্যারা-কমান্ডোর (এরপর ১১ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

শ্বেত গোলাপ

দিও না দিও না ছোট্ট একটা গোলাপ
যাতে আছে শুধু ব্যথার সংলাপ।

কাঁটার মেরুর সন্ধিক্ষণে
হৃদয় জাগে সাগরের টানে।

ডাক দিয়ে যায় ছোট্ট একটা তরু
শান্তির পীঠস্থানে যেখানে নেইকো মরু।

গোলাপ এর সৌন্দর্য
এর এক অদ্ভুত মাধুর্য।

কিন্তু গোলাপের কাঁটার স্বপ্নসুখ
নিজের জ্বলনে জ্বলে তার বুক!

শান্তি কাউকে দেয় না
নিজেও শান্তি পায় না।

যদি পাওয়া যায় সাদা একটা গোলাপ
যাতে থাকবে না কাঁটার সংলাপ,

দিও বন্ধু দিও
অতি সাবধানে সযত্নে তুলে নিও।

শান্তির সমাধিস্থলে একটা শ্বেত গোলাপ
ঘুচিয়ে যাক সমস্ত গ্লানি ও সব ক্লান্তির ছাপ।

ভারতেও তালিবানি ফতোয়া! মহিলা সাংবাদিক প্রবেশে না

প্রতিবেদন : তালিবানি ফতোয়ার কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ করল কেন্দ্রের মোদি সরকার। ফের একবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের মেরুদণ্ড নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। হতে পারে আফগানিস্তানের

আফগান বিদেশমন্ত্রী আমির খান।

কড়া জবাব তৃণমূলের

বিদেশমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠক। কিন্তু তা তো হচ্ছে ভারতে! তাহলে তালিবানি ফতোয়া মেনে মহিলা সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকারে কেন বাধা দেওয়া হল, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। কেন্দ্র কি তাহলে তালিবানি ফতোয়ার কাছেও মেরুদণ্ড বিক্রি করে দিল? গর্জে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। সমাজমাধ্যমে মোদি সরকারকে নিশানায় সরব হলেন তৃণমূল নেতা-নেত্রীরা। ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠকের পরে শুক্রবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করেন আফগানিস্তানের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি। দেশের রাজধানীতে তালিবান বিদেশমন্ত্রীর (এরপর ১১ পাতায়)

রিপোর্ট নিলেন মুখ্যমন্ত্রী, জোর দিলেন ত্রাণ ও পুনর্গঠনের উপর

প্রতিবেদন : উত্তরবঙ্গের বন্যা ও ভূমিধস-পীড়িত জেলাগুলিতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে তৎপর রাজ্য প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সমন্বিতভাবে একাধিক দফতর যৌথ অভিযান চালাচ্ছে। শনিবার নবান্নে মুখ্যসচিবের কাছ থেকে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্দেশ দেন— ত্রাণ ও পুনর্গঠন কর্মসূচি যেন পূর্ণ উদ্যমে চালিয়ে যাওয়া হয়। দ্রুত স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ও ত্রাণ শিবিরে স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জল ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত ব্যবস্থা আরও জোরদার করার ওপরও জোর দেন তিনি।

উত্তরের দুর্গত এলাকায় প্রতি জেলা প্রশাসন, সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির সহায়তায় চলছে অবিরাম ত্রাণ

কার্যক্রম। অস্থায়ী আশ্রয় শিবির, ত্রাণ রান্নাঘর ও বিতরণ শিবিরগুলির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মধ্যে খাবার, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। গৃহক্ষতির নিরপেক্ষ মূল্যায়নের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা (এরপর ১১ পাতায়)

২
১২ অক্টোবর ২০২৫
রবিবার

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

12 October, 2025 • Sunday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯০২ ও ১৯৯৭

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের (১৯০২-১৯৯৭) জন্মদিন ও প্রয়াণদিবস। পর্বতপ্রেমিক, অক্লান্ত পরিব্রাজক ও বাংলা ভাষায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ কাহিনিকার। বাংলার বাঘ আশুতোষের পুত্র উমাশঙ্কর ছাত্র হিসেবেও মেধাবী ছিলেন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয়, আইএ-তে প্রথম, ইংরেজি অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশনে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। এমএ পাশ করেন চারুকলা ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নিয়ে। আইন পরীক্ষায় পাশ করে কিছুদিন হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে অধ্যাপনাও করেন। অকৃতদার এই পরিব্রাজক গেরুয়া ফতুয়া আর লুঙ্গি পরে কাঁধে ঝোলা নিয়ে হিমালয়ের পথে পথে, গহন জঙ্গলে, রুক্ষ মরুভূমিতে, নৌকায় চেপে সাগরে ভ্রমণ করেছেন। ফলে রচিত হয়েছে 'পঞ্চকেদার', 'জলযাত্রা', 'কাবেরীকাহিনি', 'হিমালয়ের পথে পথে', 'আরবসাগর তীরে', 'কৈলাস ও মানস সরোবর', 'পালামৌর জঙ্গলে' প্রভৃতি গ্রন্থ। তৃপ্ত হয়েছে ভ্রমণপিপাসু বঙ্গজন হৃদয়, সমৃদ্ধ হয়েছে বঙ্গ সাহিত্য।

১৮৬৪

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) এদিন বাংলাদেশের বাখরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। এই স্বনামধন্য কবি ভারতে প্রথম মহিলা অনার্স গ্র্যাজুয়েট। পনেরো বছর বয়সে লিখেছিলেন 'আলো ও ছায়া'। সেই কাব্যগ্রন্থ থেকেই কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্য 'মহাশ্বেতা', 'পুণ্ডরীক', 'দীপ ও ধূপ' ইত্যাদি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রদান করে। ১৯২৬-এ মহিলাদের ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

১৯২৪

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৪-২০০০) এদিন বাঁকুড়ার সোনামুখীতে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী। বাবা-মায়ের দেওয়া নাম ছিল অণিমা, ডাকনাম মোহর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অণিমা' নাম বদলে রাখেন 'কণিকা', অবনীন্দ্রনাথ ডাকতেন 'আকবরী মোহর' বলে। রবীন্দ্রনাথ ও শৈলজারঞ্জন মজুমদারের সস্নেহ শিক্ষা ও সহজাত প্রতিভায় কণিকা সর্বকালের সেরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের একজন হয়ে ওঠেন। গান গেয়েছেন 'তথাপি', 'নিমন্ত্রণ' ও 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা' এই তিনটি বাংলা ছবিতেও। সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির পুরস্কার পেয়েছেন, পেয়েছেন আলাউদ্দিন পুরস্কার। পদ্মশ্রী উপাধি লাভ করেছেন, পেয়েছেন দেশিকোত্তম সম্মানও।

১৯৯১

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯১৫-১৯৯১) এদিন মারা যান। বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা। দাদা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়। ১৯৩৪-এ কংগ্রেস ছেড়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। তরুণ তুর্কি ছাত্র নেতা হিসেবে অচিরেই নামডাক হয় তাঁর। ১৯৬৭-৬৯ পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৬৯-এ মেদিনীপুর থেকে বিধানসভার বিধায়ক নির্বাচিত হন। অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের সেচমন্ত্রী ছিলেন তিনি।

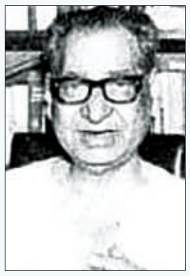

১৯০৯

অনুশীলন সমিতি

এদিন কলকাতায় অনুশীলন সমিতিকে নিষিদ্ধ করে ব্রিটিশ সরকার। বাংলায় বিপ্লববাদের ইতিহাসে অনেক গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। এগুলির পথিকৃৎ ছিল অনুশীলন সমিতি। কলকাতা ও বাংলার বিভিন্ন স্থানে এই সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। ঢাকায় পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতির একটি শক্তিশালী শাখা গড়ে ওঠে। কলকাতায় নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও ঢাকায় পুলিন দাসের দল তাদের গোপন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। তবে ক্রমশ সরকারি দমন নীতির চাপে গুপ্ত সমিতিগুলির বৈপ্লবিক তৎপরতা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

বিজয়ার শুভেচ্ছা

■ শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে বিবেকানন্দ হাইস্কুল প্রাঙ্গণে বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে হয় গুণিজন সংবর্ধনা। কর্মসূচিতে তৃণমূলের ব্লক ও অঞ্চলের বহু কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। জানান ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুনীলকুমার ভৌমিক।

■ পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা ২ ব্লকের গোয়ালতোড়ে তৃণমূলের ব্লকস্তরীয় বিজয়া সম্মিলনীতে উপস্থিত জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব। অনুষ্ঠানে পুরনো তৃণমূল কর্মী ও এলাকার গুণিজনদের সংবর্ধনা জানানো হয়।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫২৩

১		২		■	৩		৪
	■		■	৫		■	
	■	৬			■	৭	■
৮	৯	■	■	১০			■
■	১১		১২	■	■	১৩	১৪
■		■	১৫		১৬	■	
১৭	■	১৮		■		■	
১৯			■	২০			

পাশাপাশি : ১. পূর্ণ প্রাধান্য ৩. তীর, কূল ৫. পা বাঁধার শিকল ৬. তেতো স্বাদ ৮. বিতর্ক ১০. লাল আভা ১১. নবান্ন ১৩. ননি, মাখন ১৫. উত্তম, তোফা ১৮. দুধে-আলতায় গোলা বর্ণবিশিষ্ট ১৯. বেতন ২০. উপবাস পালন না করা।

উপর-নিচ : ১. অত্যধিক, একান্ত ২. প্রণালী ৩. স্তূপ, রাশি ৪. থাকি ৫. বিস্বাদ, স্বাদহীন ৭. পাগড়িবিশেষ ৯. প্রক্ষালন, ধোয়া ১২. ভেট ১৪. দেবী প্রতিমা ১৬. বিন্দু ১৭. পরদ্রব্য আত্মসাৎ করার প্রবৃত্তি ১৮. বিলম্ব, দেরি।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫২২ : পাশাপাশি : ২. গোবদা ৪. খেতাব ৬. ঝোলা ৭. নাগরপনা ৮. পরম ১০. অঙ্গার ১২. নিত্যনতুন ১৩. চক ১৪. ঘটনা ১৬. জটিলা। **উপর-নিচ :** ১. সতা ২. গোবরগঙ্গা ৩. দাবনা ৪. খেলাপ ৫. বনাম ৯. রন্ধনশালা ১০. অনঘ ১১. রচনা ১২. নিখোঁজ ১৫. টং।

১১ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২২৯৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৩৫৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৭৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৬৮৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৬৮৮০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৯০	৮৮.২৯
ইউরো	১০৫.০৩	১০২.৫৪
পাউন্ড	১২০.৬৯	১১৭.৮৪

নজরকাড়া ইনস্টা

■ সোনম কাপুর

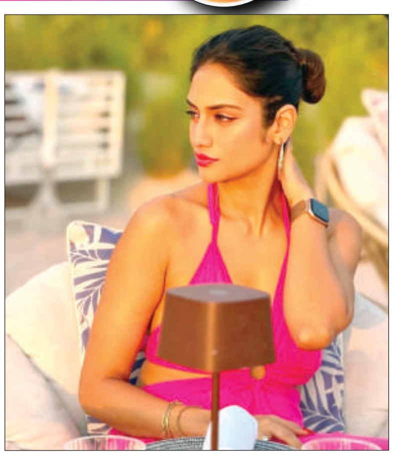

■ নুসরত

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

12 October, 2025 • Sunday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

আজ, রবিবার রাজ্য পুলিশের নিয়োগ পরীক্ষা। সেইজন্য কলকাতার দুটি রুটে অতিরিক্ত মেট্রো চালাবে কর্তৃপক্ষ। ব্লু ও গ্রিন লাইনে চলবে অতিরিক্ত ৮টি করে ট্রেন

বিমা ও ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে কৃষিমন্ত্রী

প্রতিবেদন : প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উত্তরের কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দ্রুততার সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়াচ্ছে কৃষি দফতর। শস্যবিমা ও বিমার বাইরে থাকা (নদীর চড়ায় চাষ) কৃষকদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেবে রাজ্য সরকার। সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ (অ্যাসেসমেন্ট) করতে ইতিমধ্যে দফতরের আধিকারিক-অফিসাররা মাঠে নেমে পড়েছেন। শনিবার নবান্ন থেকে ৮টি জেলার কৃষি আধিকারিকদের সঙ্গে দু'ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর গাইডলাইন মেনে অফিসারদের তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেক কৃষক যাতে বিমার টাকা পায় তা সুনিশ্চিত করতে হবে। তাদের কাছে পৌঁছে সব তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। মন্ত্রী বলেন, এই প্রথম নদীর চড়ায় চাষ করা কৃষকদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেবে রাজ্য সরকার। মানবিক মুখ্যমন্ত্রী কাউকে

■ আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। শনিবার নবান্নে।

উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ

অসহায় অবস্থায় দেখতে চান না। তাই এই সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন, অফিসাররা শুধু কৃষকদের কাছে যাবেন তাই নয়, তাঁরা যে গিয়েছেন সেই প্রমাণস্বরূপ কৃষকদের সঙ্গে তাঁদের ছবি তুলে পাঠাতে হবে। দ্রুততার সঙ্গে কাজ সারতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, উত্তরের ভয়াবহ দুর্যোগে প্রাণহানির সঙ্গে চাষেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারও। ছিলেন দফতরের ডিরেক্টর প্রবীর হাজরা।

এছাড়াও ছিলেন, কৃষি ও কৃষি বিপণন বিভাগের প্রধান সচিব ওঙ্কার সিং মীনা-সহ বরিষ্ঠ আধিকারিকরা, ছিলেন কৃষি অধিকর্তা। ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশ নেন ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির উপকৃষি অধিকর্তারাও।

কেন্দ্রের চেয়ে ২,৪০১ কোটি বেশি দিয়েছে রাজ্য

তথ্য ও খতিয়ান দিয়ে বিজেপির মিথ্যাচার ফাঁস করে দিল তৃণমূল

প্রতিবেদন : মিথ্যাচার, কুৎসা আর অপপ্রচার। এছাড়া আর কোনও কাজ নেই বিজেপির। প্রচারমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় বিজেপি শুধু ভাঙা রেকর্ড বাজিয়েই যায়। এটাই বিজেপির 'উন্নয়ন'। বিজেপির সেই মিথ্যাচার এবার ফাঁস করে দিল তৃণমূল। মুখোশ খুলে দিল বিজেপির। সোশ্যাল মিডিয়ায় তথ্য-খতিয়ান দিয়ে তৃণমূল জানিয়ে দিল জল জীবন মিশনের প্রকৃত ছবি কী।

বিজেপি সম্প্রতি মিথ্যাচার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছিল, কেন্দ্র টাকা দিয়েছে, তৃণমূল সেই টাকা খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু এই অভিযোগ যতটা ফাঁপা, ততটাই মিথ্যা। বিজেপি সত্যিটা দায়িত্বের সঙ্গে কীভাবে এড়িয়ে যায়, তা পরতে পরতে দেখিয়ে দিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূল তথ্য-প্রমাণসহ জানিয়েছে, জল জীবন মিশন প্রকল্পে রাজ্য ও কেন্দ্র মিলিয়ে প্রায় ৫৮,০০০ কোটি টাকার কাজ অনুমোদন করেছে, যার মাধ্যমে ১.৭৫ কোটি গ্রামীণ পরিবারের পানীয় জল পৌঁছে দেওয়াই লক্ষ্য। এই প্রকল্পে রাজ্য সরকার ৫০ শতাংশ খরচ বহন করছে। সঙ্গে জমি, রক্ষণাবেক্ষণ, তদারকি ও অন্যান্য খরচও রাজ্যই দিচ্ছে। কিন্তু অগাস্ট ২০২৪ থেকে এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার একটি টাকাও সম্পূর্ণভাবে ছাড়েনি। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে মোট বরাদ্দ ১০,১০০ কোটি টাকা। সেই মোতাবেক কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ ৫,০৫০ কোটি টাকা। বাস্তবে দেওয়া হয়েছে ২,৫২৫ কোটি টাকা অর্থাৎ অর্ধেক। ঘাটতি

জল-জীবন মিশন

এখনও ২,৫২৫ কোটি টাকা। অন্যদিকে, বাংলা তার দায়িত্বের থেকেও বেশি দিয়েছে। ৪,৫৫৭ কোটি টাকার জায়গায় ৪,৯২৬ কোটি টাকা দিয়েছে বাংলার সরকার। অর্থাৎ কেন্দ্রের চেয়ে ২,৪০১ কোটি টাকা বেশি দিয়েছে রাজ্য। আর ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত একটি টাকাও দেয়নি।

এই অবস্থায় তৃণমূলের সাফ কথা, বিজেপি যদি ব্যর্থতার কথা বলতে চায়, তাহলে আগে নিজের রেকর্ডটা দেখুক। অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, বকেয়া তহবিল আটকে রাখা, আর বাংলার প্রতি আর্থিক প্রতিহিংসার রাজনীতি। তাদের এই 'নকল ক্ষোভ' আসলে ধোঁয়াশা ছাড়া কিছুই নয়।

অভিষেকের নির্দেশ পেয়ে খুদেদের পাশে তৃণমূল

■ দলবাড়িতে শিশুদের হাতে শিক্ষাসামগ্রী তুলে দিচ্ছেন রামমোহন রায়।

প্রতিবেদন : একরাতের অতিবৃষ্টিতে বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দল থেকে প্রশাসন। ত্রাণশিবিরে কমিউনিটি কিচেন থেকে শুরু করে সবরকম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিদিনই প্রশাসনের তরফে দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বন্যা-কবলিত এলাকায় পৌঁছে যাচ্ছে ত্রাণসামগ্রী।

ময়নাগুড়ি

শনিবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ময়নাগুড়ির দলবাড়িতে ঘরবাড়ি ভেসে যাওয়া পরিবারগুলির খুদে সদস্যদের পাশে দাঁড়িয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা যুব তৃণমূল। খুদে পড়ুয়াদের হাতে খাতা, পেন, পেন্সিল, ব্যাগ, পাঠ্যবই-সহ অন্য শিক্ষাসামগ্রী তুলে দেন জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি রামমোহন রায়। বলেন, দলনেত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রথম দিন থেকেই দুর্গতদের পাশে আছি। শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। ওদের শিক্ষা যেন বাধাপ্রাপ্ত না হয়, সেই লক্ষ্যে এই সামান্য প্রচেষ্টা।

পড়ুয়া ধর্ষণে আটক সহপাঠী

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : বন্ধুর সঙ্গে ফুচকা খেতে বেরিয়ে গণধর্ষণের শিকার দ্বিতীয় বর্ষের মেডিক্যাল পড়ুয়া। অভিযোগের নিশানায় নির্যাতিতার সহপাঠী। দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ওই ডাক্তারি পড়ুয়ার বাড়ি ওড়িশার জলেশ্বরে। নির্যাতিতার বাবা-মায়ের অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নির্যাতিতার বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে অভিযুক্ত সহপাঠীকে আটক করে চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। অভিযোগ সামনে আসতেই তৎপর হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। ওই মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে ঘটনার রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। কী ঘটেছে, কীভাবে ঘটেছে—তার বিস্তারিত তথ্য রাজ্যের স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তার কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। তবে রাজ্য পুলিশের তরফে দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে দোষীদের যথাযথ শাস্তির আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

দুর্গাপুর

এক্স হ্যান্ডেলে পুলিশের বার্তা, দুর্গাপুরে ওড়িশার মেডিক্যাল পড়ুয়ার যৌন নির্যাতনের ঘটনায় আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। নিশ্চিতভাবে অপরাধীরা শাস্তি পাবে। নির্যাতিতা দ্রুত সেরে উঠছেন। তাঁর পরিবারকে সবরকমভাবে সহযোগিতা করা হচ্ছে। এই ঘটনা সম্পর্কে কারও কাছে কোনওরকম তথ্য থাকলে, তা পুলিশকে জানানোর অনুরোধ করা হয়েছে। নির্যাতিতার বাবা এই নিয়ে জানিয়েছেন, শুনলাম মেয়েকে খাবার খাওয়াতে ক্যাম্পাসের বাইরে নিয়ে গিয়েছিল ওর সহপাঠী। দু'তিনজন মেয়েকে ঘিরে ফেললে সহপাঠী ওকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। নির্যাতিতার মায়ের বক্তব্য, মেয়ে তো ক্যাম্পাসের বাইরে যেতেও চায়নি। তাকে ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে এক সহপাঠী নিয়ে যায়। ধর্ষণের পর মোবাইলও ছিনিয়ে নিয়েছিল। ফেরত দেওয়ার জন্য ৩ হাজার টাকা চেয়েছিল। কাউকে কিছু বললে প্রাণে মেরে ফেলারও হুমকিও দেয়। অর্থাৎ মেয়ের ধর্ষণে তার সঙ্গীরাই যুক্ত বলে ইঙ্গিত মায়ের। বিরোধী ও কুৎসাকারীদের এই ন্যক্কারজনক ঘটনার রাজনীতিকরণ না করার বার্তা দিয়েছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি জানিয়েছেন, একটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও অবাঞ্ছিত ঘটনা। যে বা যারা যুক্ত, তারা নিশ্চিতভাবে কঠোর শাস্তি পাবে। পুলিশ তদন্ত করছে। এত তাড়াতাড়ি ঘটনার সঙ্গে ধর্ম ও রাজনীতি না জড়িয়ে পুলিশের উপর আস্থা রাখতে হবে। সাম্প্রতিক অতীতে এই ধরনের ঘটনায় পুলিশ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করেছে, চার্জশিট দিয়েছে এবং আদালতে সর্বোচ্চ সাজা ছিনিয়ে এনেছে।

সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা

প্রতিবেদন : প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভেঙে পড়েছে মিরিকের দুধিয়া সেতু। এরপরই রাজ্যের সমস্ত সেতুর 'হেলথ অডিট' বা স্বাস্থ্য পরীক্ষার নির্দেশ দিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রতিটি জেলাশাসককে তিনি এই নির্দেশ দেন। রাজ্যের সেতুগুলি পূর্ত, সেচ, পুর ও নগরোন্নয়ন এবং পঞ্চায়েত দফতরের আওতাধীন। মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দফতরকেই নিজেদের অধীনস্থ সেতুগুলির অবস্থা পরীক্ষা করে দ্রুত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, এবছর রাজ্যে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হয়েছে। তাই প্রতিটি সেতুর অবস্থা আগে থেকে জানা থাকলে প্রয়োজনীয় মেরামতির ব্যবস্থা সময়মতো নেওয়া সম্ভব হবে।

ইতিমধ্যেই দুর্গত অঞ্চলে রাস্তাঘাট সংস্কারের কাজ শুরু করেছে পূর্তদপ্তর। পাশাপাশি, বাঁধ মেরামতির কাজেও নেমেছে সেচ দফতর। এই সব কাজ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ করার জন্য বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে, জল নামার পর ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে। তাই স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব।

২৪ ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধার গয়না

সংবাদদাতা, হাওড়া : অভিযোগ দায়েরের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধার হল চুরি যাওয়া ২ লক্ষ টাকার সোনার গয়না। গ্রেফতার ৩। বড় সাফল্য গোলাবাড়ি থানার পুলিশের। জানা গিয়েছে, গোলাবাড়ি থানার স্কুল রোডে একটি বাড়িতে পারিবারিক সোনা ও রুপোর গয়না তৈরির কাজ চলত। পুজোর সময় কারখানা বন্ধ ছিল। এই সুযোগে ঘরের দরজা ভেঙে সিন্দুক কেটে সোনা ও রুপোর লক্ষাধিক টাকার গয়না লুট করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতী। বাড়ির লোক ফিরে পরিস্থিতি দেখে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়েই ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ঘটনার কিনারা করেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসারেরা। গয়না উদ্ধার করে বাড়ির মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

লজ্জা

নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ করল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। নরেন্দ্র মোদি সরকারের মেরুদণ্ড নামে বস্তুটি আদৌ আছে কি না সে নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। আফগানিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ভারতে এসেছেন। সাংবাদিক বৈঠক করবেন। কিন্তু আফগান মন্ত্রী বললেন, মহিলা সাংবাদিকদের তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। ভারতবর্ষের মাটিতে বসে বাইরের কোনও দেশের মন্ত্রী এই অনৈতিক বেআইনি নির্দেশ দেবেন আর ভারত সরকার তা মুখ বুজে মেনে নেবে এটা ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে। এটা তো সরাসরি তালিবানি ফতোয়া। তালিবানদের কাছে মাথা বিক্রি করল ভারত সরকার। আফগানিস্তানে কী হয় ভারতবর্ষের জানার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ভারতবর্ষে বসে আফগানিস্তানের কোনও মন্ত্রীর ফতোয়া চলতে পারে না। কোন কাণ্ডজ্ঞানে এই নির্দেশ মেনে নেওয়া হয়েছিল? যথার্থ ভাবেই তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র আফগান মন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠককে ‘মেল অনলি’ বলে কটাক্ষ করেছেন। বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর কী করছিলেন? প্রধানমন্ত্রী কেন এনিয়ে বিবৃতি দেবেন না? বিদেশমন্ত্রক কি ভীতু? প্রশ্ন রেখেছেন তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখেল। বলেছেন, কোনও সভ্য দেশের সরকার এই ধরনের বৈদেশিক ফতোয়া মেনে নিতে পারে না। জয়শঙ্করের উচিত, সরকারের উচিত দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া। রাহুল গান্ধী থেকে স্ট্যালিন, তেজস্বী যাদব থেকে হেমন্ত সোরেন— সকলেই এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিজেপি সরকার এর আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। এবার আফগান মন্ত্রীর কাছে। এই লজ্জা আমরা রাখব কোথায় বলতে পারেন নরেন্দ্র মোদি?

আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বারবার প্রমাণিত

কলকাতাই সবচেয়ে নিরাপদ শহর। শুধু বাংলার বা পূর্ব ভারতের নয়, সারা দেশের মধ্যে নিরাপদতম শহর কলকাতা। এ কোনও রাজনৈতিক দাবি নয়, এই স্বীকৃতি দিয়েছে খোদ কেন্দ্রীয় সরকার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন সংস্থা ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর (এনসিআরবি) বিচারে, দেশের ১৯টি মেট্রোপলিটন সিটির মধ্যে বাংলার রাজধানী শহরই সেরা। পশ্চিমা সাহিত্যিকের চোখে মহানগর কলকাতা অনেক আগেই ‘সিটি অফ জয়’ আখ্যা পেয়েছে। দমিনিক লাপিয়েরের এই বন্দনা যে কোনওভাবেই অতিরঞ্জিত ছিল না, কলকাতা তা বারেবারে প্রমাণ করেছে। একবার বা দু’বার নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায়, ২০২০ থেকে ২০২৩ সাল—টানা চারবার সেরার শিরোপা ধরে রেখেছে কলকাতা! এনসিআরবি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ কিংবা আমেদাবাদ, লখনউ, গুয়াহাটি নয়—দেশের সবচেয়ে নিরাপদ শহরের নাম কলকাতা—বাংলার প্রাণকেন্দ্র। ২০২৩ সালে সংঘটিত অপরাধের পরিসংখ্যান সম্প্রতি প্রকাশ করেছে এনসিআরবি। তাতেই মিলেছে এই প্রত্যাশিত শিরোপা। এতে অনেকে হয়তো অবাক হয়েছেন এই কারণে যে, বাংলা কোনও ‘ডবল ইঞ্জিন’ রাজ্য নয়। বাংলার শাসক দলের নাম তৃণমূল কংগ্রেস এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার শাসক দল, রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীকে অপদস্থ করার জন্য সবসময় মুখিয়ে থাকে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি। এজন্য তারা বারবার হাতিয়ার করেছে ধর্ষণ আর মৃত্যুকে। কলকাতায় বিক্ষিপ্তভাবে কোনও ধর্ষণ আর খুনের ঘটনা ঘটলেই প্রধান বিরোধী দল জনমানসে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে যে, এসব মর্মান্তিক কাণ্ড দেশের আরও কোথাও ঘটে না। খুন, ধর্ষণ নিয়ে কলকাতা এক নরক গুলজারে পরিণত হয়েছে! কিন্তু অন্যান্য বড় শহরের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা সামনে এলেই জলের মতোই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সংঘটিত অপরাধ এবং অপরাধ প্রবণতার নিম্নহারের প্রশ্নে কলকাতা আক্ষরিক অর্থেই এক স্বর্গরাজ্য। এই উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিকেই দশে দশ নম্বর দিতে হবে।

— **ঝিলিক দত্ত, বাগমারি, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

ব্যাপারটা কী দাঁড়াল তাহলে!

সোনালি বিবিদের দেশে ফিরিয়ে নিন, ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশনকে নির্দেশ বাংলাদেশের আদালতের। ওদিকে জোর করে কন্নড় বলানোর অভিযোগ, বেঙ্গালুরুতে হেনস্তা নিয়ে সরব উত্তর-পূর্বের তরুণী। দেশ জুড়ে বিজেপির সৌজন্যে আমরা কোথায় চলেছি, জানতে চাইলেন **দেবলীনা মুখোপাধ্যায়**

কোথায় পৌঁছেছে বিষয়টা। এতদিন জানছিলাম বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি বলে সেই ব্যক্তিকে হেনস্তা করা হচ্ছে। ব্যাপারটাকে নানা অপযুক্তি, কুযুক্তি, যুক্তিহীন বদমায়েশির মোড়কে দেখার ও দেখানোর চেষ্টা চলছিল। পিছনে মুখ্য ভূমিকা অবশ্যই বিজেপির।

কিন্তু ব্যাপারটা যে অত সরল নয়, এর বিষাক্ত প্রসৃতি যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, তাঁর নমুনা পাওয়া যাচ্ছে নানা দিক থেকে।

ভরা রাস্তায় যাত্রী তরুণীকে হেনস্তা করেছেন বেঙ্গালুরুর অটোচালক। এমনই অভিযোগ তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন উত্তর-পূর্বের এক তরুণী।

ঘটনার সূত্রপাত রাইড ক্যানসেল করা নিয়ে। বেঙ্গালুরুর মতো শহরে অ্যাপের মাধ্যমে অটো বুক করা স্বাভাবিক বিষয়। গত ২ অক্টোবর সন্ধ্যায় অ্যাপের মাধ্যমে অটো বুক করেছিলেন এন বি নামে ওই তরুণী। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরও অটো না আসায় তিনি রাইডটি ক্যানসেল করে অন্য অটো বুক করেন। এদিকে, নতুন অটো আসার আগেই ক্যানসেল করা অটোচালক সেখানে উপস্থিত হন। অভিযোগ, তরুণীর পথ আটকে কন্নড় ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন চালক। উত্তর-পূর্বের বাসিন্দা এন বি তাঁকে হিন্দিতে কথা বলার অনুরোধ করলে আরও চটে যান ওই চালক। এরপর শুরু হয় গালিগালাজ। শুধু তাই নয়, অটোর নম্বর পড়ার চেষ্টা করলে চালক তাঁকে মারতে উদ্যত হন বলেও অভিযোগ। উপায় নেই দেখে ঘটনার ভিডিও করতে শুরু করেন তরুণী। এরপরই পিছু হটেন চালক। এরপরেই অভিযুক্ত চালকের নাম ও গাড়ির নম্বর সোশ্যাল মিডিয়ায় উল্লেখ করেছেন এন বি। প্রকাশ করেছেন ঘটনার ভিডিওটি। সেখানে দেখা গিয়েছে, অভিযুক্ত চালক পবন নিজেও মোবাইলে ভিডিও করছে। উত্তর-পূর্বের তরুণীর পোস্ট ঘিরে ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় হইচই শুরু হয়েছে। নিজের পোস্টে এন বির আক্ষেপ, তাঁরা নিজেদের দেশেই সুরক্ষিত নন।

বাংলা বলার জন্য দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলে হিন্দি বলার জন্য বিবাদ বাধবেই। বহু ভাষা-ভাষীর দেশে যে বিষ গাছ পুঁতেছে বিজেপি, তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য, তার ফল ভুগতে হবে সবাইকেই। কারণে-অকারণে।

বাংলা বলার জন্য কম অসুবিধার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়নি বাঙালিদের! দেশছাড়া পর্যন্ত হতে হয়েছে।

তাতে মুখ পুড়েছে মোদি সরকারের, দেশের বাইরেও। কিন্তু মহাজ্ঞানী অমিত মালব্য নীরব।

অনুপ্রবেশের অভিযোগে বীরভূম জেলার বাসিন্দা যে ছয় ‘বঙ্গভাষী’কে কাঁটাতারের বেড়া পার করিয়েছিল বিএসএফ, তাঁদের অবিলম্বে দেশে ফেরত নেওয়ার জন্য ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশনকে নির্দেশ দিল বাংলাদেশের আদালত। বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, চলতি মাসের মধ্যেই অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি সহ ওই ছ’জনকে ভারতে ফেরত পাঠাতে হবে।

বিষয়টা এরকম—

অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে যাঁদের বিতাড়িত করা হয়েছিল, বাংলাদেশ পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে বিদেশি নাগরিক সংক্রান্ত ‘দ্য কন্ট্রোল

আগামী একমাসের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে দানেশ আলি ও তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী সোনালি বিবি, সুইটি বিবি, কুরবান দেওয়ান এবং দুই নাবালক ভারতীয় নাগরিককে। অভিযোগ উঠেছিল, অসমের ধুবড়ি দিয়ে পুশব্যাক পর্বে একে সিরিজের রাইফেল উঁচিয়ে ওই ছয় ভারতীয়কে গুলি করার হুমকি দিয়েছিল বিএসএফ।

অব এন্ট্রি অ্যাক্ট, ১৯৫২’এর ৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী মামলা দায়ের করেছিল। অর্থাৎ বীরভূমের বাসিন্দা ওই ছয় বঙ্গভাষী বেআইনিভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছেন, এঁরা কেউ বাংলাদেশি নন। চাঁপাই নবাবগঞ্জের আদালতেও পুলিশ এ সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছিল। গত ৫ অক্টোবর আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট কোর্ট) তানজিম আলম তাবাসসুম বাংলাদেশের জেলেবন্দি গর্ভবতী সোনালি খাতুন সহ ছ’জনকে ভারতে পাঠানোর নির্দেশপত্রে তাঁদের আধার কার্ড এবং বীরভূমের ঠিকানাও উল্লেখ করেছেন। এর আগে গত সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি ঋতব্রত মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্র সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল— আগামী একমাসের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে দানেশ আলি ও তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী সোনালি বিবি, সুইটি বিবি, কুরবান দেওয়ান এবং দুই নাবালক ভারতীয় নাগরিককে। অভিযোগ উঠেছিল, অসমের ধুবড়ি দিয়ে পুশব্যাক পর্বে একে সিরিজের রাইফেল উঁচিয়ে ওই ছয় ভারতীয়কে গুলি করার হুমকি দিয়েছিল বিএসএফ। গত অগাস্ট মাসে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ তাঁদের ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানালেও, তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। দিল্লির ইটভাটায় শ্রমিকের কাজ করতেন বীরভূমের পাইকর থানার দর্জিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা দানেশ আলি, তাঁর স্ত্রী সোনালি বিবি। আট বছরের সন্তান সাব্বিরকে নিয়ে তাঁরা সেখানেই ডেরা বেঁধেছিলেন। একইভাবে ওই ইটভাটায় কাজ করতেন মুরারই থানার ধিতলা গ্রামের বাসিন্দা সুইটি বিবি ও তাঁর বড় ছেলে কুরবান দেওয়ান। মা ও দাদার সঙ্গেই সেখানে থাকত নাবালক ইমান দেওয়ান। গত ২০ জুন এঁদের ছ’জনকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে গ্রেপ্তার করে দিল্লি পুলিশ। যাবতীয় ভারতীয় পরিচয়পত্র, এমনকী জমির দলিলপত্র দেখানো সত্ত্বেও গত ২৬ জুন অসমের ধুবড়ি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের কুড়িগ্রামে তাঁদের ‘পুশব্যাক’ করিয়েছিল বিএসএফ। সেখান থেকে ঢাকা হয়ে তাঁরা চলে যান চাঁপাই নবাবগঞ্জ শহরে। গত ২০ অগাস্ট সেখানকার আলিনগরের ভূতপুকুর এলাকার একটি ভাড়াবাড়ি থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে নবাবগঞ্জ মডেল থানার পুলিশ। আদালতের নির্দেশে তাঁদের ঠাঁই হয় কারাগারে। মডেল থানার ওসি মতিউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, তিনি বলেন, ওই ছয় ভারতীয়কে দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের জেল থেকে ফোন করে সোনালি বিবিরা কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সামিরুল ইসলামকে।

অর্থাৎ, নিজেদের অস্ত্রে বিজেপি এখন নিজেই কুপোকাত।

দমদমে সিগন্যাল বিভ্রাটে ফের থমকাল মেট্রো। শনিবার দুপুর ১২.৫৫টা থেকে দক্ষিণেশ্বর থেকে গিরিশ পার্ক পর্যন্ত মেট্রো চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। একঘণ্টারও বেশি সময় পর স্বাভাবিক হয় পরিষেবা

রাজ্য জুড়ে কর্মসূচিতে ছাব্বিশে বিজয়ের শপথ তৃণমূলের

সাতদিনে ১৩৫ ব্লকে বিজয়া সম্মিলনী, আজ আরও ১০০

■ সোনারপুর উত্তর বিধানসভার বিজয়া সম্মিলনীতে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উদ্যোক্তা স্থানীয় বিধায়ক ফেরদৌসী বেগম ও রাজপুর সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল নজরুল আলি মণ্ডল। শনিবার।

■ কাকদ্বীপের কলেজে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, সাংসদ বাপি হালদার, বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা, জয়দেব হালদার, জেলা ও পঞ্চায়েত নেতৃত্ব।

প্রতিবেদন : শুরু হয়েছে ৫ অক্টোবর। ১১ অক্টোবরের মধ্যেই ১৩৫টি ব্লকে বিজয়া সম্মিলনীর কর্মসূচি করা হয়ে গিয়েছে। আজ, রবিবার ১২ অক্টোবরের মধ্যে আরও ১০০টি ব্লকে বিজয়ার কর্মসূচি শেষ হবে। তবে উত্তরের বন্যা ও দুর্যোগবিধ্বস্ত এলাকাতে একদিকে প্রশাসন ও অন্যদিকে তৃণমূলের তরফে এলাকার পুনর্গঠন এবং ত্রাণসামগ্রী বিলির কাজ চলছে। এখন টানা এই কাজ চলবে। তবে সামগ্রিকভাবে বিজয়া সম্মিলনী কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে রাজ্য জুড়ে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা শপথ নিচ্ছেন ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাংলা-বিরোধী বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়া হবে না।

শনিবারও উত্তরের দিনাজপুর থেকে দক্ষিণের সুন্দরবন-বর্ধমান-বীরভূম— সর্বত্র দলের বিজয়া সম্মিলনীতে উপচে-পড়া ভিড় ছিল। এদিন পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম ও কাটোয়াতে বিজয়া সম্মিলনী সভায় বক্তব্য রাখেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। দু-জায়গাতেই তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন, এখন অক্টোবর মাস বিজয়া করছি। আগামী বছর মে মাসে বিজেপিকে হারিয়ে হবে বিজয় উৎসব। তাঁর কথায়, আসলে বিজয় সমাবেশের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হচ্ছে বিজয়া সম্মিলনীতে। সেইসঙ্গে তিনি বলেন, এই জেলায় ১৬টি আসনের সব ক'টিতেই জয়লাভ করবে তৃণমূল কংগ্রেস। অনুষ্ঠানে ছিলেন জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক শেখ সাহনাওয়াজ হোসেন-সহ দলীয় নেতা-কর্মীরা। দুটি জায়গাতেই মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। কোথাও পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, আবার কোথাও মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, কোথাও তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য, মন্ত্রী মানস ভুঁইয়ারা বাংলা জুড়ে চষে ফেলেছেন। সঙ্গে স্থানীয় নেতৃত্ব তো আছেনই। সর্বত্রই একটাই শপথ, ২০২৬-এ বাংলা-বিরোধী বিজেপির কোনও স্থান নেই বাংলায়।

■ উত্তম মঞ্চে রাসবিহারী বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিজয় সম্মিলনী। রয়েছেন সুব্রত বক্সি, দেবাশিস কুমার, মালা রায়, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ দলীয় নেতৃত্ব। শনিবার।

■ কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতিতে হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনী ও প্রবীণ কর্মীদের সংবর্ধনা। ছিলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, মিতালি বাগ, করবী মান্না, রঞ্জন ধাড়া-সহ অন্যরা।

■ হুগলি জেলার উত্তরপাড়া-শ্রীরামপুর ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁই, বিধায়ক ডাঃ সুদীপ্ত রায়, ব্লক সভাপতি নিখিল চক্রবর্তী, পুরপ্রধান স্বপন দাস-সহ অন্যরা।

■ শনিবার বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনীর প্রস্তুতি সভা। ছিলেন জেলা সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম ওরফে লিটন, চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি এটিএম আবদুল্লা, যুব, মহিলা ও অন্যান্য শাখা সংগঠনের সভাপতিরা।

■ মধ্যমগ্রামে নজরুল শতবার্ষিকী সদনে ব্লক তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীতে ভিড়ে ঠাসা প্রেক্ষাগৃহে বক্তব্য পেশ করছেন সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। রয়েছেন পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ-সহ অন্যরা।

■ শনিবার হাওড়া গ্রামীণের উলুবেড়িয়া পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনী। বক্তা মন্ত্রী পুলক রায়।

মহিলা কর্মীদের আহ্বান চন্দ্রিমার

■ বসিরহাটের কর্মিসভায় চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

সংবাদদাতা, বসিরহাট : বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শনিবার টাকি সংস্কৃতি মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল কর্মিসভা। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী তথা রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এছাড়াও ছিলেন বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা মহিলা নেত্রী সবিতা রায়-সহ অন্যান্য মহিলা নেত্রীরা। এদিনের কর্মিসভায় মহিলা তৃণমূল কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই কর্মিসভার মধ্যে দিয়ে রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য মহিলাদের উৎসাহিত করেন এবং সক্রিয় ভাবে রাজনৈতিক ময়দানে নেমে কাজ করার নির্দেশ দেন। চতুর্থবারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী আসনে ফেরানোর জন্য মহিলা কর্মীদের আহ্বান জানান।

রুফটপে সারপ্রাইজ ভিজিট পুরসভার

প্রতিবেদন : অগ্নিকাণ্ড এড়িয়ে নিরাপদে ব্যবসার জন্য শহরের রুফটপ ক্যাফে-রেস্তোরাঁগুলিকে নির্দিষ্ট এসওপি বেঁধে দিয়েছে প্রশাসন। কলকাতার ৮৩টি রুফটপ ক্যাফে-রেস্তোরাঁর মধ্যে ২১টি পুজোর আগেই সেইসব বিধিনিষেধে মুচলেকা দিয়ে ব্যবসায় ফিরেছে। কিন্তু বাকি ক্যাফে-রেস্তোরাঁগুলি কী করছে? সেগুলি কি এখনও বন্ধ? নাকি পুলিশ-পুরসভার নজর এড়িয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে? সেই খোঁজখবর নিতে এবার মাঠে নামছে কলকাতা পুরসভা। রুফটপ ক্যাফে-রেস্তোরাঁগুলির হাল-হকিকত জানতে 'সারপ্রাইজ ভিজিট' চালাবে পুরসভা। লাইসেন্স বিভাগের এক পুর-আধিকারিকের কথায়, মুচলেকা না দিয়ে নিয়ম না মেনে ছাদ রেস্তোরাঁ খোলা হলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পুজোর ব্যবসায় যাতে ক্ষতি না হয়, তার জন্য মানবিক দিক থেকে আগেই মুচলেকা দিয়ে ব্যবসা শুরুর সুযোগ দিয়েছিল পুরসভা। কিন্তু তারপরও অবৈধ কাজ করলে কঠোর মনোভাব নিতেই হবে।

রাজ্য
12 October, 2025 • Sunday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সামনে দিওয়ালি— রবীন্দ্র সরণিতে জোরকদমে চলছে মাটির প্রদীপ কেনাবেচা

আদিবাসীদের উন্নয়নে রাজ্য নিয়েছে যুগান্তকারী পদক্ষেপ

প্রতিবেদন : আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে বাংলার মা-মাটি-মানুষের সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রতিনিয়ত তাঁদের জীবনযাত্রা এগিয়ে চলেছে। সামাজিক নিরাপত্তা থেকে শুরু করে পরিকাঠামো ও ঐতিহ্যরক্ষা, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শ্রমিকদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা সবকিছুই করেছে রাজ্যের সরকার।

সরকারের এই সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে তৃণমূল কংগ্রেস এক্স বার্তায় জানিয়েছে, পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ১.৮৯ লক্ষ উপজাতি ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাশ্রী বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১৫.১৮ কোটির বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। তিনটি সিধো-কানহো মেমোরিয়াল সাঁওতালি স্কুল স্থাপন হয়েছে ডেবরা, কেশপুর ও গাজোলে। সাঁওতালি সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য।

সামাজিক নিরাপত্তা : আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে জয়জোহার পেনশন চালু করা হয়েছে। ২.৯৩ লক্ষ তফসিলি

উপজাতির প্রবীণদের জন্য মাসিক এক হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হয় এই প্রকল্পে। শুধু ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষেই ২৮৬.০৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এই পেনশন প্রকল্পে। এভাবেই বয়স্কদের সম্মান ও সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে এই সরকার।

পরিকাঠামো ও ঐতিহ্য : রাজ্য সরকার আদিবাসীদের এতিহ্যরক্ষায় ও বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়নে ৬২.২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এলাকায় সড়ক, সেতু, হস্টেল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, পানীয় জল, সোলার স্ট্রিট লাইট, কমিউনিটি হল ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

জীবিকা ও স্বনির্ভর গোষ্ঠী : আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের জীবিকা নির্বাহে স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরির উপর বিশেষ জোর দিয়েছে সরকার। ইতিমধ্যে ১০ হাজার আদিবাসী স্বনির্ভর গোষ্ঠী এলএএমপিএস-এর অধীনে ২৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য পেয়েছে। বাড়ি, কমিউনিটি হল, হস্টেল, পানীয় জল, সাংস্কৃতিক উৎসবের জন্য ১৭.৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। মহিলাদের নেতৃত্বে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায়।

শ্রমিক-নিরাপত্তা : শ্রমিকদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করেছে আমাদের সরকার। কেন্দুপাতা সংগ্রহকারীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে ৩৫,৩৯৪ তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমিক অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তাঁদের বার্ধক্য ভাতা, দুর্ঘটনা বিমা, মাতৃত্বকালীন চিকিৎসা সহায়তার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে মোট ২০৭ জন উপভোক্তা ১.৫৩ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন।

■ নারী সশক্তীকরণ সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় আধার্ভ ব্যাঙ্কোয়েট হলে 'প্রি দিওয়ালি-করবা চৌথ' উপলক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী সকলের সঙ্গে মিলিত হলেন। উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের আয়োজক রেখা শর্মা এবং মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের মহিলারা। মেয়র তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন নারী শক্তি অপরাজেয়। বর্তমানে তারা কোনও ক্ষেত্রেই পিছিয়ে নেই। এখানে নাচ, গান, ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হয়।

■ কয়েক মাস আগে মেয়েদের স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস করানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন ফিরহাদ-কন্যা প্রিয়দর্শিনী হাকিম। শনিবার চেতলা অঞ্চলে স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসে গিয়ে মেয়েদের উৎসাহিত করেন তিনি।

পুলিশের জালে ১৭ জন বাংলাদেশি

সংবাদদাতা, স্বরূপনগর : দুই অটো বোঝাই বাংলাদেশি আটক স্বরূপনগর সীমান্তে। শিশু, মহিলা, পুরুষ-সহ ১৭ জন বাংলাদেশিকে আটক করেছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ। বাংলাদেশে অবৈধভাবে ঢোকার আগেই পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার তেঁতুলিয়া অটোস্ট্যান্ড এলাকায়। জানা গিয়েছে, এদিন সকাল ৭টা নাগাদ ভিন রাজ্য থেকে এসে তেঁতুলিয়া স্ট্যান্ডে নামে ওই বাংলাদেশিরা। ঠিক সেই সময় পুলিশের পেট্রোলিং ইউনিট তেঁতুলিয়া বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় টহল দিচ্ছিল। তখনই ৬ জন শিশু, ৬ জন মহিলা, ৫ জন পুরুষ দুটি অটোতে বসেছিল। তাদের দেখে সন্দেহবশত কর্তব্যরত পুলিশ তাদের সাথে কথা বলে বুঝতে পারে তাদের কাছে বৈধ নথি নেই। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের আটক করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, তারা ভারত থেকে বাংলাদেশে অবৈধভাবে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তাদের কাছে উপযুক্ত কোনও নথিপত্র ছিল না। এদিনই বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জেল হেফাজতে নির্দেশ দেন।

মহিলাকে ধর্ষণ, গ্রেফতার ১

প্রতিবেদন : বিশেষভাবে সক্ষম মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ। গ্রেফতার অভিযুক্ত। শুক্রবার রাতে কলকাতা বন্দর এলাকায় এক বিশেষভাবে সক্ষম মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। নাদিয়াল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার সকালে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। এদিন অভিযুক্তের মেডিক্যাল পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তকারীরা অভিযুক্তকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায়।

রাজধানীতে মৃত বাংলার শ্রমিক পরিবারের পাশে ব্লক সভাপতি

সংবাদদাতা, মিনাখাঁ : দিল্লিতে কাজে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের। এই ঘটনায় এবার মৃত শ্রমিকের পাশে দাঁড়ালেন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি।

ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার মিনাখাঁ থানার অন্তর্গত চৈতল গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য চৈতল এলাকায়। ওই এলাকার বাসিন্দা মোহন মাইতি (২৩) দীর্ঘদিন দিল্লিতে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। হঠাৎ এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় অকালে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিনাখাঁ দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তাজউদ্দিন মোল্লা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে তাঁর দেহ বাড়িতে ফেরানোর ব্যবস্থাও করেন। ব্লক সভাপতি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী সর্বদাই নির্দেশ দিয়েছেন পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে। তিনি পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য প্রকল্প ও আর্থিক অনুদান দেওয়ারও ব্যবস্থা করেছেন। দলনেত্রীর অনুপ্রেরণায় খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের সঙ্গে দেখা করি, দেহ আনার জন্য ব্যবস্থা করি। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে শুক্রবার রাত প্রায় ১০টা নাগাদ মরদেহ বাড়িতে এসে পৌঁছয়।

■ ঘটনার পর মৃতের বাড়িতে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

বর্ষাবিদায়ের পর রাজ্যে কুয়াশার রমরমা

প্রতিবেদন : আগামী দু-তিন দিনের মধ্যেই বর্ষা বিদায়ের প্রস্তুতি শুরু হবে বাংলায়। বাংলাদেশের উপর এখনও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। যার জেরে দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত চলবে। যদিও রবিবার থেকে সে-বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশ কিছুটা কমবে। সোমবার থেকে তা আরও অনেকটাই কমে যাবে। জলীয় বাষ্পের পরিমাণও কমবে। দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, দুই মেদিনীপুরে বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। তবে উত্তরবঙ্গে আর কোনও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নেই। বেশিরভাগ সময় মেঘমুক্ত থাকবে আকাশ। কোথাও সামান্য সময়ের জন্য বৃষ্টি হলেও ভারী বৃষ্টি কোথাও হবে না। আর্দ্রতা কমার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণও কমবে। বর্ষা বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই কুয়াশা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে রাতে ও সকালের দিকে।

বোরখা পরিহিত মহিলাদের জন্য প্রতি বুথে থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা

প্রতিবেদন : নির্বাচন কমিশন এবার পর্দানশীন বা বোরখা পরিহিত মহিলা ভোটারদের জন্য ভোটকেন্দ্রে বিশেষ ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কমিশন স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, এই শ্রেণির মহিলা ভোটারদের সঠিকভাবে সনাক্তকরণের জন্য প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে একজন মহিলা নির্বাচন কর্মী বা সহকারীর উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হবে। ধর্মীয় আচার ও শালীনতার প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখেই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। অর্থাৎ, পর্দানশীন বা বোরখা পরিহিত মহিলাদের পরিচয় যাচাই করবেন শুধুমাত্র মহিলা নির্বাচন কর্মীরা, যাতে তাঁদের ধর্মীয় রীতি ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় থাকে এবং তাঁরা নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশন একটি আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্দেশ জারি করেছে। একই সঙ্গে কমিশন জানিয়েছে, ভোটার আইডি কার্ড ছাড়াও মোট ১২টি বিকল্প পরিচয়পত্র ব্যবহার করেও ভোট দেওয়া যাবে। এই নিয়ম আসন্ন বিহার বিধানসভা সাধারণ নির্বাচন এবং দেশের ৮টি বিধানসভা উপনির্বাচন— দুই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। কমিশনের বক্তব্য অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী কেন্দ্রগুলির ১০০ শতাংশ ভোটারেরই ফটো আইডি কার্ড রয়েছে। তবুও যদি কেউ ভোটের দিনে কার্ড সঙ্গে না আনেন, তবে উল্লেখিত বিকল্প নথিগুলির যে কোনও একটি দেখিয়ে ভোট দিতে পারবেন।

নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, কুলতলি : বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে মৈপীঠ কোস্টাল থানার পশ্চিম দেবীপুর এলাকায়। মৃত ছাত্রীর নাম রিয়া দাস (১৩)। দেবীপুর এইচএম বিদ্যাপীঠের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ছিল সে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে অন্যান্য দিনের মতোই টিউশন সেরে বাড়ি ফেরে রিয়া। এরপর বাবার-মায়ের সঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়াও করে। তারপর নিজের ঘরে যায় বিশ্রাম নিতে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পরেও তার কোনও সাড়া-শব্দ না পেয়ে সন্দেহ হয় পরিবারের লোকেদের। ঘরের দরজা খুলতেই তার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় পরিবারের লোকজন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। হঠাৎ কী কারণে মেয়ে এমন চরম সিদ্ধান্ত নিল, তা বুঝে উঠতে পারছেন না কেউই। আত্মহত্যার কারণ জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

ডাল কাটতে গিয়ে করাত নিয়ে গাছে উঠেছিলেন নিরঞ্জন বর্মন (৩৪)। কোনওভাবে করাতের আঘাতে তাঁরই গলা প্রায় দেহ থেকে আলাদা হয়ে ৩০ ফুট উঁচু থেকে পড়ে যান। আলিপুরদুয়ারের শালকুমারহাট এলাকার ঘটনা

হাতির হানায় মৃত

■ হাতির হামলায় এক ব্যক্তির মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য কালচিনি ব্লকের দক্ষিণ লতাবাড়ি এলাকায়। শুক্রবার রাতে বক্সার জঙ্গল থেকে লোকালয়ে বেরিয়ে আসে একটি হাতি। এরপর সড়কের ধারে বসে থাকা এক ভবঘুরের ওপর হামলা চালায়। জখম ব্যক্তিটিকে উদ্ধার করে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

নেশার ওষুধ উদ্ধার

■ আলিপুরদুয়ার জেলার ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী জয়গাঁওয়ে পুলিশ চেকপয়েন্ট বিপুল পরিমাণ অবৈধ নেশার ওষুধ-সহ এক যুবককে গ্রেফতার করল। ধৃতের নাম রবিউল হক। জয়গাঁও ঝরনা বস্তি এলাকার বাসিন্দা। শনিবার রাতে রবিউল হাসিমারা থেকে বাসে ওই নিষিদ্ধ ওষুধ নিয়ে জয়গাঁওয়ের দিকে আসছিল। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে, জয়গাঁও পুলিশ বাস থামিয়ে তল্লাশির সময় ওই যুবককে ধরে। উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ নেশার ওষুধ।

ওয়েবসাইট হ্যাক

■ আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের ওয়েবসাইটে টেন্ডার বিভাগ খুললেই ভেসে উঠছে পাকিস্তানের পতাকা। এই ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য। জেলা পরিষদের ওয়েব সাইট পাকিস্তান থেকে হ্যাক করা হয়েছে বলে রটে যায়। শনিবার সন্ধ্যায় বিষয়টি নজরে আসে জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের। তার পরেই সংশ্লিষ্ট ওয়েব সাইট রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সংস্থাকে জানানো হয়। জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব বলেন, এতে আমাদের কোনও ক্ষতি বা সমস্যা হয়নি। আমরা সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে জানিয়েছি। তারা ঠিক করে দেবে বলে জানিয়েছে।

ক্যানালে দেহ

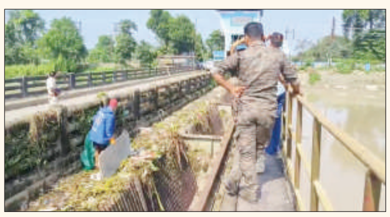

■ ফাঁসিদেওয়ার তিস্তা ক্যানাল থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার। সকালে হাইড্রল প্রজেক্টে কর্মরত নিরাপত্তারক্ষীরা দেখতে পান মৃতদেহ ভেসে রয়েছে। তড়িঘড়ি তাঁরা খবর দেন তিস্তা ক্যানেল হাইড্রল প্রজেক্টের আধিকারিকদের ও ফাঁসিদেওয়া থানায়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের পাঠিয়েছে। কীভাবে মৃত্যু, তা পরিষ্কার নয়।

বিপন্নদের পাশে দল, পুলিশ, প্রশাসন

বাড়ি করে দিচ্ছে পুলিশ মহিলাদের জন্য শৌচাগার

আর্থিকা দত্ত ● জলপাইগুড়ি

বন্যার ধাক্কায় বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গকে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরাতে দিনরাত কাজ করছে রাজ্য ও জেলা প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে তাঁদের ঘরে ফেরানোর উদ্যোগে নেমেছে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন ও রাজ্য পুলিশ। ধূপগুড়ি মহকুমার গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের জলঢাকা নদী সংলগ্ন একাধিক গ্রাম কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল ভয়াবহ বন্যায়। সেই গ্রামগুলিকেই নতুন করে গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছে জেলা পুলিশ। শুধু বাড়ি নয়, এলাকায় মা-বোনেদের সমস্যার কথা মাথায় রেখে ধূপগুড়ি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গেলসেন লেপচার উদ্যোগে তৈরি করা হচ্ছে একাধিক শৌচাগারও। গেলসেন বলেন, 'আমরা শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নই, মানুষের পাশে থাকার জন্যও আছি। এই কঠিন সময়ে আমাদের দায়িত্ব দুর্গতদের ঘরবাড়ি ফেরানো, তাঁদের মুখে আবারও হাসি ফোটানো। গোটা একটি গ্রাম নতুন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই আমরা কাজ করছি।' ময়নাগুড়িতেও দেখা যাচ্ছে পুলিশের পাশাপাশি সিভিক ভলান্টিয়াররাও হাত লাগিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি মেরামতিতে। ক্ষতিগ্রস্ত বিপ্লব রায় বলেন, পুলিশের সাহায্যে এত তাড়াতাড়ি যে আবার বাড়িতে ফিরতে পারব, তা ভাবতেও পারিনি। এতদিন পুলিশকে শুধু অপরাধীদের ধরতে দেখেছি, আজ দেখছি তারা ঘরও গড়ে দেয়। সত্যি খুব ভালো লাগছে। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ।

কাওয়াখালিতে ক্ষতিগ্রস্তদের খাবার পরিবেশনে পাপিয়া ঘোষ

সংবাদদাতা, মাটিগাড়া : কাওয়াখালি নিমতলা এলাকায় সাম্প্রতিক বন্যায় যেসব পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সেই সমস্ত পরিবারকে খাবার দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষ। উত্তরবঙ্গে বন্যাপরিস্থিতির জেরে অনেক পরিবারের ঘরবাড়ি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তাঁরা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা ও মানবিক সহানুভূতির অংশ হিসেবে মাটিগাড়া ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে তাঁদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। এদিন পাপিয়া নিজে গিয়ে তাঁদের খাবার পরিবেশন করেন। জানান মুখ্যমন্ত্রী ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রতিদিন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হবে, যাতে তাঁরা সঙ্কটকালে অভুক্ত না থাকেন।

ত্রাণ নিয়ে ইমামরা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বিপর্যয়ে সাধারণ মানুষ বিপর্যস্ত। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি বাকিবিল্লা মোল্লার নেতৃত্বে একটি বড় দল জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন বন্যাকবলিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের হাতে তুলে দেন শুকনো খাবার, ওষুধ এবং পোশাক। ছিলেন জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মিজানুর রহমান, সহ-সভাপতি ডক্টর মুশিরউদ্দিন এবং বিভিন্ন জেলার ইমামরা। সংগঠনের প্রতিনিধি দল ধূপগুড়ি, নাগরাকাটা, ময়নাগুড়ি ও রাজগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম ঘুরেছেন।

মেচি নদীতে ভেসে আসা হস্তিশাবক চিকিৎসায় সুস্থ

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : উত্তরের বিপর্যয়ের মধ্যে মন ভাল করে দেবার মতন একটি ঘটনা। ৫ অক্টোবর ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে কার্সিয়াংয়ের মেচি নদীর তীব্র স্রোতে ভেসে যাওয়ার পর প্রায় ১৫ দিন বয়সী একটি মাদি হস্তিশাবককে উদ্ধার করা হয়, তারাবাড়ি এলাকায় নেপাল ও ভারতের জনগণের সহযোগিতায়। উদ্ধার করা শাবকটিকে তার মায়ের সঙ্গে পুনর্মিলন করাতে কার্সিয়াং বিভাগের পানিঘাট্টা রেঞ্জের কোলাবাড়ি বনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দল তাকে ফিরিয়ে নেয়নি। তাই একা একাই বনে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

শাবকটির বয়স এবং শারীরিক দুর্বলতা বিবেচনা করে, সেটিকে ৮ অক্টোবর চিকিৎসা ও যত্নের জন্য জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে সে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের হলং সেন্ট্রাল পিলখানায় অভিজ্ঞ হস্তী-চিকিৎসক ও মাহুতদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে রয়েছে। শাবকটি এখন ভাল আছে এবং চিকিৎসা ও যত্নে ইতিবাচক সাড়া দিচ্ছে।

■ উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি ব্লকে বিজয়া সম্মিলনীতে উপস্থিত জেলা সভাধিপতি পম্পা পাল, দলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী চৈতালী ঘোষ সাহা, জেলা মুখপাত্র সন্দীপ বিশ্বাস, জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি কৌশিক গুণ প্রমুখ।

করণদিঘির বারডাঙি গ্রামে দুর্গা হলেন রাখাল দেবী

অপরাজিতা জোয়ারদার ● করণদিঘি

আবারও দুর্গাপুজোর আনন্দে মাতল উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লকের হাজার হাজার মানুষ। শনিবার থেকে শুরু হল বারডাঙি গ্রামের ঐতিহ্যবাহী রাখাল দেবী দুর্গা পুজো। রাখাল দেবী পুজো উপলক্ষে বসেছে মেলা। কথিত আছে গ্রামের রাখাল বালকেরা মাঠে গরু চরাতে গিয়ে খেলার ছলে দুর্গাপুজো করত। সেই রাখাল বালকদের খেলার ছলে পুজোতে সত্যি সত্যিই আবির্ভূত হয়েছিলেন মা দুর্গা। শতাব্দীপ্রাচীন এই করনদিঘির বারডাঙি গ্রামের পুজোয় মানত করলে নাকি ফল মেলে। তাই হাজার হাজার ভক্ত ভিড় জমান এই জাগ্রত দুর্গা মায়ের পুজোয়। দশমীর পর রাখালেরা খেলেছিল বলেই দশমীর ১৫ দিন পরের শনিবার থেকে পুজো শুরু হয়। এখানে দেবী দশভুজার নাম রাখাল দেবী দুর্গা। এই পুজো হয় একদিনই তবে পুজোকে কেন্দ্র করে তিনদিন ধরে চলে মেলা। দুর্গার মতনই দেবী সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী দশভুজা। সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশও বিরাজমান।

ছাব্বিশের ভোটে মুখ্যমন্ত্রী নন, বদলাবে বিরোধী দলনেতা

বিজয়া-মঞ্চে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ কুণালের

■ কেতুগ্রামের বিজয়া সম্মিলনী পরিণত জনসমুদ্রে। মঞ্চে বক্তব্যরত কুণাল ঘোষ। শনিবার।

সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান : শনিবার কেতুগ্রামের কান্দরায় আয়োজিত তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীর মূল বক্তা ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, ছাব্বিশের ভোটের পর মুখ্যমন্ত্রী পদে বদল হবে না। বদল হবে বিরোধী দলনেতার পদে। কারণ বিরোধী শিবিরে থাকার জন্য যতগুলো বিধায়ক দরকার, ততগুলো বিধায়ক বিজেপির থাকবে না। বক্তা ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল, কেতুগ্রামের বিধায়ক শেখ শাহনওয়াজ। বিজেপির তীব্র সমালোচনা করে কুণাল বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করিয়ে লাভ হয়নি। এজেন্সি লেলিয়েও ফল মেলেনি। এবার ভিনরাজ্যের ভোটারদের নাম ঢুকিয়ে ভোটার লিস্টে কারচুপি করে পিছনের দরজা দিয়ে জেতার চেষ্টা করেও লাভ হবে না। একজন প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দিলে এক লক্ষ মানুষ গিয়ে দিল্লির নির্বাচন কমিশনের অফিস ঘেরাও করবেন। দিল্লি, মহারাষ্ট্রে ভোটার লিস্টে কারচুপি করে বিজেপি জিতেছে। সেই ষড়যন্ত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফাঁস করেছেন। তাই গাত্রদাহ। কুণাল আরও বলেন, সিপিএম জমানায় কেউ ভেবেছিল ওদের হারানো যাবে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণ আন্দোলন বামফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। তেমনি তাঁর উন্নয়নই বিজেপিকে শূন্য করবে। ছাব্বিশের ভোটে বঙ্গবিজয়ের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দিল্লি দখলের পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। অতিবৃষ্টি, নিম্নচাপের মাঝে ডিভিসির বেহিসেবি জল ছাড়ায় ধানের প্রভূত ক্ষতির কথা উল্লেখ করে তাঁর কটাক্ষ, অনেক জায়গায় সরাসরি ধানের জমি ডুবেছে। অনেক জায়গায় ধানে পোকা লেগেছে। তৃণমূল হল ধান। বিজেপি হল পোকা। দুর্গাপুজোয় মুখ্যমন্ত্রীর অর্থসাহায্যের সমালোচনারও জবাব দিয়ে বলেন, এই টাকা কোথায় খরচ হচ্ছে, ভাবতে হবে। ডেকরেটর, প্রতিমাশিল্পী, পুরোহিত, আলোকশিল্পীরা উপকৃত হচ্ছেন। নাগরাকাটায় বিজেপির সাংসদ-বিধায়কের উপর হামলার নিন্দা করে কুণাল বলেন, যাঁরা বছরভর মানুষের পাশে থাকেন না, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বাহানায় ছবি তুলতে গেলে মানুষ তো ক্ষোভ দেখাবেই। ভোট আসায় ইডি, সিবিআই-সহ দিল্লির লোকজনের যাতায়াত বাড়বে বলে জানিয়ে তাঁর বক্তব্য, ওঁদের কাছে মানুষ তো স্বাভাবিকভাবেই জানতে চাইবেন ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন প্রকল্পে কেন বাংলাকে ১ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হল? তবে কোথাও যেন 'উগ্র বিক্ষোভ বা অপ্রীতিকর অবস্থা' তৈরি না হয়, বুথ-অঞ্চল নেতৃত্বকে সতর্ক থাকতে বলেন। সিপিএম-কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে 'ভোট নষ্ট' করতেও মানা করেন কুণাল।

বিজেপির হাতে আক্রান্ত, পাশে তৃণমূল

সংবাদদাতা, খেজুরি : ভোট পরবর্তী হিংসায় বিজেপি দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হতে হয় সক্রিয় তৃণমূলকর্মী সুবল মিদ্যা ও তাঁর পরিবারকে। মেরে হাত ও পা ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি ভাঙচুর হয় বাড়িঘরেও। ছেলে ও স্ত্রীকেও বেধড়ক মারা হয়। এই ঘটনায় আক্রান্তদের চিকিৎসার সব দায়ভার নিল তৃণমূল। জানা গিয়েছে, সুবলবাবু পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরি ২ ব্লকের লক্ষ্মণচক গ্রামের তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী। ভোটে বরাবরই দলকে প্রথম সারি থেকে নেতৃত্ব দিতেন। লোকসভা ভোটে বিজেপির জয়ের পরই তাঁর ওপর হামলা হয়। তখন থেকেই দলের তরফে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এবার তাঁর যাবতীয় চিকিৎসার দায়ভার এবং বাড়িঘর মেরামতির দায়িত্ব নিল তৃণমূল। শনিবার তাঁর বাড়ি যান জেলা তৃণমূল সভাপতি পীযূষকান্তি পণ্ডা, জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি শেখ জালালউদ্দিন, ব্লক তৃণমূল সভাপতি সমুদ্ভব দাশ-সহ অন্যরা।

■ তৃণমূলকর্মী সুবল মিদ্যার সঙ্গে পীযূষকান্তি পণ্ডা।

স্ত্রীকে খুন করে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ গৃহশিক্ষকের

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুরের ধোবি ঘাট এলাকায় স্ত্রীর রক্তে হাত রাঙিয়ে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করল এক গৃহশিক্ষক। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় গোটা এলাকায়। স্থানীয়দের দাবি, হয় কাটারি কিংবা ধারালো কোনও অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয় গৃহশিক্ষকের স্ত্রী মুকুল দেবীকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দুর্গাদাস কর পেশায় গৃহশিক্ষক। স্থানীয়রা জানান, তাঁর স্ত্রী মুকুল করকে সব সময় হাসিমুখে দেখা যেত। কিন্তু শুক্রবার সন্ধ্যা নামতেই বদলে যায় ছবিটা। হঠাৎ পুলিশ এলে ভিড় জমে যায় এলাকায়। তখনই জানা যায় নিজের স্ত্রীকে খুন করে দুর্গাদাস কর নিজেই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে পাঠিয়েছে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। কী কারণে এই নির্মম হত্যাকাণ্ড তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে দুর্গাপুর থানার পুলিশ।

ভরা দামোদর, ছট নিয়ে দুশ্চিন্তায় ওয়েলফেয়ার সমিতি

বাড়তে পারে ঘাটসংখ্যা

সংবাদদাতা, বর্ধমান : দামোদরে প্রচুর পরিমাণ জলবৃদ্ধির কারণে আগামী ২৭ ও ২৮ অক্টোবর ছটপুজো নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন সদরঘাট ছটপূজা ওয়েলফেয়ার সমিতির কর্মকর্তারা। ছটের দুদিনে প্রচুর পুণ্যার্থীর ভিড় হয় বর্ধমান শহর লাগোয়া সদরঘাটে। পুলিশ-প্রশাসনের সহযোগিতায় বিষয়টা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার কাজ দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে করে চলেছে এই সমিতি। সভাপতি নেপাল রাউত, সম্পাদক কুণাল প্রসাদ, সদস্য গিরিজাশংকর গুপ্তারা জানান, ছটের দু দিনে বর্ধমান শহরের পাশাপাশি গাংপুর, শক্তিগড়, তেলিপুকুর, রসুলপুর, তালিত-সহ বিভিন্ন এলাকার প্রায় ২ লক্ষ মানুষ হয় সদরঘাটে। প্রায় দেড় লক্ষ পুজো দিতে আসেন। পানাগড়, রানিগঞ্জ থেকেও কিছু মানুষ পুজো দিতে আসেন। সদরঘাটে দামোদর নদের প্রায় ১ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ১৫০-র মতো ঘাট তৈরি করা হয়। তিনটে রাস্তা দিয়ে ঘাটগুলিতে আসেন মানুষ। থাকে গাড়ি পার্কিংয়ের বিশেষ ব্যবস্থা। এত সংখ্যক মানুষের কথা ভেবে ওয়েলফেয়ার সমিতি বিভিন্ন পরিষেবা দেন। আলোর ব্যবস্থা, ঘাট তৈরি করেন, পোশাক পরিবর্তনের একাধিক ছাউনির ব্যবস্থা করেন। বেশ কদিন আগে থেকেই চলে প্রস্তুতি। এবারের প্রস্তুতি শুরু করতে গিয়েই সমস্যায় পড়েছেন সমিতির কর্মকর্তারা। গত সোমবারের পরে শুক্রবার ফের সদরঘাট পরিদর্শন করে এএসপি (হেডকোয়ার্টার) অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জেলা পুলিশের একটি দল। ছিলেন সমিতির কর্মকর্তারা, স্থানীয় কাউন্সিলর হিরণ মণ্ডল, পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার। সমিতি সদস্য গিরিজাশংকর গুপ্তা জানান, প্রতি বছর সদরঘাটে ভিড় বাড়ছে। এ বছর দামোদরে প্রচুর জল। পাড় বলতে কিছুই নেই। জল বাদে বাকি এলাকা জঙ্গলে ভর্তি। চিন্তায় আছি। ছটপুজোর আগে জল কিছুটা কমবে বলেও আশা। তবে জল বেশি থাকায় এবার এলাকা বাড়িয়ে ঘাটের সংখ্যা এবং ঘাটে যাওয়ার রাস্তাও বাড়ানোর চিন্তাভাবনা চলছে।

■ শনিবার জয়পুরের শালবনি ব্লক তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ডাঃ মানস ভুঁইয়া, মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরা, ব্লক তৃণমূল সভাপতি জ্যোতিপ্রসাদ মাহাত, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেপাল সিংহ, জেলা সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি এবং দলের সর্বস্তরের নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

■ কালীগঞ্জ ব্লকের বিজয়া সম্মিলনীতে উপস্থিত প্রধান অতিথি কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শেফালি খাতুন, ব্লক সভাপতি দেবব্রত মুখোপাধ্যায়।

পুলিশের বড় সাফল্য

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত ৪

সংবাদদাতা, আসানসোল : রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির পুলিশ পেল বড়সড় সাফল্য। আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধরা পড়ল চার ডাকাত। সালানপুর থানার অন্তর্গত রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির পুলিশ সফল হল আগ্নেয়াস্ত্র-সহ চার ডাকাতের এই দলটিকে গ্রেফতার করতে। বেশ কয়েকদিন ধরেই রূপনারায়ণপুর-সহ আশপাশের এলাকায় চুরি-ডাকাতির উপদ্রব বাড়ায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন এলাকার মানুষ। তবে রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির ইনচার্জ অরুণাভ মুখোপাধ্যায় ঘটনার তদন্তে নেমে এলাকায় কড়া নজরদারি বহাল রেখেছিলেন। একই সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ কনস্টেবল, সিভিক ভলেন্টিয়ার ও নাইট গার্ড আরও বাড়ানো হয়।

বসানো হয় সিসিটিভি ক্যামেরাও। এরই মাঝে রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাত বারোটা নাগাদ মালবহাল ময়দান থেকে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া চার দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি দেশি পিস্তল, লোহার রড ও দড়ি। ধরা পড়ে নাজিব খান (২১), বিশাল হাড়ি (২২), রাহুল হাড়ি (২১), রাজু ঠাকুর (৪০)। সকলেই রূপনারায়ণপুর এলাকার বাসিন্দা বলে জানা যায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এর আগেও বাড়িতে চুরির অভিযোগে এদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। শনিবার সকালে আসানসোল কোর্টে পাঠানো হয়।

টানা তিন মাসের বৃষ্টিতে শনিবার আচমকা ভেঙে পড়ে বর্ধমান হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজের পিছনের ২০০ বছরের পুরনো বাড়ির জরাজীর্ণ অংশ। কেউ হতাহত হননি

ভোটের আগে এসআইআর নিয়ে নাটক বিজেপির, বিজয়ামঞ্চে সাফ কথা মন্ত্রীর

সংবাদদাতা, কাঁকসা : কাঁকসার মিত্র সংঘ মাঠে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনীতে এসআইআর নিয়ে ভোটের আগে বিজেপি নাটক করছে বলে কড়া ভাষায় জানিয়ে দিলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। তাঁর সাফ কথা, রাজ্যে এসআইআর হলেও ভোটার তালিকা থেকে একটাও নাম বাদ যাবে না। নির্বাচনের আগে বিজেপি এটা নিয়ে নাটক করছে। যদি করতেই হত তাহলে আগের লোকসভা নির্বাচনে কেন করেনি? দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে কর্মীদের স্পষ্ট করে বলে দেন মন্ত্রী। শনিবার কাঁকসার পানাগড় বাজারে কাঁকসা ব্লক তৃণমূলের পক্ষে ব্লকের সমস্ত কর্মীকে নিয়ে হল বিজয়া সম্মেলন। ছিলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা, জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, বিধায়ক নেপাল ঘড়ুই-সহ জেলা নেতৃত্ব। এদিন সকলকে ব্লকের তরফে মিষ্টিমুখ করিয়ে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানানো হয়। মঞ্চ থেকে পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ফের বিপুল ভোটে ক্ষমতায় আসছে তৃণমূল। ফের মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শশী পাঁজা বলেন, বিজেপি বহু বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাকে জব্দ করার। মুশকিল হচ্ছে, জনরায় তাদের পক্ষে যাচ্ছে না।যে কোনও প্রকারে ভোটের আগে তৃণমূল নেতাদের কীভাবে কালিমালিপ্ত করা যায় এবারও সেই চেষ্টা করছে।নানাভাবে তৃণমূলকে বদনাম আর জব্দ করার কৌশল নিয়েও কিছু করতে না পেরে এবার মহারাষ্ট্র কিংবা দিল্লি মডেলে যদি কিছু করা যায় সেই ছক কষে এসআইআর করতে চাইছে। কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও ভোটার বা যাঁরা বাংলায় থাকেন তাঁদের নাম বাতিল করা যাবে না। বাংলায় দিল্লি বা মহারাষ্ট্র মডেলও করা যাবে না। এসআইআরের যে গাইডলাইন আছে সেটা ওরা মানছে না। আগে গাইড লাইন আলাদা ছিল। এখন অনেক বদলে গেছে। তাঁর প্রশ্ন, গত লোকসভা নির্বাচনে ভোটার তালিকায় যদি ভুল থেকে থাকে তাহলে কেন তার আগে এসআইআর হল না? সেই ভোটার তালিকা নিয়ে যখন বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে তখন তাদের চোখে ভুলত্রুটি ধরা পড়ছে কেন?

■ পানাগড় বাজারে কাঁকসা ব্লক তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে মন্ত্রী শশী পাঁজা ও প্রদীপ মজুমদার, বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও নেপাল ঘড়ুই-সহ অন্যেরা।

বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্বে নন্দীগ্রামে আক্রান্ত তফসিলি নাবালক

ভিডিও প্রকাশ তৃণমূলের

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্বের শিকার হল এক তফসিলি নাবালক। বিজেপি নেতার হাতে নাবালক আক্রান্ত হওয়ার ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। ভিডিওটি সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করে বিজেপির বিরুদ্ধে তফসিলিদের ওপর ঘৃণা ও অবজ্ঞার অভিযোগ তুলেছেন এলাকার ব্লক তৃণমূল সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গ। জানা যায়, বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই আক্রান্ত হতে হয় ওই নাবালককে। গত শুক্রবার বিকেলে গোকুলনগর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেশপুর বাজারে বিজেপির মণ্ডল ৩ সভাপতি বটকৃষ্ণ দাসের তরফে প্রতিবাদ সভার আয়োজন হলেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সেই কর্মসূচি বাতিল ঘোষণা করেন তিনি। উল্টো দিক থেকে মিছিল করে এলাকায় উপস্থিত হন তাঁর বিরোধী গোষ্ঠীর বিজেপি নেতা সাহেব দাস, শ্যামাপ্রসাদ মাইতি, জয়দেব দাসেরা। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মণ্ডল সভাপতির বিপক্ষ গোষ্ঠীর নেতারা চড়াও হয় নাবালক তফসিলি মাইক অপারেটরের ওপর। তাকে মারধর করে অবিলম্বে মাইক চালানোর নির্দেশ দেয় তারা। এরপর বিজেপির দুই গোষ্ঠীর নেতাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। সাহেব দাস, শ্যামাপ্রসাদ মাইতি, জয়দেব দাসেদের লোকবল বেশি থাকায় পিছু হটতে হয় বটকৃষ্ণ দাসের গোষ্ঠীকে। মণ্ডল সভাপতির তৈরি মঞ্চেই বিরোধী গোষ্ঠীর তরফে প্রতিবাদ সভা করা হয়। এই ঘটনায় তফসিলি নাবালক মাইক অপারেটরকে মারধরের ভিডিও প্রকাশ্যে আনা ব্লক তৃণমূল সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গ বলেন, এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা করছি। বিজেপি এমন একটি দল যারা উগ্র হিন্দুত্ববাদের কথা বলে অপরদিকে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে। নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে নাবালক মাইক অপারেটরের ওপর এক গোষ্ঠীর লোক হিংস্র নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বেধড়ক মারধর করে। এটাই হল বিজেপির সংস্কৃতি। উল্লেখ্য, নন্দীগ্রামে বিজেপির মণ্ডল ৩ সভাপতি হিসেবে বটকৃষ্ণ দাসের নাম ঘোষণা হতেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছেছে। এত সময় জয়দেব ও বটকৃষ্ণের বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকলেও আজ তারা রাজনৈতিক শত্রু। তার শিকার তফসিলি নাবালক। যার বাড়ি নন্দীগ্রামের আমগাছিয়ায়। তার পিতাও বিজেপির সক্রিয় কর্মী। ফলে বিজেপির দ্বন্দ্বেই মার খেতে হল বিজেপির সক্রিয় কর্মীর নাবালক পুত্রকে। জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায় বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় আসার জন্য মুখে এক এবং কাজে আরেক করছে। ওরা সব সময় তফসিলি মানুষদের ওপর অত্যাচার চালায়। নন্দীগ্রাম তার প্রমাণ।

২৩ লক্ষ প্রতারণায় অভিযুক্ত দম্পতি

সংবাদদাতা, চণ্ডীপুর : ঋণ শোধের নাম করে স্বর্ণ ব্যবসায়ীর থেকে প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা নিয়ে প্রতারণার অভিযোগ উঠল দম্পতির বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ী তথা চণ্ডীপুর থানার ডিকাশিমপুরের বাসিন্দা মন্টু করণ চণ্ডীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ভগবানপুরের বেণুদিয়ার বাসিন্দা সফিউল আলি খান ও তার স্ত্রী হালিমা বিবির বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতারণার ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, চণ্ডীপুর বাজারে মন্টু করণের সোনার দোকান রয়েছে। ব্যবসা সূত্রে ভগবানপুরের ওই দম্পতিকে দীর্ঘদিন ধরে চিনতেন তিনি। গত মঙ্গলবার অভিযুক্ত দম্পতি মন্টুর কাছে ব্যাংকে বন্ধক দেওয়া গয়না ছাড়াতে টাকা ধার চায়। মন্টুবাবু শর্তসাপেক্ষে ২৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ধার দেন। টাকা নিয়েই বেপাত্তা হয়ে যায় ওই দম্পতি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুলিশের দ্বারস্থ হন মন্টু।

সঙ্গে ধর্ষক বিজেপি নেতা, নিহত ছাত্রীর বাড়ি জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য

সংবাদদাতা, বীরভূম : রামপুরহাটে শিক্ষকের হাতে খুন হওয়া সপ্তম শ্রেণির আদিবাসী ছাত্রীর বাড়ি গিয়ে বিতর্কে জড়ালেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা অর্চনা মজুমদার। অভিযুক্ত শিক্ষকের কঠিন শাস্তির দাবিতে ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, যখন ওই ছাত্রীর

নিন্দা বিধায়কের

পরিবারের সঙ্গে তিনি কথা বলছেন, ঠিক সেই সময় তাঁর পাশে ছিলেন আদিবাসী মহিলার ধর্ষণে অভিযুক্ত গদ্দার-ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতা সুনীল মুর্মু। এই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি তীব্র সমালোচনা করে বলেন, বিজেপি নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। মানুষ সব দেখতে পান। সব নজরে রাখেন। খারাপ ভালর জবাব তাঁরা নির্বাচনেই দেন। সত্যিই অবাক ব্যাপার, জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য জেল খাটা ধর্ষককে সঙ্গে নিয়ে সুবিচার চাওয়া শিশুকন্যার বাড়ি গিয়েছেন। এটা অত্যন্ত জঘন্য কাজ।

■ কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদারের সঙ্গে গদ্দার ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতা।

দিঘার পথে জাতীয় সড়কের কালভার্টে হঠাৎ ধসে বিপত্তি

সংবাদদাতা, কাঁথি : শনিবার দুপুরে ১১৬বি জাতীয় সড়কের মারিশদার লোকাল বোর্ডের কাছে আচমকা কালভার্টে ধস নামায় স্তব্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। ব্যস্ততম জাতীয় সড়কে আচমকা এই ধরনের ঘটনায় লাইন দিয়ে কয়েক কিলোমিটার ধরে দাঁড়িয়ে যায় যাত্রীবাহী একাধিক বাস। কাঁথির মহকুমা শাসক-সহ জেলা পুলিশকর্তারা ঘটনাস্থলে আসেন। বিকল্প পথে যানবাহন ঘুরিয়ে দেয় জেলা ট্রাফিক পুলিশ। কালভার্ট ঠিক না হওয়া পর্যন্ত ট্রাফিক ডাইভারশন থাকবে বলে জেলা প্রশাসন জানায়। প্রসঙ্গত, দিঘা যাওয়ার অন্যতম রাস্তা এই জাতীয় সড়ক। উইক এন্ডে আচমকা কালভার্টে ধস নামায় বেগ পেতে হয় পর্যটকদেরও। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কারিগরি দল পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দ্রুত কালভার্ট মেরামতির আশ্বাস দেন। প্রশাসন সূত্রে খবর, কোলাঘাট থেকে আসা গাড়ি বাজকুল এবং হেঁড়িয়া থেকে এগরার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। সেখান থেকে দিঘা ও কাঁথি যাওয়া যাবে। দিঘা থেকে আসা গাড়ি রামনগর বাজার বা কাঁথি হয়ে এগরার দিক থেকে বাজকুল হয়ে কোলাঘাটের দিকে যাবে। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) শ্যামল মণ্ডল বলেন, কালভার্ট ধসের জেরে জাতীয় সড়ক বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তাই ঘুরপথে গাড়িগুলিকে রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে।

৬ মাসেও ইসিএল মেটায়নি গ্র্যাচুইটি প্রভিডেন্ট ফান্ড, ডুলি চেপে বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, অন্ডাল : ইসিএলের কেন্দা এরিয়ার সিদুলি কোলিয়ারিতে কাজ করতেন লালমোহন রায়। চলতি বছর মার্চে অবসর নেন। ৬ মাস পেরিয়ে গেলেও প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি সহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা তিনি এখনও পাননি বলে অভিযোগ। দ্রুত অবসরকালীন সমস্ত অর্থের দাবিতে শনিবার সকালে সপরিবার লালমোহনবাবু বসে পড়েন কোলিয়ারির ডুলির উপর। যার ফলে বন্ধ হয়ে যায় ভূগর্ভে শ্রমিকদের ওঠা-নামা ও উৎপাদন। লালমোহনবাবু জানান, বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের কাছে গেলেও সুরাহা হয়নি। উল্টে ঘুষ দিলে দ্রুত টাকা মিলবে বলে ইসিএল আধিকারিকেরা চাপ দিচ্ছেন বলে অভিযোগ তাঁর। লালমোহনবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে সহকর্মীরা বলেন, একজন শ্রমিক সারা জীবন কাজ করার পর তাঁর সঙ্গে এই আচরণ ঠিক নয়। দ্রুত বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানান তাঁরাও। এরপর কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে ধর্না তুলে নেন তিনি।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
12 October, 2025 • Sunday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

বিজেপি যুব মোর্চা নেতা তৃণমূলে

সংবাদদাতা, কোচবিহার : উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায়নি বিজেপিকে। সেই ক্ষোভে বিজেপি দল ছাড়লেন যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি। বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের ভাঙন বিজেপিতে। শনিবার বিজেপির যুব মোর্চা ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন কোচবিহার দক্ষিণ শহর মণ্ডলের সভাপতি শুভম দে সরকার এবং বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। মানুষের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায় যেভাবে কাজ করছেন, তাতে অনুপ্রাণিত হয়েই তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেন তাঁরা। কোচবিহার জেলা তৃণমূল পার্টি অফিসে জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক তাঁদের হাতে দলের পতাকা তুলে দেন। তৃণমূলে যোগ দিয়ে শুভম বলেন, উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় বিজেপির কাউকেই মানুষের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায়নি। মানুষের পাশে ছিল একমাত্র তৃণমূল। সেই মানবিকতা দেখেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলাম। অভিজিৎ বলেন, শুভমদের মতো এরকম তরুণরা যেভাবে দলে দলে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছে তা বিধানসভা নির্বাচনের আগে যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ।

■ বিজেপির দক্ষিণ শহর মণ্ডল সভাপতির হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে দিচ্ছেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

জেলায় জেলায় বিজয়া সম্মিলনী

■ বিজয়া সম্মিলনী ও শারদ সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান। মঞ্চে জেলা তৃণমূল সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, মন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন, বিধায়ক মোশারফ হোসেন, জেলা পরিষদ সভাধিপতি পম্পা পাল, জেলা মুখপাত্র সন্দীপ বিশ্বাস, জেলা সভানেত্রী চৈতালি ঘোষ, কার্তিক দাস প্রমুখ।

■ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন ও মালদহ জেলা কমিটি রতুয়া ১ নং ব্লক ফেডারেশনের উদ্যোগে হল বর্ণাঢ্য বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান। ছিলেন মালদহ জেলা তৃণমূল সভাপতি ও বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি, বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়, রতুয়া ব্লক সভাপতি অজয় সিংহ প্রমুখ।

ব্লক সভাপতি নিজের উদ্যোগে ত্রাণ নিয়ে গ্রামে

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ● আলিপুরদুয়ার

দুর্গতদের নিজের উদ্যোগে ত্রাণ বিলি করে চলেছেন মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লক তৃণমূল সভাপতি বিশাল গুরুং। ভুটান সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। তাই অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ালেন বিশাল। সোমবার থেকেই নিজের ব্লকের ভুটান সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় দলীয় কর্মীদের নিয়ে দিনরাত ত্রাণ বিলি করে যাচ্ছেন। শুক্রবার রাতে গিয়েছেন হান্টাপাড়ায়। শনিবার সকালে বীরপাড়া এক নম্বর গ্রামপঞ্চায়েতে। সরকারি ত্রাণের পাশাপাশি ব্লক সভাপতির দেওয়া ত্রাণ পেয়ে উপকৃত দুর্গতরা, খুশিও। বিশাল জানান, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন দুর্গত মানুষদের পাশে থাকতে। এই সময় তাঁদের হাতে না জিনিসপত্র আছে, না নগদ টাকা। ব্লক প্রশাসন ত্রাণ দিচ্ছে। তবু তাঁদের হাতে যাতে আরও বেশি ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া যায় তাই নিজস্ব উদ্যোগে দলীয় কর্মীদের নিয়ে নেমেছি।

হেমতাবাদে মাইনরিটি সেলের কমিটি গঠন

সংবাদদাতা, হেমতাবাদ : হেমতাবাদ তৃণমূল মাইনরিটি সেলের কমিটি গঠিত হল। কমিটি গঠনের পর এদিন নবনিযুক্তদের সম্মাননা জানানোর পাশাপাশি তাঁদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। ছিলেন হেমতাবাদের বিধায়ক তথা শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন, ব্লক তৃণমূল সভাপতি আশরাফুল আলি, মজিবুর রহমান দুলাল, মোজাফফর হোসেন প্রমুখ। হেমতাবাদ মাইনরিটি সেলের ব্লক সভাপতি হলেন মহম্মদ মিঠু, ১ নম্বর চৈনগর অঞ্চলের সভাপতি হলেন আব্দুল হাকিম, ২ নম্বর বিষ্ণুপুর অঞ্চল সভাপতি হলেন জাকির হোসেন, ৩ নম্বর নওদা অঞ্চল সভাপতি হলেন মজিবুর রহমান, ৪ নম্বর হেমতাবাদ অঞ্চল সভাপতি হলেন মর্তুজা আলি এবং ৫ নম্বর বাঙালবাড়ি অঞ্চলের সভাপতি হলেন মহম্মদ সামাউল আলম।

■ নবনিযুক্ত কমিটির অঞ্চল সভাপতিদের নিয়োগপত্র দিলেন সত্যজিৎ বর্মন।

বিজেপিকে ব্লক করুন : জগদীশ

সংবাদদাতা, কোচবিহার : নির্বাচন ছাড়া বিজেপির দেখা পাওয়া যায় না। তাই বিজেপিকে সব জায়গা থেকে ব্লক করে দিতে হবে। বিজেপি যাতে মিটিং-মিছিল করতে না পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। কোচবিহারে তুফানগঞ্জ বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে বললেন কোচবিহারের তৃণমূল সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া। বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের প্রস্তুত থাকতে হবে এখন থেকেই। যেখানে যেখানে বিজেপি কোথাও চক্রান্ত করার চেষ্টা করবে সেখানেই রুখে দাঁড়াতে হবে তৃণমূল কর্মীদের। তুফানগঞ্জের রেগুলেটেড মার্কেট ময়দানে অনুষ্ঠানে ছিলেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, আব্দুল জলিল আহমেদ প্রমুখ।

দুর্গতদের হাতে হাতে মিলছে সরকারি নথি

■ নথি তুলে দিচ্ছেন মহুয়া গোপ ও নির্মলচন্দ্র রায়।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের পাশে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নির্দেশেই জোরকদমে চলেছে ত্রাণের কাজ। সেই সঙ্গে সরকারি নথি পুনরায় পাওয়ার ব্যবস্থাও চলছে। জেলার একাধিক জায়গায় শুরু হয়েছে 'নথি পুনরুদ্ধার শিবির'। সেখানেই পাওয়া যাচ্ছে রেশন কার্ড, আধার কার্ড, জাতি ও জন্মসনদ-সহ প্রয়োজনীয় সমস্ত সরকারি নথিপত্র। আবেদন করলেই তৎক্ষণাৎ হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে নতুন নথি। শনিবার ধূপগুড়িতে শিবিরে ছিলেন জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ ও ধূপগুড়ির বিধায়ক অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র রায়।

তাঁদের উপস্থিতিতেই বন্যাদুর্গত মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় এই গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র। বিধায়ক নির্মল চন্দ্র রায় বলেন, "মানুষ যাতে প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে না ঘুরতে হয়, সেইজন্যই মুখ্যমন্ত্রী নিজে উদ্যোগ নিয়েছেন। মানুষের স্বস্তিই তাঁর একমাত্র প্রাপ্তি।" অন্যদিকে মহুয়া গোপ বলেন, "মানুষের বিপদের দিনে সরকার তাঁদের পাশে আছে, এই উদ্যোগ তার প্রমাণ। রাজ্য প্রশাসন প্রতিটি দুর্গত পরিবারের পাশে থেকে কাজ করছে।" নিজেদের হারানো নথিপত্র ফিরে পেয়ে স্বস্তিতে মুখ উজ্জ্বল হয়েছে বন্যাদুর্গত পরিবারের। মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপে আবারও প্রমাণিত এই সরকার মানুষের সরকার, দুর্যোগে পাশে থাকা এই সরকারেরই সংস্কৃতি।

হাসপাতালে রোগী ফেলে চলে গেলে এবার কড়া ব্যবস্থা

শিলিগুড়ি

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : দায় এড়াতে বাড়ির অসুস্থ কাউকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে ফেলে গেলেই এবার কড়া পদক্ষেপ নেবে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে আকছার দেখা যায়, গুরুতর অসুস্থ কোনও ব্যক্তিকে বাড়ির লোক দায় এড়াতে হাসপাতালের বারান্দা কিংবা করিডরে ফেলে চলে যান। ফলে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। নানানভাবে রোগীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরেও পরিবারের লোকজন সেই রোগীকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অস্বীকার করে। ফলে অসহায় অবস্থা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের। এবার এ নিয়েই কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। সেই সমস্ত রোগীর পাশে দাঁড়াবে পুলিশ। পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে এবার নতুন উদ্যোগ পুলিশের। এ বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিসিপি রাকেশ সিং বলেন, আমরা ভিন রাজ্যের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করছি, যাতে এই রোগীদের বাড়িতে ফেরানো সম্ভব হয়। দায় এড়ালেই জেলে পুরবে পুলিশ। জানা গিয়েছে, মেডিক্যাল কলেজে এখনও প্রায় ১৬ জন এমন রোগী রয়েছেন, যাঁদের কারও মানসিক সমস্যা, কারও কঠিন অসুখ। তাঁদের অনেকে সুস্থ হয়ে উঠলেও পরিবারের তরফে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় দেখা যায়নি। কারও খোঁজই মেলেনি! কিছুদিন আগেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই নিয়ে একটি বৈঠক করে। ছিলেন দার্জিলিং ডিস্ট্রিক লিগাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার। তিনি এই নিয়ে জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়ে রাজ্য মহিলা কমিশন, জেলাশাসক এবং শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারের কাছে চিঠি দেন। তার পরেই পুলিশ জানিয়ে দেয়, বিহার হোক বা অসম ছাড়া হবে না কাউকেই।

হরিয়ানা পুলিশের অতিরিক্ত ডিজি (এডিজি) ওয়াই পূরণ কুমারের আত্মহত্যার ঘটনায় আইজি পুষ্পেন্দ্র কুমারের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করল চণ্ডীগড় পুলিশ। দ্রুত তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। এই ঘটনায় হরিয়ানার ডিজির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছে মৃতের পরিবার

স্যার দেখুন, আমরা এখনও বেঁচে আছি!

ভোটার তালিকায় নিজেদের 'মৃত' দেখে বিডিওর দ্বারস্থ গ্রামবাসীরা

পাটনা: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম পর্বের ভোটগ্রহণের এক মাসেরও কম সময় বাকি। তার আগে ভোটার তালিকার খসড়ায় ধরা পড়ল এক বিপজ্জনক ত্রুটি। ধোরিয়া ব্লকের বাটসার গ্রামের পাঁচ বাসিন্দা নিজেদের 'মৃত' হিসেবে তালিকাভুক্ত দেখে বিস্মিত হয়েছেন। এই ঘটনা নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। নিজেদের ভোটাধিকার হারানোর আশঙ্কায় হতবাক এই নাগরিকরা স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন।

জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার এই পাঁচ গ্রামবাসী—যাঁরা সকলেই ২১৬ নম্বর বুথের ভোটার, স্থানীয় বিডিও অরবিন্দ কুমারের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেন। তাঁরা আর্জি জানিয়ে বলেন, স্যার, আমরা বেঁচে আছি। এই ভুল সংশোধন করে আমাদের ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। সংশ্লিষ্ট ভোটাররা হলেন মোহন শাহ (ক্রমিক নং ২), সঞ্জয় যাদব (ক্রমিক নং ১৭৫), রামরূপ যাদব (ক্রমিক নং ২১১), নরেন্দ্র কুমার দাস (ক্রমিক নং ৩৬৪), বিষ্ণুভার প্রসাদ (ক্রমিক নং ৩৮০)। সমাজকর্মী ইন্দ্রদেব মণ্ডলের নেতৃত্বে এই পাঁচ ব্যক্তি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এমন গুরুতর ভুলের জন্য তাঁরা আসন্ন নির্বাচনে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। বিডিও অরবিন্দ কুমার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। তিনি বুথ লেভেল অফিসারকে ফর্ম-৬ পূরণ করে দ্রুত এই নামগুলি পুনর্বহাল করার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি জানান, কোনও যোগ্য ভোটারকেই তাঁর সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

তবে বিহারে এটিই প্রথম ঘটনা নয়। এর আগে চম্পারণের বাঘাহি পঞ্চায়েতের ডুমরি গ্রামেও ভোটার তালিকায় ১৫ জনকে 'মৃত' হিসেবে দেখানো হয়েছিল। অন্যদিকে, তালিকায় অসঙ্গতির আরও একাধিক উদাহরণ রয়েছে। ২০১৮ সালে প্রয়াত সোনিয়া শরণ এবং ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে মৃত তাঁর পুত্র মণিত মণিকে ভুলবশত যোগ্য ভোটার হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এমনকী, ২০১৬ সালের মতো সুদূর অতীতে মৃত ব্যক্তিরাও এখনও তালিকায় রয়ে গেছেন। উল্লেখ্য, বিহারের ২৪৩টি আসনের জন্য বিধানসভা নির্বাচন দু'টি ধাপে অনুষ্ঠিত হবে। ৬ এবং ১১ নভেম্বর ভোটগ্রহণ। ভোটগণনা হবে ১৪ নভেম্বর। এই পরিস্থিতিতে খসড়া তালিকায় এমন ব্যাপক ত্রুটি নির্বাচন কমিশনের কাজ এবং তথ্যের নির্ভুলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল। এই ধরনের ভুল ভোটারদের মধ্যে আস্থার সংকট তৈরি করতে পারে বলে আশঙ্কা রাজনৈতিক দলগুলির।

বিজেপি রাজ্যে পুলিশের মারে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের মৃত্যু ও টাকা চাওয়ার দাবি ঘিরে বিতর্ক

ভোপাল: মধ্যপ্রদেশের ভোপালে পুলিশের নির্মম প্রহারে এক ২২ বছর বয়সী মেধাবী ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের মৃত্যু ঘিরে শোরগোল। এই ঘটনা রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ফের প্রশ্ন তৈরি করল। শুক্রবার ভোরে টিআইটি কলেজের বিটেক ছাত্র উদিতের এই মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। ঘটনার যে ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে, সেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে একজন পুলিশকর্মী উদিতকে লাঠি দিয়ে আঘাত করছেন এবং অন্য একজন তাঁকে ধরে রেখেছেন। এই দৃশ্য পুলিশের চরম বর্বরতা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগকে আরও জোরালো করেছে। নিহত ছাত্র উদিতের বাবা ভারত হেভি ইলেক্ট্রিক্যাল লিমিটেড-এর একজন কর্মী, মা শিক্ষিকা, এবং তাঁর ভগ্নিপতি বালাঘাটের নকশালবিরোধী ইউনিটে একজন উচ্চপদস্থ ডিএসপি। পুলিশের উচ্চপদস্থ এক অফিসারের আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও উদিত অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের রোষ থেকে রেহাই পাননি। উদিতের এক বন্ধুর বিবরণ অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার রাতে ইন্দ্রপুরীতে একটি পার্টি শেষ করে রাত প্রায় দেড়টার দিকে উদিতকে গাড়িতে

করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার সময় পুলিশ তাঁদের দেখতে পায়। পুলিশকে দেখে ভয় পেয়ে উদিত একটি অন্ধকার গলির দিকে দৌড়ে যান এবং দু'জন পুলিশ কর্মী তাঁকে ধাওয়া করে ধরে ফেলেন। এর কিছুক্ষণ পরই বন্ধুটি মারামারির শব্দ শোনেন। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছালে উদিতকে মারাত্মক আহত অবস্থায় দেখেন—তাঁর শার্ট ছেঁড়া এবং শরীরে, বিশেষত মাথার অংশে, গুরুতর আঘাতের স্পষ্ট চিহ্ন ছিল। বন্ধুটি অভিযোগ করেন, এই হামলার পরই অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীরা তাঁদের কাছে ১০,০০০ টাকা 'মুক্তিপণ' স্বরূপ দাবি করেন। কোনওমতে আঘাতপ্রাপ্ত উদিতকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় তিনি শুধু এসি চালু করতে এবং একটু জল চেয়েছিলেন; কোনও যন্ত্রণার কথা মুখে আনেননি। কিন্তু পথেই তিনি দুই থেকে তিনবার বমি করেন এবং দ্রুত তাঁর হাত নিস্তেজ হয়ে যায়। বন্ধুরা দ্রুত তাঁকে এইমসে নিয়ে যান, যেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনা পুলিশের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ, বেআইনি অর্থ দাবি এবং শেষে একজন তরুণের অকালমৃত্যু নিয়ে বিতর্ক তৈরি করেছে। অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে নিরপেক্ষ ও কঠোর তদন্তের দাবি উঠেছে।

রিপোর্ট নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর) চলছে, যেখানে জিও-ট্যাগ করা ফটো ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে গৃহনির্মাণ অনুদান স্বচ্ছভাবে বিতরণ করাও সম্ভব হবে বলে জানিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। একই সঙ্গে বিশেষ আউটরিচ ক্যাম্পের মাধ্যমে নাগরিকদের হারানো নথিপত্র পুনঃপ্রাপ্তিতে সহায়তা করছে প্রশাসন। সংশ্লিষ্ট দফতরের সিনিয়র অফিসাররা মাঠে নেমে পুরো বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে যাতে সরকারি সহায়তা পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করতে চাইছে রাজ্য।

রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কালিম্পং জেলার টোডে-টাংটা গ্রাম পঞ্চায়েতের লোয়ার গোডক গ্রামে ভূমিধসের ফলে প্রায় ৭০টি পরিবার অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। প্রশাসনের তৎপরতায় জরুরি মেরামত ও সেফটি ব্যারিকেড বসিয়ে সেখানে পুনরায় যোগাযোগ চালু হয়েছে। রাজ্যের পাবলিক ওয়ার্কস দফতর ইতিমধ্যেই সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের পাঠিয়েছে প্রধান সড়ক ও সেতুগুলি পরিদর্শনে। বিশেষত তিস্তা বাজার থেকে কালিম্পং-দার্জিলিং সংযোগকারী এসএইচ-১২ অংশের দ্রুত পুনর্গঠনের কাজ চলছে। অনেক এলাকায় অস্থায়ীভাবে যাতায়াত চালু করা সম্ভব হয়েছে, স্থায়ী মেরামতের কাজ স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফান্ডের আওতায় পরিকল্পনা করা হয়েছে।

কৃষি দফতর ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতে কৃষকদের পূর্ণ সহায়তা দিতে ময়দানে নেমে কাজ করছে। ফসলক্ষতির মূল্যায়ন ও বাংলা শস্যবিমা প্রকল্পে নতুন নাম নথিভুক্তকরণ চলছে, যাতে ক্ষতিপূরণ দ্রুত মেলে। পাশাপাশি বীজ ও কৃষি উপকরণ বিতরণ এবং সুফল বাংলার ৪৬টি নতুন মোবাইল আউটলেট চালু করা হয়েছে। এতে মোট আউটলেট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪৬, যা দুর্গত এলাকায় শিবির ও বাজারে সবজি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখছে। বিসিকেভি-র কৃষিবিজ্ঞানীরা মাটির গুণগত ক্ষয় পরীক্ষা ও পুনরুদ্ধারের উপায় খুঁজছেন। ইতিমধ্যেই প্রায় ২৫ কুইন্টাল সরিষা বা তোরি, ২০০ কুইন্টাল মসুর ও ৬০০ কুইন্টাল ভুট্টার বীজ বিতরণ করা হয়েছে, প্রায় ১.২৩ কোটি টাকার ব্যয়ে।

প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দফতর ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গবাদি পশুর সুরক্ষা ও চাষিদের জীবিকা টিকিয়ে রাখতে সমান্তরাল পদক্ষেপ নিয়েছে। পশুখাদ্য ও ছত্রাকনাশক বিতরণের পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় পশুচিকিৎসা শিবির চলছে, যার মধ্যে কালিম্পং জেলার মোলাতে বিশেষ শিবিরও রয়েছে। রাজ্য সরকার মানুষের পাশে আছে। প্রাণ বাঁচানো, জীবিকা ফিরিয়ে আনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলিকে পুনর্গঠনের কাজই এখন প্রধান লক্ষ্য। প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে তদারকি চলছে, যাতে উত্তরবঙ্গের দুর্গত অঞ্চলে দ্রুত স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনা যায়— এই অঙ্গীকার নিয়েই চলছে রাজ্যের নিরলস মানবিক উদ্যোগ।

ভারতেও তালিবানি ফতোয়া!

(প্রথম পাতার পর) সেই সাংবাদিক বৈঠকে ঢুকতে পারলেন না কোনও মহিলা সাংবাদিক। মোদির সরকার তালিবানিদের সেই ফতোয়াই মেনে নিল। এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হন ভারতের মহিলা সাংবাদিকেরা। এই সাংবাদিক বৈঠককে 'মেল ওনলি' বলে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। ভারতের মাটিতে তালিবান প্রোটোকল মেনে কীভাবে আমির মুত্তাকির দাবি মেনে নিল বিদেশ মন্ত্রক বা বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, প্রশ্ন তোলেন তিনি। এক ধাপ এগিয়ে কেন্দ্রের মোদি সরকারের এই আচরণকে গ্রহণের অযোগ্য ও কুৎসিত বলে দাবি করেন তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষ। একে ভারতের মোদি সরকারের বিদেশ নীতির ব্যর্থতা বলে দাবি করেন তিনি। সেই সঙ্গে দুর্বল মোদির মিলিজুলি সরকারের আত্মসমর্পণ বলেও দাবি করেন তিনি। বিদেশমন্ত্রককে ভিতু বলে দাবি করেন তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখেল। তাঁর দাবি, ভারত নিজের মাটিতে তালিবান শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেনি। যে কোনও সভ্য দেশ এই ধরনের মানহানিকর ঘটনা মেনে নিত না। এই ঘটনার জন্য বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের অন্তত মহিলা সাংবাদিকদের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে দাবি করেন তিনি। নিন্দা করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীও। তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদি যখন নিজের দেশের মহিলাদের জনসমক্ষে সমর্থন জানাতে পারেন না, তখনই বোঝা যায় তাঁর নারীশক্তির স্লোগান আদতে ফাঁকা আওয়াজ।

৭ শতাংশ চাকরি কাড়বে এআই!

নয়াদিল্লি: বিশ্বব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক রিপোর্টে কর্মসংস্থান নিয়ে আশঙ্কার মেঘ আরও ঘনীভূত হল। এমনিতেই বেকারত্ব পরিস্থিতি উদ্বেগজনক অবস্থায় আছে। তার উপর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর দাপটে চাকরির বাজার আরও সংকুচিত হবে বলে পূর্বাভাস। 'সাউথ এশিয়া ডেভেলপমেন্ট আপডেট, জবস, এআই অ্যান্ড ট্রেড' নামের একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে বিশ্বব্যাঙ্ক। এই রিপোর্টে এশিয়ার ছ'টি দেশ যথাক্রমে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ এবং শ্রীলঙ্কার তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশগুলিতে সাত শতাংশ চাকরি ধ্বংস করবে এআই। প্রযুক্তির বিপুল অগ্রগতির ফলে একাধিক চাকরিতে মানবসম্পদ নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা কমবে। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, এআই প্রযুক্তির কারণে ব্যবসায়িক সংস্থা এবং তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের মধ্যম-শিক্ষিত এবং তরুণ কর্মীরাই সবচেয়ে ঝুঁকির মুখে পড়বেন। বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্টে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে, বিশ্বের উন্নয়নশীল অর্থনীতির ১৫ শতাংশ চাকরি পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে এআই আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে।

বীরত্ব-নিষ্ঠা-আত্মত্যাগকে স্যালুট

(প্রথম পাতার পর) শহিদ হওয়ার ঘটনায় আমি শোকাহত। বীরভূমের ল্যান্স নায়েক সুজয় ঘোষ এবং মুর্শিদাবাদের ল্যান্স হাবিলদার পলাশ ঘোষকে দেশরক্ষায় তাঁদের অসীম বীরত্ব, নিষ্ঠা এবং আত্মত্যাগের জন্য আমার স্যালুট জানাই। তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। এই শোকের সময়ে আমাদের সরকার দুই পরিবারকেই সম্ভাব্য সকল সহায়তা করবে। দুই জওয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পোস্ট করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি লেখেন, দেশের স্বার্থে আত্মবলিদান দেওয়া বাংলার দুই সন্তান মুর্শিদাবাদ জেলার সৈনিক প্যারা-কমান্ডো পলাশ ঘোষ এবং বীরভূম জেলার সন্তান সুজয় ঘোষ, তাঁদের প্রতি জানাই আমার বিনম্র শ্রদ্ধা এবং প্রণাম। দেশের সুরক্ষার্থে তাঁদের আত্মবলিদান বাংলা কখনও ভুলবে না। শ্রদ্ধা জানাই বীর সন্তানদের প্রতি। জয় হিন্দ।

১২
১২ অক্টোবর ২০২৫
রবিবার

দেশ বিদেশ

12 October, 2025 • Sunday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফ্রান্সে রাজনৈতিক অস্থিরতা অব্যাহত। দু'বছরে পাঁচবার প্রধানমন্ত্রী বদল হয়েছে। সম্প্রতি সরকারের বিরুদ্ধে রাজধানী প্যারিসের পথে নেমেছিলেন হাজার হাজার মানুষ। এই অবস্থায় মন্ত্রিসভা গঠনের মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই ইস্তফা দেন সেবাস্তিয়ান লেকর্নু। কিন্তু ফের সেই লেকর্নুকেই মসনদে ফেরালেন প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ

গাজায় প্রতি ৫২ মিনিটে শিশুমৃত্যু

অনাথ হয়েছে ৫৮ হাজারের বেশি

পরিকল্পিত গণহত্যা ইজরায়েলের বলল রাষ্ট্রসংঘের তদন্ত কমিশন

গাজা : বধ্যভূমি গাজা। ইজরায়েলি সেনার বর্বর আচরণে বিপন্ন শৈশব। নির্বিচারে গণহত্যাই শুধু নয়, ক্ষুধার্ত শিশুদের কাছে খাদ্য ও ত্রাণ পৌঁছে দিতেও লাগাতার বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। চলতি সপ্তাহে প্যালেস্টাইনের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গাজায় ১২ লক্ষেরও বেশি শিশু খাদ্য থেকে বঞ্চিত, এবং ৫৮,৫৫৪ জন শিশু যুদ্ধের জেরে অনাথ হয়েছে।

গাজার চলমান সংঘাতকে রাষ্ট্রসংঘের তদন্ত কমিশন 'গণহত্যা' হিসাবে ঘোষণা করেছে। তথ্য অনুযায়ী, গাজার ৯,১৪,১০২ জন শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এবং ৫,৫৮০ জন শিশু জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসার জন্য অন্যত্র স্থানান্তরের অপেক্ষায় রয়েছে। রিপোর্টে প্রকাশ, ৭ অক্টোবর পর্যন্ত গাজা ভূখণ্ডের মোট ২০,১৭৯ জন শিশু নিহত হয়েছে। এর অর্থ হল, গাজায় 'প্রতি ৫২ মিনিটে' একটি করে শিশুর মৃত্যু হচ্ছে। নিহত শিশুদের মধ্যে ১,০২৯ জনের বয়স ছিল এক বছরের নিচে, ৫,০৩১ জনের পাঁচ বছরের নিচে এবং ৪২০ জন শিশু যুদ্ধ চলাকালীন জন্মগ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই নিহত হয়েছে। বধ্যভূমি গাজায় শিশুদের মধ্যে টিকাকরণের হার ২০২২ সালের ৯৮.৭% থেকে কমে ২০২৫ সালে ৮০%-এ নেমে এসেছে এবং ১,১০২ জন শিশুকে যুদ্ধে আহত হওয়ার জেরে অঙ্গচ্ছেদ করতে হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের তদন্ত কমিশন ইজরায়েলি হামলাকে 'গণহত্যা' ঘোষণা করা সত্ত্বেও পরিস্থিতির মৌলিক বদল হয়নি। শান্তিচুক্তি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘোষণার পরেও গাজা উপত্যকায় দফায় দফায় বোমা-হামলা অব্যাহত রয়েছে। আল-জাজিরা টিভির ৮ অক্টোবরের আপডেট অনুযায়ী, দূর-নিয়ন্ত্রিত টন টন বিস্ফোরক বোঝাই সাঁজোয়া যানের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে গাজা শহরে ইতিউতি বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ৭ অক্টোবর পর্যন্ত গাজার মোট ৬৭,১৭৩ জন নিহত এবং ১,৬৯,৭৮০ জন আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ৩০% শিশু, ১৬% নারী, ৭% প্রবীণ এবং ৪৭% পুরুষ। এই সময়ে মোট ৮,৯১০টি পরিবার গণহত্যার শিকার হয়েছে, দৈনিক গড়ে ১৩টি পরিবারের উপর গণহত্যা চালানো হচ্ছে। ২০২৫ সালে ৪,১৬৩টি গর্ভপাত, ২,৪১৫টি ক্ষেত্রে সময়ের আগে জন্ম এবং ২৭৪টি নবজাতকের মৃত্যু নথিভুক্ত হয়েছে। অপুষ্টিজনিত মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ২০২৫ সালে ৪০৮-এ পৌঁছেছে, যার মধ্যে ১৫৭ জন (৩৪.১%) শিশু। আগস্ট, ২০২৫-এ ৫ বছরের কম বয়সি মোট ১৪,৩৮৩ জন শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে, যার মধ্যে ৩,৪৬৬ জন গুরুতর অপুষ্টিতে (জানুয়ারি, ২০২৫-এ যা ছিল ৪৫২) ভুগছে। গাজার ৩৮টি হাসপাতালের সব ক'টিকেই লক্ষ্যবস্তু করেছে ইজরায়েল। পাশাপাশি যুদ্ধের জেরে ১৫৭টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মধ্যে ১০৩টি 'অকেজো' অবস্থায় রয়েছে। এছাড়াও, ১,৭০১ জন স্বাস্থ্যকর্মী নিহত হয়েছেন, ৩৬২ জন ইজরায়েলি হেফাজতে রয়েছেন এবং ২১১টি অ্যাম্বুলেন্স ও অসংখ্য চিকিৎসা সরঞ্জাম ধ্বংস করা হয়েছে। এর পাশাপাশি গাজার ২৬০টি পানীয় জলের কূপের মধ্যে মাত্র ১১৬টি এখন সচল রয়েছে এবং দৈনিক মাথাপিছু জলের ভাগ ৮৪.৬ লিটার থেকে কমে পাঁচ লিটারে দাঁড়িয়েছে। সব মিলিয়ে, অসহনীয় নরকযন্ত্রণায় ভুগছেন গাজাবাসী।

পরিস্থিতি ব্যয়সঙ্কুল, কেনাকাটা কমাচ্ছেন ৪০% ভারতীয় গ্রাহক

নয়াদিল্লি: প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় ব্যয়ের চাপ বাড়ছে। আর এই পরিস্থিতি গ্রাহকদের ক্রয়ের অভ্যাস ও আচরণকে নতুনভাবে রূপ দিচ্ছে। ভারতীয় গ্রাহকদের খাদ্য সংক্রান্ত পছন্দের উপর মতামত ও ব্যাখ্যা নিয়ে প্রাইস ওয়াটারহাউস কুপার্স তাদের যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, তার মূল নির্যাস এটাই।

প্রাইস ওয়াটারহাউস কুপার্স, যা পিডব্লিউসি নামেও পরিচিত, লন্ডনে অবস্থিত একটি ব্রিটিশ বহুজাতিক পেশাদার পরিষেবা নেটওয়ার্ক। 'পিডব্লিউসি'স ভয়েস অফ দ্য কনজিউমার ২০২৫ : ইন্ডিয়া পার্সপেক্টিভ' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুসারে, প্রায় ৪০% ভারতীয় উত্তরদাতা স্বীকার করেছেন যে তারা দৈনন্দিন সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। অন্যদিকে, ৩২% গ্রাহক বলেছেন যে তারা আর্থিকভাবে সামলে চলছেন। আবার ৭% উল্লেখ করেছেন যে তারা আর্থিকভাবে অনিরাপদ এবং নানারকম বিল পরিশোধ করতে হিমশিম খাচ্ছেন। সমীক্ষা চালানো ৫৭% মানুষের কাছে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় আগামী ১২ মাসে তাদের দেশের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলতে পারে এমন হুমকি বা ঝুঁকি কোনটি, তখন তাদের জবাব ছিল, জীবনযাত্রার ব্যয় (যেমন দৈনন্দিন জিনিসপত্র, বিলের খরচ) শীর্ষ তিনটি উদ্বেগের মধ্যে থাকবে। গত বছর খাদ্য উৎপাদন ও যোগানের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে গ্রাহকরা বেশি চিন্তিত ছিলেন। তবে এখন জীবনযাত্রার ব্যয় গ্রাহকদের কাছে একটি গুরুতর বিষয় হিসেবে উঠে আসছে। এর ফলস্বরূপ, গ্রাহকরা 'অর্থ সাশ্রয়ের আচরণ' অবলম্বন করছেন, পণ্যের উচ্চমূল্যের নেতিবাচক প্রভাব এড়াতে তারা খাদ্য অভ্যাস, কেনাকাটার স্থান এবং পছন্দের খাবারে পরিবর্তন আনছেন। এই বিশ্বব্যাপী সমীক্ষা চলতি বছরেই অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ২৮টি দেশ ও অঞ্চলের ২১,০৭৫ জন গ্রাহক অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ভারত থেকে ১,০৩১ জন উত্তরদাতা ছিলেন। এই উত্তরদাতাদের খাদ্যগ্রহণ এবং প্রবণতা, যার মধ্যে মুদি দোকানের কেনাকাটা এবং খাদ্য পছন্দ, স্বাস্থ্যের ভবিষ্যত, উদীয়মান প্রযুক্তি এবং জলবায়ু ও স্থায়িত্বের বিষয়গুলি সম্পর্কে সমীক্ষায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। ২০২৫ সালের মে মাসে শিল্প নিবাহীদেরও একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল। পিডব্লিউসি ইন্ডিয়ার খুচরো ও গ্রাহক বাজার বিভাগের প্রধান হীতাংশু গান্ধী বলেন, জীবনযাত্রার ব্যয়ে একটি যথেষ্ট চাপ রয়েছে, কারণ পরিবারের সঞ্চয় চার বছর আগের তুলনায় আজ কম, যেখানে তাদের দায়বদ্ধতা প্রকৃতপক্ষে বেড়েছে। ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস (ইউপিআই) লেনদেনের বণিক বিভাগ-ভিত্তিক বিভাজন উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, উচ্চ ঋণ পরিশোধ পরিবারের উপর যথেষ্ট চাপ প্রতিফলিত করে। ২০২৫-'২৬ অর্থবছরের প্রথম চারমাসে মোট ইউপিআই পেমেন্টের প্রায় ১৩% (৩.৫ লক্ষ কোটি টাকা) ঋণ সংগ্রহকারী সংস্থার কাছে গেছে। এছাড়া ভারতীয় গ্রাহকরা খাদ্যের নিরাপত্তা নিয়ে তাদের শীর্ষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, যেখানে ৮৪% বলেছেন যে তারা এই বিষয়ে হয় অত্যন্ত বা খুব বেশি উদ্বিগ্ন। সংস্থার সাম্প্রতিক প্রতিবেদনটিতে খাদ্যপুষ্টির প্রতি গ্রাহকদের পছন্দ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত অন্যান্য গবেষণামূলক তথ্যও উঠে এসেছে।

প্রাইস ওয়াটারহাউস কুপার্স-এর সমীক্ষায় যে প্রবণতা উঠে এল

শান্তিচুক্তিতে জট? গাজা থেকে সম্পূর্ণ সেনা প্রত্যাহারে রাজি নন নেতানিয়াহু

নয়াদিল্লি: গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করতে হামাস-ইজরায়েল প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তি ঘিরে ফের কি জট তৈরি করছেন বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু? ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক টালবাহানায় নতুন করে এই আশঙ্কা ঘনাচ্ছে। গাজায় শান্তি ফেরাতে ২০ দফা প্রস্তাব দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওই প্রস্তাব নেতানিয়াহু এবং হামাসকে দেখানো হয়। চাপের মুখে যুযুধান দুই পক্ষই ট্রাম্পের প্রস্তাবের প্রথম দফার শর্তে রাজি হয়েছে। শর্ত অনুযায়ী, নিজের দেশের পণবন্দিদের ইজরায়েলে ফেরানোর পরিবর্তে নেতানিয়াহু মুক্তি দেবেন ইজরায়েলের বিভিন্ন জেলে বন্দি প্যালেস্টাইনিদের। এছাড়া গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নেবেন। আপাতত এই চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু চুক্তি কার্যকর করার প্রথম পর্বেই বাগড়া দিচ্ছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দাবি, গাজা থেকে সব সেনা প্রত্যাহার করা হবে না। ইজরায়েল মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরই এই ভোলবদল নেতানিয়াহুর। তিনি আরও বলেন, আগামীদিনে সব পণবন্দি ফিরে আসবেন। ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর নতুন এই ঘোষণা প্রস্তাবিত শান্তিপ্রস্তাবে কোনও প্রভাব ফেলতে চলেছে কিনা, এবার তা নিয়েই সংশয় বাড়ছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর থেকে ইজরায়েলের সঙ্গে প্যালেস্টাইনের টানা সংঘাত চলছে। গাজার যুদ্ধে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। অনেকে পণবন্দি।

খাইবার পাখতুনখোয়ায় আত্মঘাতী হামলায় মৃত ২০ পাক-পুলিশ

ইসলামাবাদ: অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে জেরবার পাকিস্তান সরকার। শাহবাজ শরিফ সরকারের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠেই নানা গোষ্ঠীর ক্ষোভের উদগীরণ দেখা যাচ্ছে। একদিকে বালুচিস্তানের স্বাধীনতার দাবি ও পাক সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভে উত্তপ্ত খাইবার পাখতুনখোয়া। শনিবার সেখানে আত্মঘাতী হামলায় প্রায় ২০ জন পাক-পুলিশের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। শুক্রবারই আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে পাকিস্তানের বিমান বাহিনী আচমকা হামলা চালিয়েছিল। গাজা ইস্যুতে ট্রাম্প প্রশাসনের হস্তক্ষেপে করা শান্তিচুক্তিতে সমর্থন জানিয়ে আমেরিকা ও ইজরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে পাকিস্তান। এরপর থেকেই সেদেশের কট্টর ইসলামপন্থী রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনগুলি শাহবাজ

সরকারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের একাধিক প্রদেশে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। এর মধ্যে কাবুলে পাকবিমান হামলার প্রতিবাদে সরব তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান। শনিবার ভোরে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের ডেরা ইসমাইল খান এলাকায় একটি পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হামলা চালায় একাধিক টিটিপি জঙ্গি। তার মধ্যে ছিল আত্মঘাতী জঙ্গিও। তারাই হামলার আগে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ঢুকে ভিডিও প্রকাশ করে। আত্মঘাতী হামলায় মৃত্যু অন্তত ২০ জন পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। বিস্ফোরণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণরত পুলিশকর্মীদের উপর নির্বিচারে গুলিও চালানো হয়। পাক প্রশাসনের প্রাথমিক অনুমান, কাবুলে হামলার বদলা নিতেই খাইবার পাখতুনখোয়ায় হামলা চালিয়েছে টিটিপি। হামলায় ৬ জঙ্গিরও মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে পাক প্রশাসন। এছাড়াও ৫ জন সাধারণ নাগরিকও নিহত হয়েছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

২৩ বছর পর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন হাঙ্গেরির লেখক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই। নোবেল কমিটি বলেছে, তাঁর সৃষ্টিকর্ম আকর্ষণীয় ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, যা মহাপ্রলয়ের ভয়ের মধ্যেও শিল্পের শক্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। এজন্যই তাঁকে নোবেল দেওয়া হল

কাল্পনিক বানানো সব শারদীয় উপন্যাস

উপন্যাস সর্বগ্রাহী। সার্থক শিল্পী জানেন যে মানুষের অন্তর্মুখিনতা বা হৃন্ময়তা ও দ্বন্দ্বময়তাকে তিনি যখন সামাজিক মানুষের সম্পর্ক সূত্রে গ্রথিত করে দেখাতে চান, তখনই সেটা কবিতা কিংবা নাটক না-হয়ে উপন্যাস হয়ে ওঠে। উপন্যাস গদ্যে বর্ণিত কল্পিত আখ্যানের মাধ্যমে জীবন ব্যাখ্যা। সমকালের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অন্যতম দুইজন, প্রচেত গুপ্ত ও স্মরণজিৎ চক্রবর্তী তাঁদের সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাসে কীভাবে এই সৃজন-দর্শন রূপায়িত করেছেন এবারের দুটি পত্রিকার পুজো সংখ্যায়, তারই আলোচনায়

দেবাশিস পাঠক

দুটি বই। ‘আনন্দলোক’, পূজাবার্ষিকী ১৪৩২ এবং ‘দেশ’, শারদীয় ১৪৩২। জঁরের দিক থেকে দুটির অবস্থান পরস্পর বিপরীত। যদিও দুটি একই সংবাদপত্র সংস্থার শারদীয়া সংখ্যা। ‘আনন্দলোক’ বিনোদন জগতের পত্রিকা হিসেবে স্বীকৃত আর ‘দেশ’ সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকা রূপে মান্যতাপ্রাপ্ত।

কিন্তু এই দুটি পত্রিকাতেই পাওয়া গেল পুজোর সময়কার সেরা উপন্যাসগুলো। ‘দেশ’ অভিজাত সাহিত্য পত্রিকা। তাই তাতে উপন্যাসের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। একেবারে আধডজন। এতে আছে স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর ‘বাউল সুতো’, নলিনাক্ষ ভট্টাচার্যের ‘যেমন দেখেছি তাকে’, সুবর্ণ বসুর ‘ধূম্রলোচন’, অভিনন্দন সরকারের ‘পথিকের ঘরবাড়ি’, শ্যামলী আচার্যের ‘ছায়াপথ’ এবং শান্তনু দে-র ‘অলীক যাপন’। পক্ষান্তরে বিনোদন জগতের পত্রিকা হিসেবে ‘আনন্দলোক’-এর সূচিপত্রে সিরিয়াস সাহিত্যের গাম্ভীরতার চেয়ে খানিকটা লঘুতা ঈপ্সিত। সেই হিসাবে, এখানে উপন্যাসের সংখ্যা মোটে দুটি। প্রচেত গুপ্তের ‘সোনাইগঞ্জের উপাখ্যান’ এবং অন্বেষা রায়ের ‘পুষ্পবতী’।

পরিচিতি অনুযায়ী লঘুতাব্যঞ্জক পত্রিকার পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত হলেও ‘সোনাইগঞ্জের উপাখ্যান’ একটি আশিরনখ সেই গোত্রীয় উপন্যাস, যে ধরনের উপন্যাস একদা বাংলাতে তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়রা লিখতেন। আক্ষরিক অর্থে এই উপন্যাস একটি কাল্পনিক স্থানের বিবর্তনের আখ্যান। একেবারে শুরুতেই ঔপন্যাসিক পটচিত্রের পরিচিতি দিয়েছেন একেবারে চিত্রনাট্যের অনুপুঙ্খতায়। আর সেখানেই সামান্য একটি বাক্যাংশের সাহায্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন কাহিনির আরম্ভ ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে।

ব্রিটিশ শাসকের শাসনের রাশ তখন অনেকটা ঢিলে। সবকিছু সুনির্দিষ্ট যথাবিহিত নিয়মে চলছে না। শাসক সেটা টের পাচ্ছে, কিন্তু কার্যত মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ, দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ক্ষয়িষ্ণু দশা। ‘ইংরেজ সরকারের... ডাকাতি ঠেকানোর ক্ষমতা নেই। ... দেশের সর্বত্র খুন-জখম, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইয়ের এখন রমরমা। সাহেবদের এসব নিয়ন্ত্রণে নেই। তারা নিজেদের ‘গদি সামলাতে মন দিয়েছে।’ কারণ, শ্বেতাঙ্গ-শাসক টের পাচ্ছে উপপ্লবের আঁচে তাদের ক্ষমতার আসন, তাদের রাজদণ্ড দ্যুতি হারাচ্ছে। সারা দেশে একটা টালমাটাল পরিস্থিতি। অশান্তির আবহ। ‘‘দিল্লিতে যেমন ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে দেশের নেতাদের চাপ বেড়েছে, তেমনি দেশের এদিক-ওদিক স্বাধীনতার লড়াইও বেড়েছে। অসহযোগ, বয়কট এসব তো রয়েছেই, তার ওপর উৎপাত বেড়েছে দাঙ্গা হাঙ্গামার। যারা ‘স্বাধীনতার যুদ্ধ’ বলে সশস্ত্র লড়াইতে মেতেছে, তারাও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। চোরাগোপ্তা হামলা বাড়িয়েছে। দেশের লোক ওদের বলছে ‘বিপ্লবী’, ইংরেজরা বলে ‘টেররিস্ট’।’’

নির্দিষ্ট সন-তারিখের ফাঁস কাটিয়ে এ এক বৃহৎ সময়-প্রেক্ষিত। ভারতের স্বাধীনতা-পূর্ব অবস্থার এক বিরাট সময় পর্ব। এই কালপর্বের আধারে জেগে ওঠে প্রেম, শরীরী তাপ, দেওয়া-নেওয়া শরীর ও মনের। বিষ্ণুর ও সন্ধ্যার, বৈদ্যনাথ ও পারুল, শান্ত পাল ও কমলিকা। এবার সুনির্দিষ্ট সময়সীমায় আটকে পড়া, পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত নরনারী নয়। তাই গল্প এগিয়ে পিছিয়ে এগোয়। সরলরৈখিক সম্মুখচলনে সীমায়িত হয় না। ফলে, এ গল্প ছেড়ে ও গল্পে শীতলপাটি বিছোতে হয়। সেখান থেকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে, কিংবা খানিক দূর পিছিয়ে গিয়ে। সময়ের নিরিখে। কিন্তু আখ্যানভূমি ধ্রুবক। সোনাইগঞ্জ ছেড়ে অন্য কোথাও সরে না। ঔপন্যাসিক নিজেও জানেন সে কথা। লেখেন, ‘সোনাইগঞ্জের উপখ্যান বলতে গিয়ে অনেক আগুপিছু হয়েছে। বেশ কিছু বছর এগিয়ে এসে উপাখ্যান শেষ করলে কেমন হয়?’

লেখকের অঙ্গুলি নির্দেশে কাহিনি পরিণতি খুঁজতে চলে আসে সমকালে। ব্রিটিশ যুগের সন্ধ্যা গায়েন আর কমলিকা করের উত্তরসূরি হয়ে। সোনাইগঞ্জ নিয়ে একটা কাহিনি রচনার ইচ্ছে নিয়ে।

কালের বেড়া টপকালেও স্থান পরিধিরেখা অনতিক্রম্য এই উপন্যাসে। এই উপন্যাস তাই শেষ বিচারে নির্দিষ্ট কোনও চরিত্রের নয়, সোনাইগঞ্জ নামক একটি স্থানের অভিযোজনের বিবরণ হয়ে পাঠকের বুকের কোণে ঢুকে পড়ে।

অন্তিমে আছে ঔপন্যাসিকের তরফে অস্বীকরণ। ‘এই কাহিনি কাল্পনিক। কোনও ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে মিল পাওয়া গেলে তাকে আকস্মিক বলে মনে করতে হবে।’

সে না হয় বোঝা গেল। কিন্তু কোনও স্থানের গড়ে ওঠার গল্পের সঙ্গে যদি এই উপাখ্যানের মিল পাওয়া যায়, তাহলে কী হবে! সে-কথা উপন্যাসকার বোধহয় জেনে-বুঝেই এড়িয়ে গিয়েছেন।

এই উপন্যাস পাঠ করলে বোঝা যায়, রালফ ফক্স কেন বলেছেন, ‘The novel is the epic poem of our modern bourgeois society’।

এই উপন্যাসে আমরা মানুষদের, তাদের জীবনের বহু বিচিত্র রূপকে, সংগ্রাম ও তৃষ্ণাকে, ব্যর্থতা ও সাফল্যকে দেখি। এই উপন্যাস মানব-জীবনের দর্পণ। ‘সোনাইগঞ্জের উপাখ্যান’-এর প্রথম ও শেষ অন্বিষ্ট মানুষ, একটি বিশেষ স্থান সংলগ্ন জীবনের আলেখ্য। এই আধুনিক শিল্প-প্রতিমা শুধু সমগ্রতা স্পর্শই নয়, এই শিল্পিত স্বরগ্রামে প্রকাশিত হয়েছে প্রচেত গুপ্তের জীবনবোধ আর তাঁর স্বদেশ, সমাজ ও ইতিহাসচেতনা। অরুণ সান্যাল এই উপন্যাস পড়লে নির্দ্বিধ চিত্তে বলতেন, বুর্জোয়া সমাজের সমূহ শক্তি ও সবিশেষ স্বাতন্ত্র্যে আত্মস্থ হয়ে ঔপনিবেশিক যুগের জীর্ণ ও ভঙ্গুর সামন্ত সমাজ কাঠামো ভেঙে দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা নিয়েই জন্ম হয়েছে ‘সোনাইগঞ্জের উপাখ্যান’-এর।

‘আনন্দলোক’-এ যেমন আছেন প্রচেত, ‘দেশ’-এ তেমনই স্মরণজিৎ। এই দু’জনেই তো এই সময়ের জনপ্রিয়তার নিরিখে এবং গদ্যশিল্পের মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠ দু’জন শিল্পী। স্মরণজিতের ‘বাউল সুতো’ সেই সময়কার প্রেক্ষাপটে লেখা উপন্যাস যখন পুরনো শহর বেনারসের নিরিখে ‘একদমই নবীন’ কলকাতা ‘ইংরেজ শাসনের মূল কেন্দ্র হলেও’ ‘গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।’

এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হীরালাল। শৈশবে তার মা তাকে বলতেন, ‘তোকে ওই বাউল সুতোর মতো হতে হব। অমন মনের আনন্দে হাওয়ায় ভেসে থাকতে হবে। অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করতে হবে সেই মাটির জন্য, যাতে ভালবাসা আছে,…।’

সেই হীরালাল পরবর্তীকালে বোঝে, ভগবান আছে এবং ‘মানুষের পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে তার মতো আর কেউ পারে না।’ সে আরও বোঝে বসনের মতো মেয়ে চোখের সামনে থাকলে তার আর বাউল সুতো হয়ে উড়ে বেড়ানো সম্ভব নয়। তাকে ‘মাটির খোঁজই’ করতে হবে।

হীরালালের এই উপলব্ধিটা সেই সময়কার যখন ‘সংবাদ প্রভাকর’-এ বঙ্কিমচন্দ্র ধারাবাহিকভাবে ‘দুর্গেশনন্দিনী’ লিখছেন। ‘দুর্গেশনন্দিনী’ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৫-র মার্চ মাসে।

বসন ওরফে বসন্তসেনার বিয়ে আটকানোর কথা বলতে গিয়ে হীরালাল ধরা পড়ে যায় পিশেবাবুদের কাছে। মার খায়। রক্তাক্ত হয়, বসনও। বসনে হীরালালে সেই ছাড়াছাড়ি।

যখন বসনের কথা ফের জানল হীরালাল, তখন গোপাল কলুটোলা ব্রাহ্ম স্কুলে পড়াশোনা করার সুবাদে হীরালালের কাছে চাকরির সন্ধানে এসেছে। কলুটোলা ব্রাহ্ম স্কুল তখন বছর তিনেক হয়েছে হেয়ার স্কুল হয়েছে, নাম বদলে। হীরালাল গোপালের কাছেই জানতে পারে বসনের জীবন সুখের হয়নি। বিয়ে হয়েছিল বটে, কিন্তু অচিরেই বৈধব্য এসেছিল তার জীবনে শরৎ-বঙ্কিমের নায়িকাদের মতো। হীরালাল ভেবেছিল, বসন ওকে ছাড়া ভাল আছে শুনলে ওর কষ্ট হবে, হিংসে হবে, ‘যন্ত্রণার বিষ ঘুরবে’, ‘বুকের মধ্যে... ছোবল মারবে পদ্মগোখরো। বসনের সঙ্গে আবার দেখা হয় হীরালালের, শনিবার বসন যখন বাগবাজারে আটচালার মন্দিরে এসেছিল তখন, সেদিনও বসন চলে গেছিল একটা কথাও না বলে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য পিশেবাবুকে খুন করিয়ে বসনকে নিয়ে চলে যায় হীরালাল। উনিশ শতকের বাংলায় একটা নৌকার ওপর তার দুজন পরস্পরকে জড়িয়ে বসে থাকে। সূর্য আর একটু বেয়ে ওঠে আকাশে। আর নদী প্রবহমান থাকে চিরকালীন ভালবাসার অভিমুখে।

এও নাকি, লেখকের অন্তিম অস্বীকরণ অনুযায়ী, একটা বানানো গল্প। ঠিক সোনাইগঞ্জের উপাখ্যানের মতো।

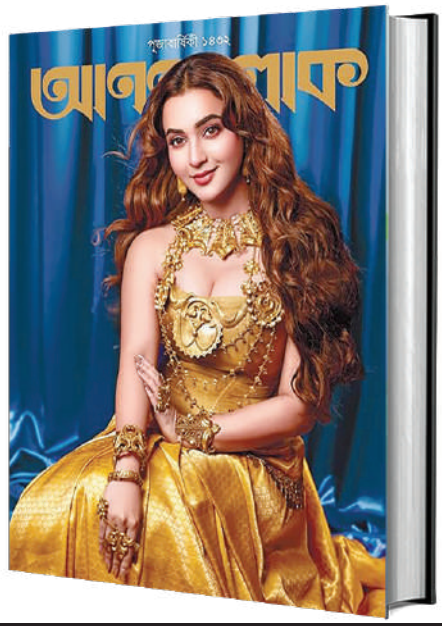

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বান্ধবী মাহিকা শর্মার সঙ্গে হার্দিক পান্ডিয়া— ছবি পোস্ট করতেই নিমেষে ভাইরাল

বিশ্বকাপে আজ ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

আগ্রাসী ক্রিকেটের বার্তা হরমনের, সতর্ক হিলি

বিশাখাপত্তনম, ১১ অক্টোবর : বিশ্বকাপের ঠিক আগেই ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথমবার ওয়ান ডে সিরিজ জয়ের সুযোগ অল্পের জন্য হাতছাড়া করেছে ভারতের মহিলা দল। রবিবার বিশ্বকাপে মুখোমুখি হচ্ছে দুই দল। গতবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া অপরাজিত থেকে নামছে। অন্যদিকে, শেষ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরেছে হরমনপ্রীত কৌরের ভারত। টপ অর্ডার ব্যাটিং এবং ষষ্ঠ বোলিং অপশন নিয়েই যত চিন্তা ভারতীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্কের। তবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী অধিনায়ক হরমনপ্রীত। আগ্রাসী ক্রিকেটের বার্তা দিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। ভারতীয় দলকে সমীহ করছে অস্ট্রেলিয়া। অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি মনে করেন, ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জেতার ভাল সুযোগ রয়েছে ভারতের কাছে।

ভারতের তিন তারকা ব্যাটার হরমনপ্রীত, স্মৃতি মান্ধানা, জেমাইমা রডরিগেজের ব্যাটে রান নেই। অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে স্মৃতিদের ব্যাটে রান চায় দল। হরমনপ্রীত অবশ্য ব্যাটিং ফর্ম নিয়ে চিন্তিত নন। বরং হিলিদের বিরুদ্ধে আগ্রাসনকে অস্ত্র করেই বাজিমাত করতে চাইছেন।

রবিবার অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কঠিন ম্যাচের আগে অধিনায়ক হরমনপ্রীত।

হরমন বলেছেন, এই ম্যাচে আগ্রাসন না দেখালে ব্যাকফুটে থাকতে হবে। অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ সবসময় আমাদের সেরাটা বের করে আনে। ওদের হারানো সবসময় চ্যালেঞ্জিং এবং স্পেশাল। আমার সতীর্থরাও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে ভালবাসে।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হিলি বলেছেন, এখানে সবাই আমাদের টুর্নামেন্টের ফেভারিট বলছে। আমার মনে হয়, ঘরের মাঠে পরিবেশ পরিস্থিতি ভারতের পক্ষে থাকায় ওদের ট্রফি জয়ের খুব ভাল সুযোগ রয়েছে। নিজেদের কন্ডিশনে ভারতীয়রা বেশ স্বাচ্ছন্দ্য এবং আমাদের চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্যও ওরা তৈরি। ইদানীং আমাদের দু'দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেড়েছে। জানি, ভারত আমাদের হারাতে কতটা মরিয়া। একইভাবে আমরাও কর্তৃত্ব করে ম্যাচটা জিততে চাই। ২০১৩ সালে শেষবার ভারতে বিশ্বকাপ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। ফাইনালে খেলার সুযোগ পাননি হিলি। তিনি বলেন, ভারতে আমরা কখনও বিশ্বকাপে হারিনি। আমাদের উপর চাপ নেই।

জকোর হার

সাংহাই : অপ্রত্যাশিত হার নোভাক জকোভিচের। সাংহাই মাস্টার্সের সেমিফাইনালে ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী সার্ব তারকাকে হারিয়ে বড় চমক দিলেন ভ্যালেন্টিন ভ্যাচেরোট। শনিবার বিশ্বের ২০৪ নম্বর ভ্যালেন্টিনের কাছে ৩-৬, ৪-৬ স্ট্রেট সেটে হেরে যান জকোভিচ। ২৬ বছর বয়সী ভ্যালেন্টিন কোয়ালিফায়ার রাউন্ড থেকে মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। অন্যদিকে, সাংহাইয়ের প্রচণ্ড গরম এবং আর্দ্রতা গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে ভুগিয়েছে জকোভিচকে। দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচ চলাকালীন তো কোর্টেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কোয়ার্টার ফাইনালেও পায়ের চোট ভুগিয়েছিল জকোভিচকে।

হকিতে জয়

কুয়ালালামপুর : মালয়েশিয়াতে আয়োজিত সুলতান জোহর কাপে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল ভারতীয় যুব হকি দল। শনিবার ভারত ৩-২ গোলে হারিয়েছে গ্রেট ব্রিটেনকে। ২৩ মিনিটে ভারতকে এগিয়ে দিয়েছিলেন রভনীত সিং। যদিও তিন মিনিটের মধ্যেই ১-১ করে দেন গ্রেট ব্রিটেনের মাইকেল রয়ডেন। ৪৫ মিনিটে ফের এগিয়ে যায় ভারত। এবার গোল করেন অধিনায়ক রোহিত। কিন্তু এক মিনিটের মধ্যেই ফের ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে আনে গ্রেট ব্রিটেন। গোলদাতা কাডেন ড্রেসি। যদিও ৫২ মিনিটে রোহিতের গোলে জয় ছিনিয়ে নেয় ভারত।

বিশ্বকাপে রোহিত নিশ্চিত : কাইফ

মুম্বই, ১১ অক্টোবর : তার কাছ থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়া হতে পারে, কিন্তু ২০২৭ বিশ্বকাপে রোহিত শর্মা নিশ্চিতভাবে খেলবে। ওপেনার হিসাবে নিজের কাজও করবে। বললেন মহম্মদ কাইফ।

২৭৩টি একদিনের ম্যাচ খেলে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ১১ হাজারের বেশি রান করেছেন। ব্যাটিং গড় ৪৮। সাদা বলের ক্রিকেটে রোহিতের পারফরম্যান্স বরাবর প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর হাওয়ায় গুঞ্জন ছড়িয়েছে বিশ্বকাপেও হয়তো জায়গা হবে না ৩৮ বছরের মহাতারকার। কিন্তু কাইফ নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, দলে একজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের প্রয়োজন রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় একদম তরুণ দল নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। ওখানে অনেক সময় বাউন্সি উইকেট হয়। বল সিম করে। তাই সব নতুন ছেলেকে নিয়ে গেলে বিপদ হতে পারে।

কাইফ যোগ করেছেন, আমার তাই মনে হয় রোহিতের মতো কাউকে সেখানে দরকার হবে যে উপরে উঠে আসা বলে পুল-কাট মারতে পারবে। রোহিত ওরকম উইকেটে আরও ভাল করবে। ওপেনার হিসাবে এরকম উইকেট ওর সঙ্গে খুব মানিয়ে যায়। সামনে থেকে উঠে আসা বলে রোহিত খুব ভাল খেলে। হালফিলের যত ক্রিকেটারের নাম বলা যায় তাদের সবার মধ্যে রোহিত সবথেকে ভাল রাইজিং বল খেলে। রোহিতের মতোই ২০২৭ বিশ্বকাপের দলে কাইফ বিরাট কোহলিকেও দেখতে চান। তাঁর বক্তব্য হল, ওর রান ও অভিজ্ঞতা দেখুন। বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে বিরাট-রোহিতের অভিজ্ঞতা দরকার হবে। বিশ্বকাপে একটা-দুটো ম্যাচে দল হারলে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। শেষ চারে যাওয়ার মতো চাপের ম্যাচ থাকলে রোহিত-বিরাটের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

বিরক্ত করে বিরাট, উত্তাপ বাড়িয়ে হেড

সিডনি, ১১ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়ায় বহু প্রতিক্ষিত ওয়ান ডে সিরিজ শুরু হতে দু'সপ্তাহও বাকি নেই। এই সিরিজেই প্রত্যাবর্তন হচ্ছে দুই ভারতীয় তারকা ব্যাটার বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার। ১৯ অক্টোবর পারথে প্রথম ম্যাচ ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে। তার আগে সিরিজের উত্তাপ উত্তাপ বাড়িয়ে দিলেন ট্রাভিস হেড। দাপুটে অস্ট্রেলীয় ওপেনার জানিয়েছেন, লড়াকু বিরাটের বিরুদ্ধে খেলাটা যেমন উপভোগ করেন, তেমনই মাঠে তাঁর সর্বক্ষণের আগ্রাসী মনোভাব, উজ্জীবিত উপস্থিতি বিরক্তিও বাড়ায়।

বিরাটের বিরুদ্ধে খেলার চ্যালেঞ্জ নিয়ে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে হেড বলেছেন, আমি সাধারণত যেটাতে বিরক্ত হই সেটাই আমাকে প্রভাবিত করে। অনেকে বলবে, বিরাট কত ভাল খেলোয়াড়। সে সবসময় রান করছে। সবসময় ম্যাচের মধ্যে থাকছে। উদ্দীপনা ওর মধ্যে অনেক বেশি থাকে। সবসময় কারও প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। আমিও সেই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক থাকতে চাই। স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে চাই।

বিরাটকে উদ্দেশ্য করে হেড আরও বলেন, কেউ যদি স্লিপে দাঁড়িয়ে কথা বলে, পরীক্ষা নেয় বা বারবার পাশ কাটিয়ে চলে যায়, তাহলে সেটা বেশ মজার! কিন্তু আমি চাই ইনিংসে যতটা সম্ভব দীর্ঘ সময় ব্যাট করতে, যাতে বিরাটের উপস্থিতিতে একটু বিরক্ত হতে পারি। এটা সবসময় ভাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিরাটের বিরুদ্ধে অনেক ম্যাচ খেলেছি। সবসময় দারুণ লড়াই হয়েছে। আমিও মাঠে দুরন্ত ছিলাম। ওয়ান ডে-তে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে রানের পাওয়ারহাউস কিং কোহলি। ৫০ ম্যাচে ৫৪.৪৬ গড়ে করেছেন ২৪৫১ রান। সেঞ্চুরি ৮টি এবং হাফ সেঞ্চুরি ১৫টি।

আমার বিশ্বরেকর্ড নিরাপদ নয় : বোল্ট

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : দু'টি বিশ্বরেকর্ড-সহ আটটি অলিম্পিক সোনা তাঁর ঝুলিতে। বিশ্বের দ্রুততম মানব জামাইকান কিংবদন্তি উসেইন বোল্ট ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড থেকে অবসর নিলেও তিনি মনে করেন, তাঁর ১০০ মিটারের বিশ্বরেকর্ড সহজে ভাঙা সম্ভব হবে না। তবে ২০০ মিটারের বিশ্বরেকর্ড খুব বেশি দিন নিরাপদ থাকবে না। ২০০৯ সালে বার্লিনে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ৯.৫৮ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন বোল্ট। যে রেকর্ড এখনও অক্ষত। যা নিয়ে বোল্ট বলেছেন, আমি নিশ্চিত এই রেকর্ড চিরকাল অক্ষত থাকবে না। কেউ না কেউ ভাঙবেই। তবে খুব তাড়াতাড়ি এটা হবে না। অন্তত কয়েক বছরের মধ্যে নয়। এখনও অনেক দিন রেকর্ড অক্ষত থাকবে। ৯.৫৮ সেকেন্ডে ১০০ মিটারের সময়টা অবিশ্বাস্য! জামাইকান স্প্রিন্টার ২০০ মিটারেও বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী। বার্লিনের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেই বোল্ট দৌড় শেষ করেছিলেন ১৯.১৯ সেকেন্ডে। প্রাক্তন তারকা ২০০ মিটারের রেকর্ড নিয়ে খুব একটা ইতিবাচক নন। বোল্টের কথায়, ১০০ মিটারের রেকর্ড ভাঙা সহজ নয়। কিন্তু ২০০ মিটার দৌড়ের রেকর্ড ভাঙতেই পারে। ১৯.১৯ সেকেন্ডে ২০০ মিটার দৌড়ে নেওয়াই যায়। প্রস্তুতির সময় অনেকেই এই সময়ের মধ্যে দৌড় শেষ করে। কিন্তু আসল দিনে অনেকেই পারে না।

আনন্দকে হারিয়ে ট্রফি কাসপারভের

সেন্ট লুইস, ১১ অক্টোবর : সেন্ট লুইস চেস ক্লাবে আয়োজিত তিন দিনের প্রদর্শনী দাবা দ্য লেজেন্ডস টুর্নামেন্টে বিশ্বনাথন আনন্দকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলেন গ্যারি কাসপারভ। শনিবার দুই গেম হাতে রেখেই ১৩-১১ পয়েন্টে ম্যাচ জিতে নেন কাসপারভ। ফলে ১২ গেমের লড়াইয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে ১০ গেমেই। প্রথম দিনের লড়াইয়ের শেষে ২.৫-১.৫ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন কাসপারভ। দ্বিতীয় দিন প্রথম রাউন্ডে আনন্দ এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আনন্দের ভুলে জিতে যান কাসপারভ। ফলে মোট পাঁচ পয়েন্টে এগিয়ে যান রুশ কিংবদন্তি দাবাড়ু। শেষ দিনে জেতার জন্য দরকার ছিল মাত্র তিন পয়েন্টের। সেটা দু'গেম হাতে রেখেই আদায় করে নেন কাসপারভ। দীর্ঘ ৩০ বছর পর ফের মগজাস্ত্রের লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছিলেন দুই কিংবদন্তি দাবাড়ু। ফলে আনন্দ ও কাসপারভের দ্বৈরথ নিয়ে বাড়তি উত্তেজনা ছিল। চ্যাম্পিয়ন হয়ে কাসপারভ বলেছেন, ১৯৯৫ সালে আমি ও আনন্দ যখন শেষবার একে অন্যের বিরুদ্ধে খেলেছিলাম, তখন পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল। দাবার নিয়মেও অনেক বদল এসেছে। তার পরেও ওর সঙ্গে খেলার অনুভূতি অসাধারণ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

12 October, 2025 • Sunday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১২ অক্টোবর ২০২৫
রবিবার

মেয়েদের সিনিয়র টি-২০ ট্রফিতে বাংলা পাঞ্জাবের কাছে ৪ উইকেটে পরাস্ত হয়েছে

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে জিতল ফ্রান্স ও জার্মানি

এমবাপের চোট অস্বস্তি বাড়াল

প্যারিস, ১১ অক্টোবর : বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে সহজ জয় পেল ফ্রান্স ও জার্মানি। হোম ম্যাচে আজারবাইজানকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে ফ্রান্স। প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে ফরাসিদের হয়ে প্রথম গোলটি করেন কিলিয়ান এমবাপে। এই নিয়ে ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে টানা ১০ ম্যাচে গোল করলেন এমবাপে। দেশের জার্সিতে ৯৩ ম্যাচে এমবাপের গোলসংখ্যা বেড়ে হল ৫৩টি। আর চারটি গোল করলেই অলিভার জিঁরুর ৫৭ গোলের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেললেন তিনি। বিরতির পর ফ্রান্সের হয়ে আরও দু'টি গোল করেন যথাক্রমে আঁদ্রিয়া রাবিও এবং ফ্লোরিয়ান থাউবিন। টানা তিন ম্যাচ জিতে গ্রুপ 'ডি'-র শীর্ষে রইল ফ্রান্স।

তবে এমন জয়ের দিনেও, এমবাপের চোট নিয়ে অস্বস্তিতে ফরাসি শিবির। খেলা শেষ হওয়ার ১০ মিনিট আগে গোড়ালিতে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন ফরাসি তারকা। ম্যাচের পর এমবাপের চোট নিয়ে ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেঁশ বলেছেন, গোড়ালিতে পুরনো চোটের জায়গাতে আবার চোট পেয়েছে কিলিয়ান। যন্ত্রণা হচ্ছিল বলে ওকে মাঠ থেকে তুলে নিই। পরীক্ষার পরেই জানা যাবে এই চোট কতটা গুরুতর।

আজারবাইজানের বিরুদ্ধে ম্যাচে চোট পেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন এমবাপে।

এদিকে, ইউরোপের 'এ' গ্রুপের ম্যাচে লুক্সেমবার্গকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে জার্মানি। জোড়া গোল করেন জোশুয়া কিমিখ। একটি করে গোল ডেভিড রাউম ও সের্জিও নাব্রির। এদিনের জয়ের পর, ৩ ম্যাচে জার্মানির পয়েন্ট হল ৬। এই গ্রুপের অন্য ম্যাচে স্লোভাকিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়েছে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড। তাদের পয়েন্টও ৬। সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থক্যে পিছিয়ে থাকার জন্য গ্রুপের তৃতীয় স্থানে স্লোভাকিয়া।

গ্যালারিতে মেসি, জিতল আর্জেন্টিনা

মায়ামি, ১১ অক্টোবর : প্রস্তুতি ম্যাচে ভেনেজুয়েলাকে ১-০ গোলে হারাল আর্জেন্টিনা। মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে আয়োজিত ম্যাচে আয়োজিত ম্যাচটা লিওনেল মেসি অবশ্য দেখলেন গ্যালারিতে বসে। তাঁকে ১৮ জনের স্কোয়াডেই রাখেননি কোচ লিওনেল স্কালোনি।

গোলের পর সেলসোর উচ্ছ্বাস।

আগামী বছরের বিশ্বকাপকে মাথায় রেখে বেশ কিছু প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্কালোনি। সেই চক্র শুরু হল ভেনেজুয়েলা ম্যাচ দিয়ে। বেশ কিছু সুযোগ নষ্ট না করলে, ম্যাচটা আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারত আর্জেন্টিনা। ম্যাচে ৩১ মিনিটে আর্জেন্টিনার একমাত্র গোলটি করেন জিওভান্নি লো সেলসো।

চলতি মাসে আরও একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। মঙ্গলবার ফ্লোরিডার চেজ স্টেডিয়ামে প্রতিপক্ষ পুয়ের্তো রিকো। চোটের কারণে ভেনেজুয়েলা ম্যাচে খেলতে পারেননি তরুণ স্ট্রাইকার ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো। মঙ্গলবারের ম্যাচেও তিনিই নেই। তবে প্রশ্ন হল, মেসি কি পুয়ের্তো রিকোর বিরুদ্ধে খেলবেন? স্কালোনির বক্তব্য, মেসিকে ভেনেজুয়েলা ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত পুরোপুরি আমার। আমরা লাওতারো ও জুলিয়ানকে একসঙ্গে খেলিয়ে দেখে নিতে চেয়েছিলাম। তাই ওকে বিশ্রাম দিয়েছি। আশা করি, মঙ্গলবারের ম্যাচে মেসিকে মাঠে দেখা যাবে। এদিকে, পরিবারের সঙ্গে গ্যালারিতে বসে পুরো ম্যাচই দেখেছেন মেসি। দলের গোলের পর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। একদল খুদে ভক্তদের সঙ্গে ম্যাচ চলাকালীন আড্ডা দিতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে।

মাঠে হিরোশি, অস্বস্তি সাউলে

প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে নেমে পড়লেন নতুন জাপানি ফরোয়ার্ড হিরোশি ইবুসুকি। প্রথম দিন অনুশীলনে নজর কাড়লেন ৬ ফুট ৫ ইঞ্চির স্ট্রাইকার। উইং থেকে ভাসানো বলে কয়েকটি গোলও করলেন। তবে প্রথম দিন হালকা অনুশীলনই করলেন জাপানি ফুটবলার। হিরোশির ফিটনেসে সন্তুষ্ট কোচ অস্কার ব্রুজো। শিল্ডে মঙ্গলবার নামধারী এফসি-র বিরুদ্ধে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। শনিবার নামধারী ৩-০ গোলে হারিয়েছে ডেকানকে। নামধারীর বিরুদ্ধে হিরোশির অভিষেক হতে পারে। হিরোশির মাঠে নামার দিন অস্বস্তি বাড়ালেন সাউল ক্রেসপো। এদিন পুরো সময়ই সাইডলাইনে কাটালেন তিনি। জানা গিয়েছে সাউলের সামান্য চোট রয়েছে।

প্রস্তুতি শুরু, সন্দেশের অভাব ঢাকার চ্যালেঞ্জ

প্রতিবেদন : সিঙ্গাপুরে রহিম আলির শেষ মুহূর্তের গোলে ম্যাচ ড্র রাখতে পারলেও এশিয়ান কাপে খেলার রাস্তা এখনও যথেষ্ট কঠিন ভারতের কাছে। মঙ্গলবার ফিরতি লড়াইয়ে ঘরের মাঠে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে খেলবে খালিদ জামিলের দল। মঙ্গলবার গোয়ার জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ম্যাচ। সুনীল ছেত্রীদের কাছে মরণ-বাঁচন লড়াই এটি। সিঙ্গাপুরকে হারাতে পারলে এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার আশা বাঁচিয়ে রাখতে পারবে ভারত। ফিরতি লড়াইয়ে রক্ষণের অন্যতম ভরসা সন্দেশ ঝিঙ্গান খেলতে পারবেন না অ্যাওয়ে ম্যাচে লাল কার্ড দেখায়। সন্দেশের বিকল্প খুঁজে নেওয়াই চ্যালেঞ্জ খালিদের কাছে।

প্রস্তুতি শুরু আনোয়ারদের।

সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে হোম ম্যাচের জন্য মোহনবাগানের বাঙালি ডিফেন্ডার শুভাশিস বসু এবং তারকা মিডফিল্ডার আপুইয়াকে দলে নিয়েছেন খালিদ। শুভাশিস ও আপুইয়া শনিবার সন্ধ্যায় ভারতীয় দলের অনুশীলনে যোগ দেন। সন্দেশ না থাকায় রক্ষণের কম্বিনেশন নতুন করে তৈরি করতে হচ্ছে খালিদকে। শুভাশিসকে লেফট ব্যাকে খেলিয়ে স্টপারে আনোয়ার আলির পাশে রাহুল ভেকেকে রাখতে পারেন ব্লু টাইগার্সের কোচ। রাইট ব্যাকে যথারীতি হয়তো উভেশ খেলবেন। আপুইয়া আসতে পারেন মাঝমাঠে।

ভারতীয় শিবিরের শপথ, যে কোনও মূল্যে ঘরের মাঠে সিঙ্গাপুরকে হারাতেই হবে। ফাতোরদায় চেনা পরিবেশে দর্শক সমর্থন সঙ্গে নিয়ে খেলার সুযোগ পাবেন সুনীল, শুভাশিসরা। এটাই সবচেয়ে বড় মোটিভেশন ভারতীয়দের কাছে। সুনীলও বলেছেন, ঘরের মাঠে গ্রুপের প্রথম ম্যাচ আমাদের জেতা উচিত। সেদিকেই আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে।

বাগানের ব্যাখ্যা

প্রতিবেদন : সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচের আগে জাতীয় শিবিরে ফুটবলার ছাড়া নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছিল মোহনবাগান। ফিফা উইন্ডোর আগে মোহনবাগান আপুইয়াদের না ছাড়ায় পরে জোসে মোলিনার দলের কয়েকজন ফুটবলারকে আর ডাকা হয়নি শিবিরে। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের তরফে ফেডারেশনকে দেওয়া চিঠিতে লেখা হয়েছে, মোহনবাগান কখনও আন্তর্জাতিক উইন্ডোতে খেলোয়াড় ছাড়ার ব্যাপারে আপত্তি জানায়নি। আমাদের আপত্তি ছিল কেবল উইন্ডোর আগে প্রস্তুতি শিবিরে খেলোয়াড় ছাড়া নিয়ে।

আজ বৈঠক

নয়াদিল্লি : সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে ফেডারেশনে সংশোধিত গঠনতন্ত্র কার্যকর করতে রবিবার বিশেষ সাধারণ সভা। বহুদিন পর বৈঠকে থাকার কথা প্রাক্তন এআইএফএফ সভাপতি প্রফুল প্যাটেল এবং প্রাক্তন সহসভাপতি সুব্রত দত্তর। সংশোধিত গঠনতন্ত্রের একটি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কর্তাদের রাজ্য সংস্থা এবং ফেডারেশনের মধ্যে যে কোনও একটি পদ ছাড়তে হবে। যা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে শুনানিও ছিল। আদালতের সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে কর্তারা।

মেসির সঙ্গে সুয়ারেজও থাকবেন যুবভারতীতে

প্রতিবেদন : ডিসেম্বরে লিওনেল মেসির ভারত সফর নিয়ে উন্মাদনা ক্রমশ বাড়ছে। ১৩ ডিসেম্বর কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে 'গোট কাপ' ইভেন্টে শুধু মেসি নন, বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির সঙ্গে থাকবেন তাঁর ক্লাব সতীর্থ উরুগুয়ান মহাতারকা লুইস সুয়ারেজও। সঙ্গী হচ্ছেন জাতীয় দল ও ইন্টার মায়ামিতে এলএম টেনের সতীর্থ রডরিগো ডি'পলও। আয়োজকদের তরফে সুয়ারেজ ও ডি'পলের কলকাতা সফর নিশ্চিত করা হয়েছে। মেসির সামনে ডার্বিতে সুয়ারেজ এবং ডি'পলকে খেলানোর চেষ্টা করবেন সংগঠক শতদ্রু দত্ত।

ইতিমধ্যেই প্রাক্তন পর্তুগিজ তারকা ডেকো এবং ব্রাজিলীয় ফুটবলার দানি আলভেজের কলকাতায় আসা কার্যত নিশ্চিত হয়েছে। কলকাতায় মেসির সম্মানে 'গোট কাপ'-এর অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে তারকাদের ডার্বি। এই ম্যাচে অংশ নিতে পারেন ডেকো এবং আলভেজ। ডার্বিতে মুখোমুখি হবে মোহনবাগান মেসি অলস্টার এবং ইস্টবেঙ্গল মেসি অলস্টার একাদশ। দু'দলে একাধিক দেশি-বিদেশি প্রাক্তন ফুটবলার এবং সেলুলয়েডের তারকারা খেলবেন। সবুজ-মেরুন এবং লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেলতে দেখা যেতে পারে ডেকো, আলভেজ, জন আব্রাহাম, টাইগার শ্রফদের। ডার্বিতে জয়ী দলকে পুরস্কৃত করবেন স্বয়ং মেসি।

'গোট কাপ' নিয়ে কলকাতা, মুম্বই ও দিল্লিতে উন্মাদনার পারদ চড়ছে। ইতিমধ্যেই টিকিট বিক্রিও শুরু হয়েছে। যুবভারতীর ইভেন্টের জন্য প্রথম পর্যায়ে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাপে টিকিট বিক্রি শুরু হতেই মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে তা শেষ হয়ে গিয়েছে। ১৪ ডিসেম্বর মুম্বইতে রয়েছে মেসি শো। ১৫ ডিসেম্বর মেসির শেষ ইভেন্ট দিল্লিতে।

মাঠে ময়দানে
12 October, 2025 • Sunday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

২২ গজে ব্যাট করার সময় ভেসে উঠল 'আই লাভ ইউ শুভমন'। কোটলায় শনিবার

গিলের সেঞ্চুরি, ঘূর্ণিতে জয়ের সংকেত

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : পাহাড় প্রমাণ রানের সামনে ক্যারিবিয়ানরা একসময় ৮৭ রান তুলে ফেলেছিল ১ উইকেট হারিয়ে। একটু অন্যরকম ছবি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট কি তাহলে ঘুরে দাঁড়াল? এই লড়াই বহুদিন অদৃশ্য ছিল। কিন্তু যারা এসব দেখে ভিভ, লয়েড, কালীচরণ জমানার কথা ভেবে ফেলেছেন তাদের বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে আনতে বেশি সময় লাগল না রবীন্দ্র জাদেজার। দিনের শেষে ভাইস ক্যাপ্টেনের বোলিং গড় ১৪-৩-৩৭-৩। একটি উইকেট কুলদীপের। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৪০-৩। এখনও তারা ৩৭৮ রানে পিছিয়ে। এই ছবি অবশ্য সবার পরিচিত।

শুভমন কি ইনিংস ডিক্লেয়ার করতে একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলেছেন? চায়েরও কিছু আগে ৫ উইকেটে ৫১৮ রান তুলে দান ছেড়ে দেন তিনি। যাতে একটা বার্তা পরিষ্কার। ক্যারিবিয়ানদের জন্য এটাই যথেষ্ট। আড়াই দিনে শেষ হওয়া আমেদাবাদ টেস্টের কথা ধরলে ভাবনায় কোনও ভুল নেই। কিন্তু টিম গম্ভীরের এই সিদ্ধান্তে অনেকে আবার খুশি হতে পারেননি। যেমন সঞ্জয় বাঙ্গার। তিনি বলছিলেন, এত তাড়াহুড়োর কি দরকার ছিল? টেস্ট ক্রিকেটে রানেরও দরকার আছে। তাছাড়া বল তো এখনও সেভাবে ঘুরছে না। ঘোরার জন্য আরেকটু ব্যাট করে নেওয়া যেত।

এই ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেটারদের বড় ইনিংস খেলার মানসিকতা নেই। ড্যারেন স্যামি সেটা ড্রেসিংরুমে আনতে পারেননি। জন ক্যাম্পবেলের উইকেট কপালজোরে পাওয়া। জাদেজার শর্ট বল পুল করেছিলেন তিনি। বল শর্ট স্কোয়ার লেগে দাঁড়ানো সাই সুদর্শনের হাতে চলে যায়। তবে সহজে নয়। সজোরে বল আসছে দেখে তিনি মুখের সামনে হাত নিয়ে এসেছিলেন। হাতে লেগে বল ছিটকে লাগে হেলমেটের গ্রিলে। সুদর্শন এরপর ক্যাচ ধরতে পেরেছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ তখন ২১। এরপর ৬৬ রানের পার্টনারশিপ হয়েছে চন্দ্রপল (৩৪) ও আথাঞ্জের (৪১) মধ্যে। দুজনে যখন মোটামুটি সেট তখনই উইকেট চলে গেল। রস্টন চেজও (০) অতঃপর জাদেজার শিকার হন। স্রেফ ২০ রানে ৩ উইকেট চলে যায় ক্যারিবিয়ানদের।

সকালে শুভমনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট হয়ে যান যশস্বী জয়সওয়াল (১৭৫)। অনেকেই এদিন মাঠে এসেছিলেন তাঁর ডাবল সেঞ্চুরি দেখবেন বলে। কিন্তু চন্দ্রপলের ক্ষিপ্রতায় তাঁকে উইকেট দিয়ে যেত হল। তবে শুভমন অবশ্য নিরাশ করেননি। ইংল্যান্ডে মাত্র ২০ রানের জন্য সুনীল

সেঞ্চুরির পর শুভমন, শনিবার দিল্লি টেস্টে।

গাভাসকরের এক সিরিজে সবথেকে বেশি রানের রেকর্ড হাতছাড়া হয়েছে। কিন্তু এদিন অধিনায়ক হিসাবে ঘরের মাঠে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন। অধিনায়ক শুভমনের সবমিলিয়ে এটি পঞ্চম সেঞ্চুরি। শেষ ১২টি টেস্ট ম্যাচে ৫টি সেঞ্চুরি করা হয়ে গেল শুভমনের। ২০২৩-এ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনি ১২৮ রান করেছিলেন। এদিনের ১২৯ নট আউট তাঁর দেশের মাঠে সর্বোচ্চ রান।

ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট সুদর্শন, নীতীশ রেড্ডি, ধ্রুব জুরেলদের মতো তরুণদের উপর আস্থা রাখছে। নীতীশকে অলরাউন্ডার হিসাবে তৈরি করা হচ্ছে। সুদর্শন তিনে নেমে ৮৭ রান করেছিলেন। এদিন নীতীশ ৪৩ ও জুরেল ৪৪ রান করেন। শুভমন ও নীতীশের জুটিতে উঠেছে ৯১ রান। তবে ওয়ারিকানকে তুলে মারতে গিয়ে ধরা পড়েন সিলসের হাতে। জুরেল অবশ্য একটু ধরে খেলেছেন। নীতীশ যেখানে ৫৪ বলে ৪৩ রান করেছেন, সেখানে জুরেলের ৪৪ রান আসে ৭৯ বলে। সেই সময় স্কোর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শুভমন। তিনি ১৬টি চার ও ২টি ছক্কা-সহ ১৯৬ বল খেলেছেন।

ক্যারিবিয়ান ইনিংসে বল যে সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘুরেছে এমন নয়। তবু শুভমন বুমরা ও সিরাজকে ১০ ওভার করে বল করিয়েই নিয়ে আসেন স্পিনারদের। কারণ বাঁহাতি ব্যাটারদের সামনে কিছুটা রাফ তৈরি হয়েছে। যা থেকে বল কিছুটা ঘুরছে। তবে ওয়ার্কলোড নিয়ে ব্যতিবস্ত বুমরাকে এখানে বিশেষ কিছু করতে হয়নি। করতে যে হবে না সেটাও আগেই আন্দাজ করা গিয়েছিল। স্পিনাররাই যখন ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিতে চলেছেন তখন বুমরাকে বিশ্রাম দিয়ে দেবদূত পারিকালের মতো কাউকে গেমটাইম দেওয়া যেত কিনা সেই প্রশ্ন কিন্তু উঠছে।

স্কোরবোর্ড

ভারত (প্রথম ইনিংস) : ৫১৮/৫ ডিক্লেয়ার
(গতকালের ২ উইকেটে ৩১৮ রানের পর)
যশস্বী রান আউট ১৭৫, শুভমন নট আউট ১২৯, নীতীশ রেড্ডি ক সিলস বো ওয়ারিকান ৪৩, ধ্রুব জুরেল বোল্ড ৪৪। অতিরিক্ত : ২। বোলিং : সিলস ২২-২-৮৮-০, ফিলিপ ১৭-২-৭১-০, গ্রিভস ১৪-১-৫৮-০, পিয়ের ৩০-২-১২০-০, ওয়ারিকান ৩৪-৬-৯৮-৩, চেজ ১৭.২-০-৮৩-১।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ (প্রথম ইনিংস) : ১৪০/৪
ক্যাম্পবেল ক সুদর্শন বো জাদেজা ১০, চন্দ্রপল ক রাহুল বো জাদেজা ৩৪, অ্যাথানেজ ক জাদেজা বো কুলদীপ ৪১, হোপ নট আউট ৩১, চেজ ক ও বো জাদেজা ০, টেভিন নট আউট ১৪। অতিরিক্ত : ১০। বোলিং : বুমরা ৬-৩-১৮-০, সিরাজ ৪-০-৯-০, জাদেজা ১৪-৩-৩৭-৩, কুলদীপ ১২-৩-৪৫-১, ওয়াশিংটন ৭-১-২৩-০।

বিশ্বকাপে খেলতে চাই, নির্বাচকদের বার্তা জাড্ডুর

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : ব্যাট করার সুযোগ না পেলেও, বল হাতে ইতিমধ্যেই ৩ উইকেট ঝুলিতে পুরেছেন রবীন্দ্র জাদেজা। শনিবার দিল্লি টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক বৈঠকে এসে নিজের একদিনের ভবিষ্যৎ নিয়ে মুখ খুললেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। লাল বলের ক্রিকেটে স্বপ্নের ফর্মে থাকলেও, অস্ট্রেলিয়ার সফরের একদিনের সিরিজে জাদেজাকে রাখা হয়নি। জাদেজার বক্তব্য, এটা তো আমার হাতে নেই। আমি অবশ্যই ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলতে চাই। কিন্তু দিনের শেষে এই ব্যাপারে শেষ কথা বলবে টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচক, কোচ এবং ক্যাপ্টেন। অস্ট্রেলিয়া সফরের দল নির্বাচনের আগে প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকর, কোচ গৌতম গম্ভীর ও শুভমন আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। কেন আমি দলে নেই, সেই কারণও জানিয়েছিল। তবে আমি সুযোগ পেলে একদিনের ম্যাচও খেলতে চাই। বিশ্বকাপ তো অবশ্যই। গতবার ফাইনালে উঠেও হেরে গিয়েছিলাম। তাই কাজটা অসমাপ্ত রয়েছে। এদিকে, শুভমনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট হয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল। মাত্র ২৫ রানের জন্য হাতছাড়া করেছেন ডাবল সেঞ্চুরি। মাঠে বিরক্তি প্রকাশ করলেও, ম্যাচের পর যশস্বীর বক্তব্য, এটা তো খেলারই অঙ্গ। আমি আজ প্রথম এক ঘণ্টা ব্যাট করতে চেয়েছিলাম। কারণ তার পর ব্যাট করা সহজ হয়ে যেত। ইতিমধ্যেই চার উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যশস্বী বলছেন, কাল দ্রুত ওদের ইনিংস গুটিয়ে দেওয়াই লক্ষ্য। পিচ ভালই রয়েছে। তবে আমাদের বোলাররা ভাল বোলিং করছে।

নিউজিল্যান্ডের হোয়াইটওয়াশ ভুলব না : গম্ভীর

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : টেস্ট অধিনায়ক হিসাবে অভিষেক সিরিজটাই ছিল শুভমন গিলের কঠিনতম পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় সসম্মানে তিনি উতরে গিয়েছেন। সাফ জানালেন গৌতম গম্ভীর।

শনিবার দিল্লি টেস্টের দ্বিতীয় দিনের মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গম্ভীর বলেছেন, যখন টেস্ট অধিনায়ক হল, তখন শুভমনকে বলেছিলাম, গভীর সমুদ্রে তোমাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। হয় তুমি ডুববে, নয়তো সাঁতরে বেরিয়ে আসবে। টিম ইন্ডিয়ার কোচের সংযোজন, ইংল্যান্ড সিরিজের ওভাল টেস্টের পর ওকে বলেছিলাম, জীবনের কঠিনতম পরীক্ষা দিলে। এই পরীক্ষায় তুমি পাশ করে গিয়েছ। গম্ভীর আরও বলেন, ইংল্যান্ড সিরিজে শুভমন সাড়ে সাতশোর বেশি রান করেছে। একটা ২৫ বছরের বাচ্চা ছেলে অধিনায়ক হয়ে ইংল্যান্ডে গিয়েছিল। দলকে দারুণভাবে সামলেছে। নিজেকে সামলেছে। নেতৃত্বের চাপ সামলে খেলেছে। এর থেকে কঠিন আর কী হতে পারে! শুভমন যে ক'দিনই নেতৃত্ব দিক, সেটা ১৫ বছর হোক বা দু'বছর, এর থেকে কঠিন সিরিজ ওকে আর খেলতে হবে না। ভারতের আর কোনও অধিনায়ককে এত কঠিন সিরিজ খেলতে হয়নি। ইংল্যান্ড দল দারুণ শক্তিশালী ছিল। তুলনায় আমরা অনভিজ্ঞ দল নিয়ে খেলতে গিয়েছিলাম।

গম্ভীরের বক্তব্য, শুভমনের সবথেকে বড় গুণ, চাপ সামলাতে পারা। আমিও সব সময় ওর পাশে আছি। যতক্ষণ না শুভমন সবকিছু ঠিকঠাক করতে না পারছে, ততক্ষণ আমি যে কোনও সমালোচনা শুনতে তৈরি। নেতৃত্ব পাওয়ার পর ওকে নিয়ে অনেকেই নেতিবাচক কথা বলেছেন। শুভমনও চাপে ছিল। কিন্তু ওকে একবারও মাথা গরম করতে দেখিনি। হাসিমুখে গোটা সিরিজে নেতৃত্ব দিয়েছে।

সাদা বলের ক্রিকেটে কোচ হিসাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও এশিয়া কাপ জিতেছেন। কিন্তু ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ০-৩ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ হার এখনও গম্ভীরকে কষ্ট দেয়। তিনি বলছেন, আমার কোচিং জীবনে ওই সিরিজটা কখনও ভুলতে পারব না। শিক্ষা পেয়েছি, কোনও প্রতিপক্ষকেই হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। ক্রিকেটারদেরও এই কথা বলি। গম্ভীরের সংযোজন, শুধু ঘরের মাঠে দাপট দেখানোই সব নয়। বিদেশির মাঠেও আধিপত্য দেখাতে হবে। কারণ শুধু ঘরের মাঠে ভাল খেলে কোনও দল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিততে পারবে না।

জয়ী ইংল্যান্ড

কলম্বো, ১১ অক্টোবর : নাট শিভার ব্রান্ট ও সোফি একলেস্টোনের দাপটে মেয়েদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপে জয়ের হ্যাটট্রিক ইংল্যান্ডের। প্রথমজন ব্যাট হাতে দুরন্ত সেঞ্চুরি হাঁকালেন। দ্বিতীয়জন বল হাতে নিলেন ৪ উইকেট। প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৫৩ রান তুলেছিল ইংল্যান্ড। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৪৫.৪ ওভারে ১৬৪ রানে অল আউট হয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। ফলে ৮৯ রানে ম্যাচ জিতে নেয় ইংল্যান্ড। এর আগে ইংল্যান্ডের দুই ওপেনার অ্যামি জোন্স ও ট্যামি বিউমন্ট আউট হওয়ার পর, সেঞ্চুরি হাঁকান ব্রান্ট। শেষ পর্যন্ত আউট হন ১১৭ বলে ১১৭ রান করে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য হিদার নাইটের ২৯ রান। এরপর ব্যাট করতে নেমে, শ্রীলঙ্কার হয়ে কিছুটা লড়াই করেন হাসিনি পেরেরা ও হর্ষিতা সামারাবিক্রমা। শেষদিকে নীলাক্ষীকা সিলভা ২৩ রান করেন।

‘সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট’। যে প্রতিকূলতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে সে যোগ্যতম আর সেই টিকে যায়— এই সহজ সত্যটা কে না জানে। প্রাণিজগতে এমন বহু বীর যোদ্ধা রয়েছে যারা নিরন্তর পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের অভিযোজন করে চলেছে। তারা ছিল, আছে এবং থাকবে। সেই প্রাণীদের কথা লিখলেন **দেবস্মিতা মণ্ডল**

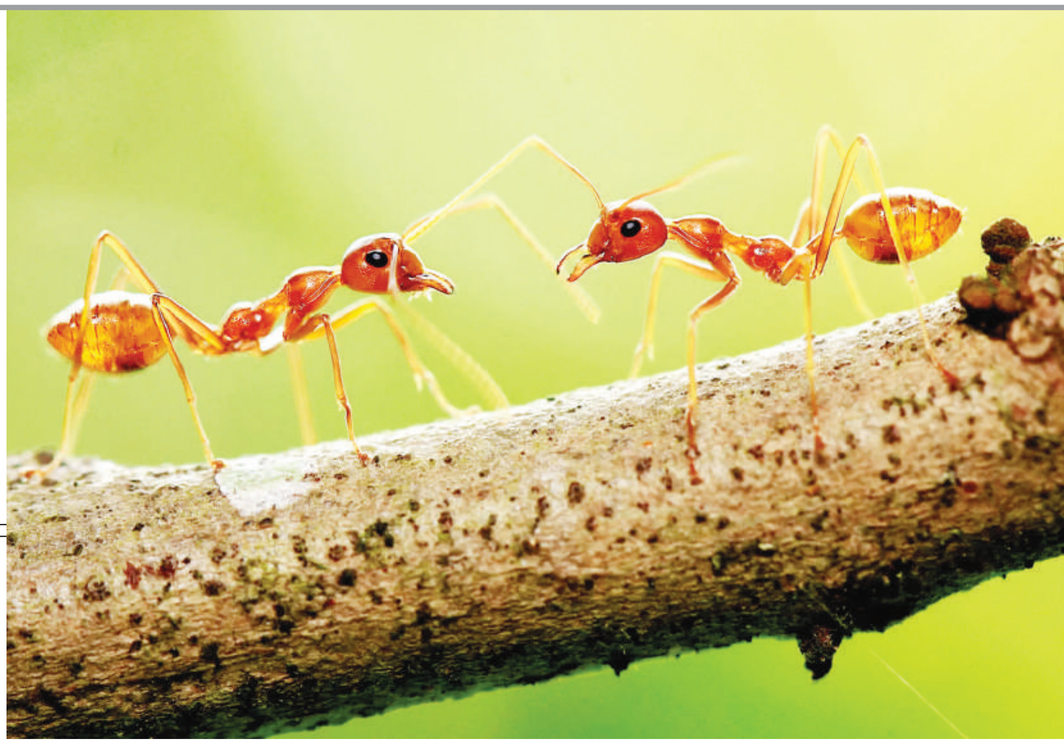

প্রকৃতির বীর যোদ্ধারা

হারবার পেন্সার তাঁর প্রিন্সিপাল অফ বায়োলজি বইতে যোগ্যতমের বেঁচে থাকা (survival of the fittest) কথাটি বলেছিলেন ১৮৬৪ সালে। সেই কথার সূত্র ধরেই চার্লস ডারউইন অভিব্যক্তি সেই বিখ্যাত প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বটি আমাদের কাছে প্রস্তুত করেছিলেন। দুটি বিষয়ে কিন্তু আমাদের একটা কথাই বোঝাতে চায়। আদিকাল থেকেই প্রকৃতির প্রতিকূলতার সাথে যে সমস্ত প্রাণী নিজেদেরকে মানিয়ে চলতে পেরেছে তাদের অস্তিত্ব পৃথিবীও যত্ন সহকারে রেখে দিয়েছে। পৃথিবীর ধ্বংসের কথা যখনই আমাদের মানসপটে আসে তখনই চোখের সামনে ভেসে ওঠে আতঙ্ক, অসহায়তা, অসংখ্য মানুষের কান্না এবং লড়াইয়ের গল্প। কিন্তু পৃথিবী কি শুধু মানুষের একার? প্রকৃতির বিশাল নাট্যমঞ্চে এমন কিছু প্রাণী আছে যারা মানব সভ্যতার পতনের পরও হয়তো অবিচল থেকে যেতে পারে তাদের দৃঢ়, উন্নত এবং পৃথিবীর আদিকাল থেকে পরিবর্তনশীল অভিযোজনের মাধ্যমে। তাদের উপস্থিতি, তাদের লড়াই আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় বেঁচে থাকা কেবল শক্তির নয়, অভিযোজনের শিল্পও বটে।

প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অভিযান

আজকের এই যাত্রায় আমরা পরিচিত হব কিছু প্রাণীর সাথে যাদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ে আমরা দেখতে পাব আমাদের নিজেদের অদম্য বেঁচে থাকার প্রতিচ্ছবি। নিজেদের শক্তিশালী অভিযোজন ক্ষমতার মাধ্যমে যারা টিকে ছিল, আছে এবং বিধ্বংসী সময়কালেও টিকে থাকতে পারবে। তাদের অনেককে আমরা দেখতে পাই আকাশে আবার অনেককে দেখতে পাই মাটিতে। এদের মধ্যে অনেকে থাকে সমুদ্রে। অনেককে দেখি আমাদের বাড়ির আনাচে-কানাচে আবার কিছু প্রাণীকে আমরা দেখতেও পাই না।

পিঁপড়ে

পৃথিবীতে প্রায় দশ হাজারেরও বেশি পিঁপড়ের প্রজাতি আছে যারা আন্টার্কটিকা, আর্কটিক এবং মুষ্টিমেয় কিছু দ্বীপ ছাড়া প্রায় সমস্ত পৃথিবীতেই তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। পিঁপড়েদের যে অভিযোজন বৈশিষ্ট্যটি তাদের প্রতিকূলতার সাথে লড়াইয়ে এগিয়ে রাখে তা হল তাদের উন্নত শ্বাসযন্ত্র। পিঁপড়ের শরীরে চারপাশে অক্সিজেন পরিবহণের জন্য একগুচ্ছ ছিদ্র থাকে যা তাদের প্রশ্বাস প্রক্রিয়াকে উন্নত করে। তারা ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত তাদের শ্বাস আটকে রাখতে পারে। বন্যা হোক কিংবা সুনামি পিঁপড়েরা তার স্পাইরালগুলি বন্ধ করে শরীরে জল ঢোকাও বন্ধ করতে পারে। এই প্রাণীগুলির আকৃতি দেখে তাদের শক্তিকে খাটো করলে তা হবে সব থেকে ভুল। পিঁপড়েরা নিজেদের ওজনের পাঁচ থেকে দশগুণ বেশি ওজন বহন করতে পারে। অ্যারি জোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি জানিয়েছে যে পিঁপড়েদের শক্তিশালী হওয়ার কারণ হল তাদের পেশিগুলি দেহের আকারের তুলনায় বৃহত্তর ক্রস সেকশনাল এলাকায় থাকে যা বেশি শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে। কীটতত্ত্ববিদ টেড শুল্টজ বলেছেন যে বিশ্ব জুড়ে পিঁপড়ের উপস্থিতি স্থলজ মেটাজোয়ার ইতিহাসে তর্ক সাপেক্ষ হবে সবচেয়ে বড় সাফল্যের গল্প।

আরশোলা

নামটা শুনলে অনেকেরই কিছুক্ষণের জন্য হৃদস্পন্দন থমকে যায়। ৩০০ মিলিয়ন বছর ধরে নানান বিবর্তনের দ্বারা তাদের শরীর অভিযোজিত হয়েছে প্রকৃতির প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করার জন্য। আরশোলার চ্যাপ্টা, নমনীয় শরীর কোনও সংকটকালীন পরিস্থিতিতে ছোট জায়গাতে ঢুকে পড়তে তাকে সাহায্য করে। এদের এক্সোস্কেলিটনের আবরণ অতিরিক্ত জলের ব্যবহার রোধ করে যা শুষ্ক পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে সাহায্য করে। দুর্ভিক্ষের মতো কঠিন পরিস্থিতির নাম শুনলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ইতিহাসের পাতার মন্বন্তরের সেই ছবিগুলি। কিন্তু এই কঠিন পরিস্থিতিতেও আরশোলাকে হারানো বেশ কঠিন। বিপাক প্রক্রিয়া ধীর করে শরীরে সঞ্চিত চর্বিকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে, প্রায় একমাস পর্যন্ত না খেয়েও আরশোলা বেঁচে থাকতে পারে। সরল কোষ বিভাজনের জন্য মানুষের থেকে ছয় থেকে পনেরো গুণ বেশি উচ্চ বিকিরণ

প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও আছে প্রাণীটির। আর সব থেকে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল আরশোলা মাথা ছাড়াও ন দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে।

পেঙ্গুইন

পেঙ্গুইন নামটা শুনলেই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে তুষারাবৃত সমুদ্রের কিনারা এবং সেখানকার অধিবাসী সাদা-কালো লোমে আবৃত সেই মিষ্টি পাখিগুলির কথা। এদের প্রধান বসবাস ক্ষেত্র দক্ষিণ গোলার্ধ। পেঙ্গুইনদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রতিকূলতা হল চরম ঠান্ডা আবহাওয়া। এই প্রতিকূল থেকে বাঁচার জন্য যেমন তাদের চামড়ার নিচে চর্বির পুরো আস্তরণ থাকে যা তাদের শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপ ধরে রেখে ইনসুলেশনের কাজ করে তেমনি তারা আরেকটি পথ অবলম্বন করে। সেটি হল একত্রিত হয়ে থাকা। একসাথে থাকলে তাদের শরীরে তাপমাত্রা বাড়ে। পুরুষ পেঙ্গুইনরা আন্টার্কটিকার শীতে তাদের ডিম সংরক্ষণের সময় তিন মাসেরও বেশি না খেয়ে থাকতে পারে।

মামিচোগ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার আটলান্টিক উপকূলে পাওয়া এই প্রজাতির মাছ ১৯৭৩-এ করে ফেলেছে মহাকাশযাত্রা। এই জলজ প্রাণীটি সহজেই যেকোনও প্রতিকূলতাকেই কাটিয়ে উঠতে পারে। প্রথমেই যেটা বলতে হয় সেটা হল মাছটির অন্ত্রের ক্ষমতা। দূষিত জলের প্রচুর পরিমাণে বিষাক্ত রাসায়নিক থাকলেও তাদের পেটের ভেতরে মাইক্রোবায়োমগুলি খুব সহজেই বিষাক্ত উপাদানগুলি ভাঙতে সাহায্য করে। মাছগুলি ৬ থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাতেও টিকে থাকতে পারে। শরীরের বিপাকীয় হার পরিবর্তনের মাধ্যমে ১৫ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রি তাপমাত্রার দ্রুত পরিবর্তন অনায়াসে সহ্য করতে পারে। পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে মামিচোগরা দেহের অভ্যন্তরীণ গঠন ও জিন পরিবর্তন করতে পারে।

রটিফার

আণুবীক্ষণিক, বহুকোষী প্রাণী। প্রায় ৫০ মিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্বকে ধরে রেখেছে। বিপর্যয়ের বিধ্বংসী আগুন পৃথিবীর বুকে থাকা মানুষদের ধ্বংস করতে পারলেও রটিফারদের অস্তিত্ব শেষ করাটা বেশ কঠিন ব্যাপার। ২০২১ সালে বিজ্ঞানীরা এই আণুবীক্ষণিক জীবগুলিকে নিয়ে একটি পরীক্ষা চালান। সেই পরীক্ষায় সাইবেরিয়ার ২৪ হাজার বছরের পুরনো হিমায়িত মাটি থেকে রটিফারদের পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছিল। রটিফারদের মধ্যে কিছু গুণাবলি দেখা যায় প্রকৃতি বা মনুষ্য সৃষ্ট প্রতিকূলতাকে হারানোর জন্য। যেমন, ক্রিপটোবায়োসিস। প্রক্রিয়াটি সাহায্যে দ্বারা প্রতিকূল অবস্থায় নিজেদের বিপাকীয় কর্মসূচি সম্পূর্ণ বন্ধ রেখে বেঁচে থাকতে পারে পরিবেশ অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত। অক্সিজেনযুক্ত জায়গায় বেঁচে থাকার জন্য রটিফাররা এনোক্সিবায়োসিস প্রক্রিয়া অবলম্বন করে।

টার্ডিগ্রেড

আটটি পদযুক্ত মাইক্রোস্কোপিক প্রাণী। টারডিগ্রেডকে জলভাল্লুক ও বলা হয়। এরা পর্বত শৃঙ্গ, গভীর সমুদ্র থেকে শুরু করে রেন ফরেস্ট এবং আন্টার্টিক-এর মতো হিমাঙ্কের নিচের তাপমাত্রাতেও বেঁচে থাকতে পারে। -২৭২°c থেকে +১৪৯°c তাপমাত্রায় অনায়াসে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয় এই প্রাণী। অপরিমেয় চাপ, বিষাক্ত পদার্থ এবং তেজস্ক্রিয় বিকিরণেও তারা লড়াই করতে পারে। (এরপর ১৯ পাতায়)

রবিবার
12 October, 2025 • Sunday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পর্বতাকীর্ণ প্রকৃতির কৌমারিত্ব আজ মহাসংকটে। কারণ তাকে রক্ষার কেউ নেই। অনেক মানুষ, শব্দ, উষ্ণতা, বর্জ্য, আবর্জনা, পরিবেশ দূষণ একে একে তার মধ্যে এনেছে মারাত্মক বদল। শুরু হয়েছে নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয়, পাথর নিতে শুরু করেছে তার প্রতিশোধ। **চৈতালী সিনহা**

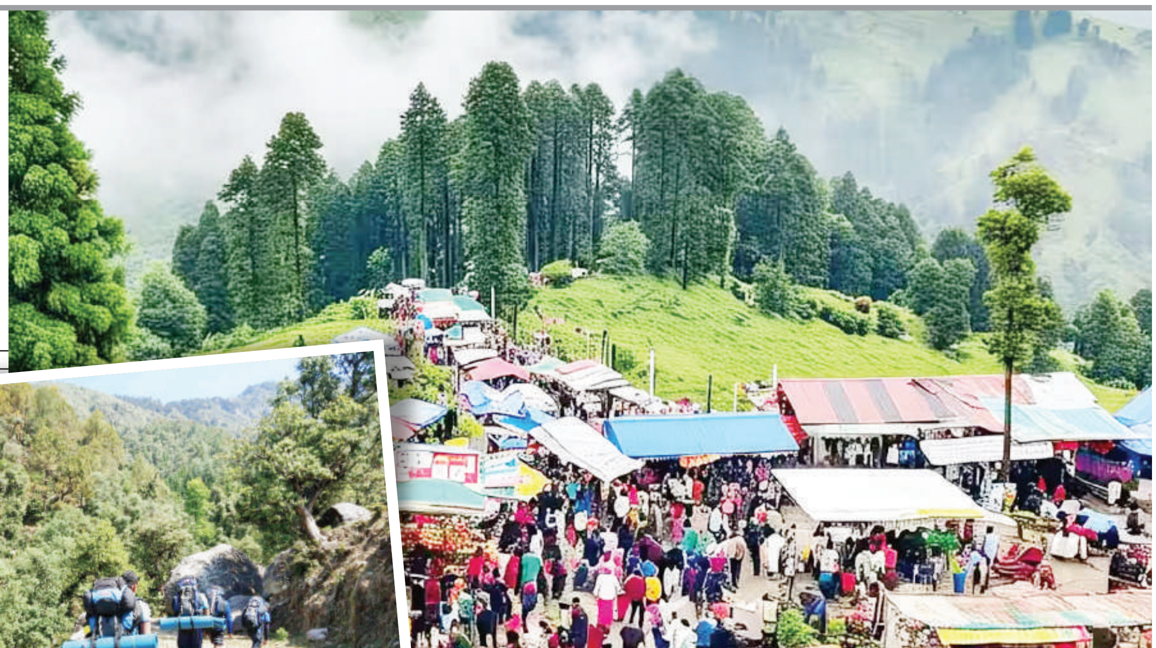

পাথরের প্রতিশোধ

প্লেটে-প্লেটে ঠোকাঠুকি

ভূগোলের বইয়ে পড়া হিমালয়ের জন্মবৃত্তান্ত হিমালয়ে এসে মনে হয় একেবারেই মিছে কথা। এই সুউচ্চ পাহাড় নাকি আগে ছিল সমুদ্র! টেথিস সাগর ভরছিল পলিতে— তারপর কী কঠিন সব ভারতীয় প্লেট উত্তরে সরে এসে ইউরেশীয় প্লেটকে দিল খানিক ঠেলা আর হল টেকটনিক প্লেটের ঠোকাঠুকি, প্লেটের তো মজবুত শরীর, সাগরের দু'পাশে পড়ল এত চাপ, ভাঁজ খেয়ে উঁচু হয়ে উঠল মাঝখান আর সেটাই হল হিমালয়ের জন্মলগ্ন। সামান্য কয়েক বছর আগেকার ঘটনা তাই হিমালয়কে বলা হয় নবীন ভঙ্গিল পর্বতমালা। তারপর কেটে গেল মাত্র পাঁচ কোটি বছর! বর্তমানেও, হিমালয় পর্বতমালা ধীরে ধীরে উঁচু হচ্ছে, কারণ ভারতীয় প্লেট এখনও ইউরেশীয় প্লেটের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই নড়বড়ে জন্মস্থান বলেই তো হিমালয় মাঝে মাঝে নড়ে উঠে, মাথা ঝাঁকায় আর পারছি না বলে, তখন মানুষ খেয়াল করে বেচারা পাহাড়টার উপর বড্ড ধকল যাচ্ছে। কিন্তু আবার যা-কে-তাই...।

পরিচয়পর্ব

হিমালয়ের সঙ্গে পরিচয় নানা ভাবে শুরু হয়েছিল— কখনও স্বরসন্ধিতে কখনও ভূগোলে আবার কখনও ইতিহাসে। অল্প পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল উমাপ্রসাদের কলম ধরে— হৃষীকেশ থেকে ১৩৫ মাইল দূরে পিপুলকোটি। বদরীনারায়ণের পথে এই পর্যন্তই এখন বাস চলাচল। তারপরে হাঁটাপথ। বাস চলাতে সুবিধা যাত্রীদের নানান বিষয়ে। এই দীর্ঘ পথ ক'দিনেই ফুরায়। পথ-চলার শারীরিক ক্লান্তি নেই। চটিতে অনভ্যস্ত জীবনযাত্রার পাটও সংক্ষিপ্ত হয়। এখন ইচ্ছা করলে কলকাতা থেকে সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে কেদার বদরির যাত্রা পার করে ফেরাও সম্ভব। ১৯২৮-এর এই গল্পের প্রায় ১০০ বছর পরে এসে দেখা যায় আমূল বদলে গেছে ইতিহাস। মানা গ্রাম পর্যন্ত হাইওয়েসদৃশ ঝকঝকে রাস্তা, কিছুদিন পরেই কর্ণপ্রয়াগ পর্যন্ত ট্রেনও যাবে। পথের সুবিধা যোলোর জায়গায় আঠারো আনা। দেদার লোক কাতারে কাতারে চলেছে এই হিমালয়ের পথে— বাস, ট্রেন, বিমান, মোটর— সব ভর্তি— ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই রব। হেলিকপ্টার পৌঁছে দিচ্ছে প্রায় কেদারনাথের চাতালে। গঙ্গোত্রী পর্যন্ত বাস যমুনোত্রী সহজগম্য— তীর্থ হোক বা ভ্রমণ, বেরিয়ে পড়াটা এখন মানুষের ইচ্ছা হলেই হল। হিমালয়ের কষ্ট এখান থেকে শুরু।

তত্ত্ব কথা

ভূতত্ত্ববিদদের মতে, হিমালয় এলাকার লড়াই প্রায় ২২ কোটি বছর পূর্বে। সেই সময় পৃথিবীর সব ক'টি মহাদেশ একসঙ্গে অবস্থান করতে। সেই অবস্থা ছিল প্যানজিয়া। ২২ কোটি বছর পূর্বে মহাদেশ তৈরি হয়। পৃথিবীর একেবারের উপরের তলাটি তৈরি হয়েছে পাথরের স্তরের ওপর। এটি টেকটনিক প্লেট। ইন্ডিয়ান প্লেট প্রায় ২২ কোটি বছর আগে সরাসরি উত্তর দিকে ইউরেশিয়ান প্লেট-এর দিকে এগোতে থাকে বছরে ২০ সেন্টিমিটার গতিতে। পরের ১৫ কোটি বছরে ওই ইন্ডিয়ান প্লেট এসে পড়েছিল ইউরেশিয়ান প্লেট-এর একেবারে ঘাড়ের উপর। এর পরই ইন্ডিয়ান প্লেট সর্বশক্তি দিয়ে ধাক্কা মারতে শুরু করে ইউরেশিয়ান প্লেট-কে। ভূতত্ত্ববিদদের মতে দুই প্লেটের ওই সংঘর্ষের ফলেই সাড়ে পাঁচ কোটি বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল হিমালয় পর্বতমালার। তবে তার পরেও সেই ধাক্কাধাক্কি থামেনি। ইন্ডিয়ান প্লেটের চাপে ইউরেশিয়ান প্লেট ক্রমশ পিছু হঠছে। তাই ইরান থেকে মিয়ানমার পর্যন্ত বিরাট এলাকা মাঝে মাঝেই কেঁপে ওঠে ভূমিকম্পে।

অভিযান অবিরাম

সময়ের সঙ্গে ভ্রমণ, অভিযান বাড়ছে গুণোত্তর প্রগতিতে। শুধু মাত্র এভারেস্ট অভিযানে বছরে গড়ে হাজার জন অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য এজেন্সি যতটা সম্ভব তৎপর। ফলে অনেক অভিযান এখন শুধুমাত্র বিলাস আর পয়সার খেলা। ক্রিভাসের মারাত্মক হাঁ এখন আনুভূমিক ধাতব মই দিয়ে পেরোনো যায়, উঁচু বরফের স্তূপ উঠে যাচ্ছে ভার্টিক্যাল ফিক্সড ল্যাডারে। সহজ হয়ে যাচ্ছে পর্বতারোহণ। অনেক মানুষ— শব্দ, উষ্ণতা, বর্জ্য, আবর্জনা— পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি ইকোলজিতে আনছে একটা মারাত্মক ভারসাম্যহীনতা। ফলে ভূমিধ্বস, ভূমিকম্প, প্রাণহানি।

পুণ্যলোভ

অভিযানের রোমাঞ্চের পর-পর আসে তীর্থের পুণ্য। মানুষ পাগলের মতো এখন পথে নেমেছে। ডেনড্রাইটের নেশার থেকেও বেশি পুণ্যের নেশা। কেদারের পথে লাখো লাখো মানুষ, বদরীর রাস্তায় গাড়ির লাইন, গঙ্গোত্রীতে দমবন্ধ লাইন যমুনোত্রীর পথে মাথায়-মাথায় ঠোকাঠুকি সর্বোপরি অমরনাথে মানুষের জ্যাম— এগুলো তো মরশুমের পরিচিত দৃশ্য। যত দিন যাচ্ছে এসব পথে মানুষের ভিড় বাড়ছে অবিশ্বাস্য হারে। লাভের আশায় মানুষ পাহাড়কে ঠেলছে খাদে। হোটেল, হোম-স্টে ব্যবসা এখন সবচেয়ে লাভজনক। নিয়মের পিছনে নিয়ন আলো জ্বেলে মানুষ মেলেছে লোভের হাত।

পাহাড় ভ্রমণ

হিমালয়ের যেকোনও শৈল শহরে এখন অগুনতি পর্যটকের ভিড়— আগে বর্ষায়, শীতে পাহাড়ের কেউ নাম নিত না। এখন সারা বছর পাহাড়ে ভিড়। গোদের উপর বিষফোড়ার মতো মানুষের মাথায় গজিয়েছে অফ বিট। এই বিট হল প্রচলিত জায়গা নয়, পাশাপাশি গ্রামগুলো। কিন্তু তাতে গাড়ির রাস্তা থাকবে, নাগরিক সব স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে, ভোজনের উত্তম ব্যবস্থা থাকবে আর লোকজন সমেত নিরিবিলি থাকবে! মানুষের আর দোষ কী, ঠাকুরের পেন বলেছে, জনতা না থাকলে নির্জনতার স্বাদ মরে যায়!

লাভালাভ

এর পর পাহাড়ে তৈরি হচ্ছে বহুতল, দারুণ করে সাজানো হচ্ছে সব হোটেল, স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বসছে কত মেশিন। গাড়ি বাড়ছে ধোঁয়ায় মুখ লুকোচ্ছে হিমালয়ের ভাবগম্ভীর পরিবেশে। মদমহেশ্বর মাত্র গত শতাব্দীর শেষেও হাঁটিতে হত উখিমঠ থেকে। এখন কতদূর গাড়ি চলে যায়। এই যে এতসব মানুষের বর্জ্য, হোটেলের আবর্জনা, ব্যবহৃত নোংরা জল— সব নদীর বুকে, নদীও বা এমন অত্যাচার মেনে নেবে কেন? মাঝে মধ্যেই ফুঁসে উঠে গ্রাস করে চারপাশ।

উন্নয়ন চাই

পাহাড়ে ধস একটা স্বাভাবিক শব্দ। রাস্তার ধারে ধাবার মতো পাহাড়ি রাস্তার ধারে জেসিবি মেশিন দাঁড়িয়ে ধাতব হাত বেঁকিয়ে পাথর তুলছে এ তো কমন দৃশ্য। ক্ষতি মাঝে মাঝে এমন হয় তাকে অস্বাভাবিক বলা যায়। পাহাড়ে ধসের প্রাকৃতিক কারণে মানুষের কোনও হাত নেই। ভূমিধস একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা পাহাড় বা ঢালু ভূমি থেকে মাটি, শিলা বা ধ্বংসাবশেষের আকস্মিক ও দ্রুত পতন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। (এরপর ১৯ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

12 October, 2025 • Sunday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
১২ অক্টোবর
২০২৫
রবিবার

প্রকৃতির বীর যোদ্ধারা

(১৭ পাতার পর)
অত্যন্ত শুষ্ক পরিস্থিতিতে তাদের শরীর যাতে শুকিয়ে না যায় তাই এর শরীর থেকে এক ধরনের তরল পদার্থ তৈরি হয়। টার্ডিগ্রেড যদি তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মুখোমুখি হয় তখন Dsup নামক প্রোটিনটি তখন তার ডিএনএ কে সুরক্ষিত রাখে। টার্ডিগ্রেডরা প্রায় সব ধরনের বিপাকীয় প্রক্রিয়া বন্ধ করে ক্রিপ্টোবায়োসিসে প্রবেশ করে, ফলে তাদের দেহ কার্যত এক ধরনের স্থগিত অচল অবস্থায় চলে যায় অপ্রত্যাশিত ও বৈরী পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য। ২০০৭ সালে FOTON-M3 মিশানে ডিহাইডেট তারিগ্রেড নেওয়া হয়েছিল এবং ১০ দিনের জন্য বায়ুশূন্য ও অতি বেগুনি রশ্মি উভয় সংস্পর্শে আনা হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ৬৪% স্টার্ডিগিরিটি জীবিত ছিল। ২০১১ সালের টারডিগ্রেডরা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনেও যাত্রা সেরে ফেলেছে।

জলই জীবন, জীবন সংঘর্ষময়

পৃথিবীর ৭১ শতাংশই জল দিয়ে ঢাকা। আবার এই জলরাশির ৯৬.৫%ই সমুদ্রের নোনা জল। পৃথিবীর জীববৈচিত্রের বেশিরভাগ অংশই বসবাস করে এই জল-জগতে। এখানকার বাসিন্দাদের জীবনের গল্পের বিস্তৃতি ও অনেক। জীবন যুদ্ধের অভিযানে এবার বেশ গভীরে প্রবেশ করা যাক যেখানে আর পাঁচটা প্রাণীর থেকে প্রতিকূলতা এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই বহুগুণ বেশি। বলছি সমুদ্রের জীবনযাত্রা নিয়ে।

আলো, চাপ, অক্সিজেন, খাদ্য, তাপমাত্রা-প্রায় সব কিছু নিয়েই এদের জীবনে প্রতিকূলতার শেষ নেই। সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে যত গভীরতা বাড়ে আলো, তাপমাত্রা কমতে থাকে, সাথে চাপ বাড়তে থাকে। তাহলে প্রশ্ন আসতেই পারে কীভাবে এখানে জীবন চলছে? আদৌ এত গভীরে কোনও প্রাণী আছে কিনা? এরকম চরম কঠিন পরিস্থিতিতেও বেঁচে থাকার জন্য একেকটি প্রজাতি একেকরকম কায়দা অবলম্বন করেছে, কিছু কিছু প্রাণী আবার অভিযোজনের ফলে শারীরিক বৈশিষ্ট্যতে পরিবর্তন এনেছে। সমুদ্রের এপিপেল্লেজিক জোন বা সানলাইট জোন (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২০০ মিটার পর্যন্ত)-এ সূর্যরশ্মি যায় তাই সেখানকার সামুদ্রিক জীবেরা ফটোসিনথেসিস-এর মাধ্যমে আলোর ব্যবহার করতে পারে এবং তাপমাত্রা এখানে অনুকূল। কিন্তু এর পরবর্তী স্তর যেমন মেসোপেল্লেজিক জোন-এ আলো এতটাই কম পরিমাণে পৌঁছায় যে সেখানকার জীবেরা তাই ফটোসিন্থেসিস ব্যবহার করতে পারে না আর ১০০০ মিটারের পর থেকে সম্পূর্ণ অন্ধকার বিরাজ করে। সূর্যরশ্মি এখানে জলরাশিকে ভেদ করে সমুদ্রের গভীরে পৌঁছাতে পারে না। তাহলে এখানকার অধিবাসীরা কী করে আলো ছাড়া বেঁচে থাকে? এই প্রাণীগুলি বায়োলুমিনিসেন্স প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেরাই নিজেদের জীবন এবং চারপাশকে আলোকিত করে। কেউ কেউ অন্ধকারকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, শিকার করতে অথবা শিকারির হাত থেকে বাঁচতে। অনেক মাছের শরীরে থাকে ফটোফোর নামক একটি অঙ্গ যা আলো ছড়িয়ে দেয়— যোগাযোগ, ছদ্মবেশ, শিকার বা সঙ্গী আকর্ষণের জন্য। তাপমাত্রার পারদ ও নামতে নামতে হিমাঙ্কের কাছে পৌঁছায়।

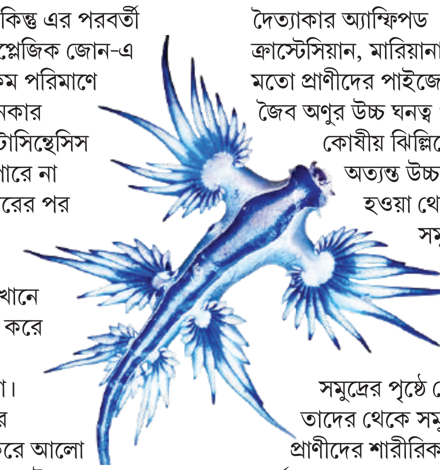

জলের গভীরে চাপ এতটাই বেশি থাকে যে সেখানে স্থলজ প্রাণীদের মত শক্ত হাড়, মাংসল পেশি হলে জীবিত থাকা অসম্ভব। তাই সামুদ্রিক জীবেদের শরীর হয় জেলির মতো নমনীয়। এছাড়াও এখানকার মেরুদণ্ডী প্রাণীদের কোষে TMAO (ট্রাইমিথাইলামাইন এন-অক্সাইড) নামের একটি বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ থাকে, যা চরম চাপ থেকে তাদের প্রোটিনকে রক্ষা করে। এই রাসায়নিক কোষের ঝিল্লিকে স্থিতিশীল রাখে, যাতে তা উচ্চচাপে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। গভীর সমুদ্রের প্রাণীদের কোষের ঝিল্লি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডে সমৃদ্ধ থাকে, যা চাপ প্রতিরোধের জন্য ঝিল্লিকে নমনীয় রাখে। যেমন দৈত্যাকার অ্যাম্ফিপড ক্রাস্টেসিয়ান, মারিয়ানা স্নেইলফিশ-এর মতো প্রাণীদের পাইজোলাইটিস নামক জৈব অণুর উচ্চ ঘনত্ব থাকে। যা তাদের কোষীয় ঝিল্লিকে এবং প্রোটিনকে অত্যন্ত উচ্চচাপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া থেকে বাঁচায়। গভীর সমুদ্রের প্রাণীগুলি কম অক্সিজেনযুক্ত পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্যও লড়াই চালায়।

সমুদ্রের পৃষ্ঠে যে-সমস্ত প্রাণী থাকে তাদের থেকে সমুদ্রের গভীরের প্রাণীদের শারীরিক কাঠামোরও বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। তাহলে দেখলেন তো সমুদ্রের গভীরে বেঁচে থাকার প্রত্যেকটি অবলম্বনের জন্য করতে হয় অসম্ভব লড়াই।

এমনই কয়েকটি প্রাণী সম্পর্কে আরও জানা যাক।

হোয়াইটমার্জিন স্টারগেজার

এই প্রাণীটি গভীর সমুদ্রের এক তুখোড় শিকারি। নিজেদেরকে বালির মধ্যে লুকিয়ে রেখে এরা শিকার খোঁজে। এদের শরীরে সমুদ্রের প্রতিকূলতাকে হারাবার জন্য রয়েছে বিষাক্ত কাটা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী অঙ্গ। শরীরের বিশেষ বৈদ্যুতিক থলি ৫০ ভোল্ট পর্যন্ত সব যেতে পারে যা স্বীকার বা হুমকির মুখে থাকা প্রাণীর জন্য যথেষ্ট ভয়ঙ্কর।

নুডিব্রাঞ্চ

অভিযোজনের দিক থেকে অত্যন্ত উন্নত। গবেষকরা তিন হাজারেরও বেশি প্রজাতির খোঁজ পেয়েছে যারা উপকূলীয় অভাবের জল থেকে শুরু করে গভীর সমুদ্র এমনকী আর্কটিক অঞ্চলের ঠান্ডা জল থেকে উষ্ণ ট্রপিকাল সাগরে ও ছড়িয়ে আছে। নুডিব্রাঞ্চের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, তাদের উজ্জ্বল রং যা তারা ব্যবহার করে শত্রুকে সতর্ক করতে বা ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকতে।

ম্যারাস অরথোকানা

সমুদ্রের গভীরে বসবাসকারী এক বিস্ময়কর প্রাণী, যার গঠন অনেকটা মাল্টিস্টেজ রকেটের মতো— একটির পর একটি পুনরাবৃত্ত অঙ্গ, যেমন শুঁড় ও পাকস্থলী, একসাথে যুক্ত হয়ে তৈরি হয় এর শরীর। প্রতিটি অংশের রয়েছে নিজস্ব দক্ষতা : কেউ শিকার ধরে, কেউ হজম করে, কেউ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। এই ব্যক্তিগত দক্ষতা ও দলগত সংহতির মিশ্রণ ম্যারাস অরথোকানাকে করে তোলে প্রকৃতির এক অনন্য সৃষ্টি।

প্রকৃতির ক্লাসরুমে

প্রকৃতি হল সবচেয়ে বড় শিক্ষক এবং প্রকৃতিতে বিরাজিত সমস্ত প্রাণীদের থেকেই আমাদের কিছু না কিছু শেখার আছে। সবথেকে বড় এবং প্রধান শিক্ষা যেটা আমরা ওদের থেকে পাই তা হল একসাথে থাকা। একসঙ্গে কাজ করলে টিকে থাকার সম্ভাবনাও বাড়ে। পিঁপড়ে, মৌমাছি, পায়রাদের মতো সমাজবদ্ধ জীবেরা প্রকৃতির প্রতিকূলতাকে অনেকাংশে কমিয়ে ফেলে দলবদ্ধভাবে থেকে, পরস্পরের সাহায্যের মাধ্যমে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার বিষয় হল অভিযোজন ক্ষমতা। যেকোনও পরিস্থিতিতে পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে হবে। জীবন কখনও হয়ে উঠবে শুষ্ক মরুভূমির মতো কঠোর, কখনও চলার পথে কাউকে পাওয়া যাবে আবার কখনও পাওয়া যাবে না, অনেক ক্ষেত্রে জীবনের অসহায়তাগুলো প্রকাণ্ড রূপ ধারণ করে আশার আলোকে ঢেকে দেবে— যা-ই হয়ে যাক না কেন টিকে থাকার অভ্যাসকে ছাড়লে চলবে না। গভীর সমুদ্রের বাসিন্দারা যেরকম সূর্যের আলো ছাড়াই নিজেদের জীবন আলোকিত করতে পারে, আমাদের ওটা শিখতে হবে। দুর্বলতাকে ভয় পেলে চলবে না, তাকে হাতিয়ার বানাতে হবে। না হলে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে। প্রাণীদের কাছ থেকে আরেকটি শেখার বিষয় হল সঞ্চয়। আমাদের জীবনযাত্রা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল অর্থ। আমরা যে অর্থ আয় করি তার কিছুটা সঞ্চয় করতে হবে ভবিষ্যতের জন্য যা তখন আমাদের টিকে থাকতে সাহায্য করবে। প্রাণীরা আমাদের দেখিয়ে দেয়— টিকে থাকা মানে শুধু শক্তিশালী হওয়া নয়, বরং বুদ্ধিমত্তা, সহযোগিতা আর দূরদর্শিতার সাথে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। মানুষ যদি এই কৌশলগুলো জীবনে প্রয়োগ করতে পারে, তবে যে কোনও বিপদ সামলানো অনেক সহজ হবে।

পাথরের প্রতিশোধ

(১৮ পাতার পর)
ভূমিধসের প্রধান কারণগুলির মধ্যে রয়েছে ভারী বৃষ্টিপাত, ভূমিকম্প, এবং মানুষের কার্যকলাপ যা মাটি ও পাথরের গঠন দুর্বল করে দেয়। ডিনামাইট ব্লাস্ট করে পাহাড় ফাটানো হচ্ছে। টানেল তৈরি করে গন্তব্যকে সুগম করা হচ্ছে। এর ফলে জীবনহানি, সম্পত্তি ও অবকাঠামোর ক্ষতি এবং পরিবেশগত বিপর্যয় হতে পারে। কিন্তু মানুষের কাছ থেকে প্রকৃতি পাচ্ছে দারুণ অত্যাচার, গাছ কাটা, সেতু নির্মাণ, জলস্তর হ্রাস, বাঁধ প্রকল্প। যতবার পাহাড়কে মানুষ সভ্য বানাতে চেয়েছে, পাহাড় ততবার মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে, তার নিজের মতো করে।

সমস্যা বারোমাস্যা

নদী তার স্বাভাবিক ছন্দে বয়ে চলে, কখনও কবির কানে কানে তার উৎসের কথা বলে— মহাদেবের জটার সন্ধান দেয়। সেই নদীর জলের উপর মানুষে স্বাচ্ছন্দ্যের নজর পড়ে— নদীর জলধারাকে আটকে তৈরি হয় ড্যাম। পোশাকি নাম হাইড্রেল পাওয়ার প্ল্যান্ট। বিদ্যুৎ সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ, কিন্তু নদী তার ছন্দপতন মেনে নেবে কেন! রেগে সে পাগলপারা হয়ে ভাসাবে বিস্তীর্ণ ভূভাগ, পাগল হয়ে ঝোরাগুলো নামবে নিচে, লোকে বলবে হড়পা বান। শুধু পাহাড়ে নয়, মানুষের সভ্যতার আগ্রাসী থাবায় বিশ্ব জুড়ে বাড়ছে তাপমাত্রা, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, ওয়ার্নিং নয় ফাইনাল বেল ফেলে জানিয়ে দিয়েছে সভ্যতার সংকট। গ্লেসিয়ার গলছে দ্রুত, নদীতে হঠাৎ বাড়ছে জল ফলে আবার বন্যা। দেবভূমিতে কখনও মুছে যাচ্ছে কাকড়াগাদ কখনও হারসিল কখনও হারিয়ে যাচ্ছে পুরনো কেদারপথ। মানুষ ফিনিক্স পাখির মতো, ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে ছাই ঝেড়ে আবার গড়বে নতুন বাসা। পাহাড়ে নিত্য ধস, নিত্য জেসিবি তার যন্ত্র-হাত বাড়িয়ে সরাচ্ছে ধ্বংসস্তূপ।

ফিরে দেখছ কী

১৯৬০ সালে যেখানে গোমুখ ছিল অর্থাৎ স্নাউট বা বরফ গলার জায়গা, এখন তার থেকে এক কিলোমিটার পিছিয়ে গেছে গ্লেসিয়ার। আরও পিছনে আরও পিছনে। এক সময় শুকিয়ে যাবে বরফধারা, হারিয়ে যাবে গঙ্গা— গল্প হয়ে যাবে গঙ্গারিডাই সভ্যতা। যেমন শুকিয়ে গেছে রক্তবরণ গ্লেসিয়ার! যেমন ২০১৩ সালে চোরবারি তাল ফেটে মুছে গেছে কেদারনাথের আর গৌরীকুণ্ডের পাঁচতলা ভারত সেবাশ্রম মহারাজ-সহ। রুদ্রপ্রয়াগের সঙ্গমের কাছে সুদৃশ্য জিএমভিএন। গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার গলনের হার গঙ্গার অস্তিত্বের কাছে প্রশ্নচিহ্ন রাখবে কয়েকশো বছর পর। অমরনাথের বরফলিঙ্গ গলে যাচ্ছে দর্শন শুরু হওয়ার দু-তিন সপ্তাহের মধ্যে। জাঁসকা শীতে জমছে না, বন্ধ চাদর ট্রেক।

সমাধানহীন সমস্যা

সীমান্ত রক্ষা মহা দায়, তাই সেনাবাহিনীর রসদ, জিনিসপত্র যাতে সহজে পৌঁছয় সেজন্য রাস্তা চওড়া হচ্ছে। সেই পথে ভ্রমণার্থী আর পুণ্যার্থী এসে স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করছে। হোটেল আর হোম-স্টের অগণিত ভিড়, জন অরণ্যে মানুষ খুঁজছে পাহাড়ের ইচ্ছেপূরণ। গাছ কাটা হচ্ছে প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজনে। মাটি হচ্ছে আলগা। হিমালয়ে মূলত নবীন ভঙ্গিল পর্বতের গঠনকার্য এখনও চলছে। তাই পরিবেশ বিরোধী যেকোনও কাজই পাহাড়কে করছে বিরক্ত। পাহাড় প্রকাশ করছে বিরক্তি আর মাথানাড়ায় এক লহমায় ভাসাচ্ছে জনপদ। সমাধানহীন এক অনন্ত সমস্যা... পাথরের প্রতিশোধ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

12 October, 2025 • Sunday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

রবিবারের গল্প

শাল

অভিজিৎ চৌধুরী

সে-সব এক দিন ছিল— কাশ্মীর থেকে শাল বিক্রেতারা আসত, শীতের দুপুরে মেয়েরা সেই সুদর্শন শালওয়ালাকে ঘিরে ধরে একের পর এক শাল দেখত, দরদাম করত এবং টাকা একবারে দিতে না পারলেও কিস্তিতে দিত, হয়তো কেউ কেউ অনেকদিন বাকি থাকলেও অল্প সুদেও শাল কেনার টাকা মিটিয়ে দিত। সে-সব শাল নানান রঙের ছিল। কত রকমের যে কাজ চোখ জুড়িয়ে যেত।

দিনের বদল হয়। ঋতুরও বদল হয় বিস্তর আর সবচেয়ে বদলাতে থাকে মানুষের রুচির। সাহিত্যচর্চা করা বাঙালি যুবক হোন বা কোনও মধ্যবয়সি প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক শাল তাঁদের কাঁধে চাপানো থাকত। পাঞ্জাবির সঙ্গে কাজ করা শাল ছিল পুর পুরুষের আভিজাত্যপূর্ণ ব্যবহারের প্রতীক। আর সুন্দরী নারীর শাড়ির ওপর মৃদুভাবে বা আলগা ভাবে চেপে থাকা শাল থেকে যে আতর গন্ধ উড়ে আসত, সেই বিমোহিত গন্ধের স্বপ্নে আমাদের আর্ধেক প্রেম বা মনে মনে অন্তত মন দেওয়া-নেওয়া হয়ে যেত। বিয়ে বাড়ির উপহারে শাল উপহার দেওয়া ছিল অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত রেওয়াজ।

শাল উপহার দেওয়া যে বেশ ক্লিশে হয়ে গেছে তা প্রথম টের পেলাম আমার পরিচিত এক অধ্যাপকের বিদায়ী সংবর্ধনায়। আমি তাঁর পরিচিত সরকারি আধিকারিক ও ছাত্র, তিনি আশা করেছিলেন শাল আর ঘড়ির বাইরে অন্য কিছু নিয়ে যাব। শালের সঙ্গে অন্য একটা জিনিসও হারিয়ে গেল তা হল অ্যানালগ রিস্ট ওয়াচ। এখন আবার ডিজিটাল ঘড়ির যুগ। ঘরের কোনায় যেমন ভাবে বাতিল হয়ে পড়ে রয়েছে এইচএমভি টেপ রেকর্ডার, তারপরে ক্যাসেটও হারিয়ে গেল আর এখন তো পেন ড্রাইভে বিশ্বকে ধরে রাখা যাচ্ছে।

তবুও সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর কয়েকটা অ্যানালগ রিস্ট ওয়াচ, এমনকী আধুনিক ডিজিটাল রিস্টওয়াচও পেলাম। ঘড়ি আমি পরি না কারণ এখন তো মুঠোফোনের যুগ। মোবাইলে সময় দেখা যায়। বেশ কিছু মূর্তিও পেয়েছিলাম আর সংবর্ধনা-সম্বলিত স্মারক। আর দুটো বেশ দামি শাল।

শালের প্রতি মোহ একেবারে আমি ঝেড়ে ফেলতে পারিনি কারণ আমাকে একবার আমার একজন মহিলা সতীর্থ আরব দেশ থেকে তার দাদার মাধ্যমে এনে দিয়েছিল জোব্বা। জোব্বা পরলেই আমার নিজেকে রবীন্দ্রনাথ মনে হয়। আর তার চেয়েও মনে হয়, আমি যদি হতেম আরব বেদুইন। সেই জোব্বার ওপর বেশ কায়দা করে কাজ করা শাল আলোয়ানের মতন গায়ে দেওয়া যায়। তবে জোব্বাটা ইদানীং খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, ফলে সেই জোব্বা ছাড়া শাল চাপিয়ে ছবি তুললে কেমন বোকা বোকা লাগবে।

শাল উপহার দিতে গিয়ে দেখেছি মানুষজন ঠিক বুঝে ফেলে এ নিশ্চয় কোথাও পাওয়া!

তাই এই দুটো শাল নিয়ে কী করি! মোটামুটি দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম।

[২]

আমার জন্ম হয়েছিল কলেজ স্ট্রিটের সংকীর্ণ গলিতে। সেখানে বছরভর বাথরুমে থাকত ভয়ংকর জোঁক। আর রাতে আসত পুলিশ। দরজায় দরজায় পুলিশের বুটের লাথি পড়ত। আমাদের পুরো পাড়াটা ছিল নকশাল আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের ডেন। ফলে রাতে পুলিশের হানা স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। পাড়ায় তেমন কোনও পুজো হত না, একমাত্র সরস্বতী পুজো ছাড়া। তখন আমি বেশ ছোট, কুমোরটুলিতে প্রতিমা আনতে যাওয়া হবে। আমি খুব ছোট বলে আমাকে নিয়ে গেল না কেউ। খোকনদা বলেছিল, ঠাকুর এলেই আমি তোকে মণ্ডপে নিয়ে আসব।

খোকনদা কথা রেখেছিলেন, আমায় কোলে নিয়ে প্রতিমা দেখিয়েছিলেন খোকনদা। খোকনদার গায়ে জড়ানো শালের বুকে আমি পরম আনন্দে মুখ গুঁজে দিয়েছিলাম। হয়তো একটু চোখের জলও লেগেছিল খোকনদার শালের গায়ে। খোকনদার মুখটা আজও মনে আছে, খুব সুন্দর। চিবুকে সামান্য দাড়ির আভাস ছিল। ছোটরা সুন্দর হলে, বড়লোক ঘরের হলে তার একটা অগ্রাধিকার থাকে। আমি ছিলাম অসম্ভব রোগা আর আর মাথাটা লম্বা হওয়ায় পাড়ার ছেলেদের কাছে আমার নিক নেম ছিল, ট্যু ব্রেন। আর একেবারেই পাত্তা ছিল না সম্ভ্রান্ত পাড়ায়।

শুধু ঝুমুরদি বলত, ছেলেটা খুব রোগা হলেও মুখটা ঠাকুর-ঠাকুর।

খোকনদা হেসে বলেছিলেন, ও একদিন ভারতবর্ষের ইতিহাসে জায়গা নেবে। ঝুমুরদি হেসে বলেছিল, খোকন, তুই পারিসও বটে।

খোকনদার সেই ময়লা রংচটা শালের চেয়ে অনেক দামি শাল গায়ে দিত যারা তারাও যুবক। ওদের রাজনৈতিক বিশ্বাস ছিল ভিন্ন। কলকাতায় তখন কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। আর এক হঠকারী আন্দোলনে হারিয়ে যাচ্ছিল মেধা আর শহর হয়ে উঠছিল নরক।

সেই অশান্ত কলকাতা ছেড়ে আমরা তিন চাকার টেম্পোতে চড়ে কোনও এক সকালে মফসসলে চলে এসেছিলাম। সেখানে রাতে শীতের সাইরেন বাজত। খুনোখুনি সেখানেও ছিল, পিচরাস্তায়ও রক্তের দাগ লেগে থাকতে দেখেছি।

খোকনদা অ্যারেস্ট হওয়ার পর কোনও এক ভোররাতে পুলিশ ময়দানে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, যা পালা। তারপর যা সেই সময় অহরহ হত, তাই হয়েছিল। খোকনদার বডি শেষমেশ শেষকৃত্যের জন্য নেতাদের ধরে আনা গেছিল। আমি দেখেছিলাম খোকনদার সেই রক্তাক্ত দেহ। সেই ময়লা শালটা লাল রক্তে ভিজে রয়েছে। আর আমার চোখদুটো ভিজে উঠেছিল জলে। মফসসলে চলে গেলেও কলকাতার সঙ্গে, কলেজ স্ট্রিট পাড়ার সঙ্গে সম্পর্ক থেকে গেছিল। ওই পাড়ায় যুবকের দল একজনও বাঁচেনি। শেষে ধরা পড়েছিলেন ঝুমুরদি। ঝুমুরদি ছিলেন অসম্ভব সুন্দরী, তাঁর গায়ের শালেও ছিল অনন্য এক গন্ধ যা অনেকটাই দেবী প্রতিমার আবাঠা গন্ধের সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য ছিল।

এই যাবতীয় কিছু আমার জীবনে পরতে পরতে শালের ইতিহাস কীভাবে জড়িয়ে রয়েছে তার ইতিকথা।

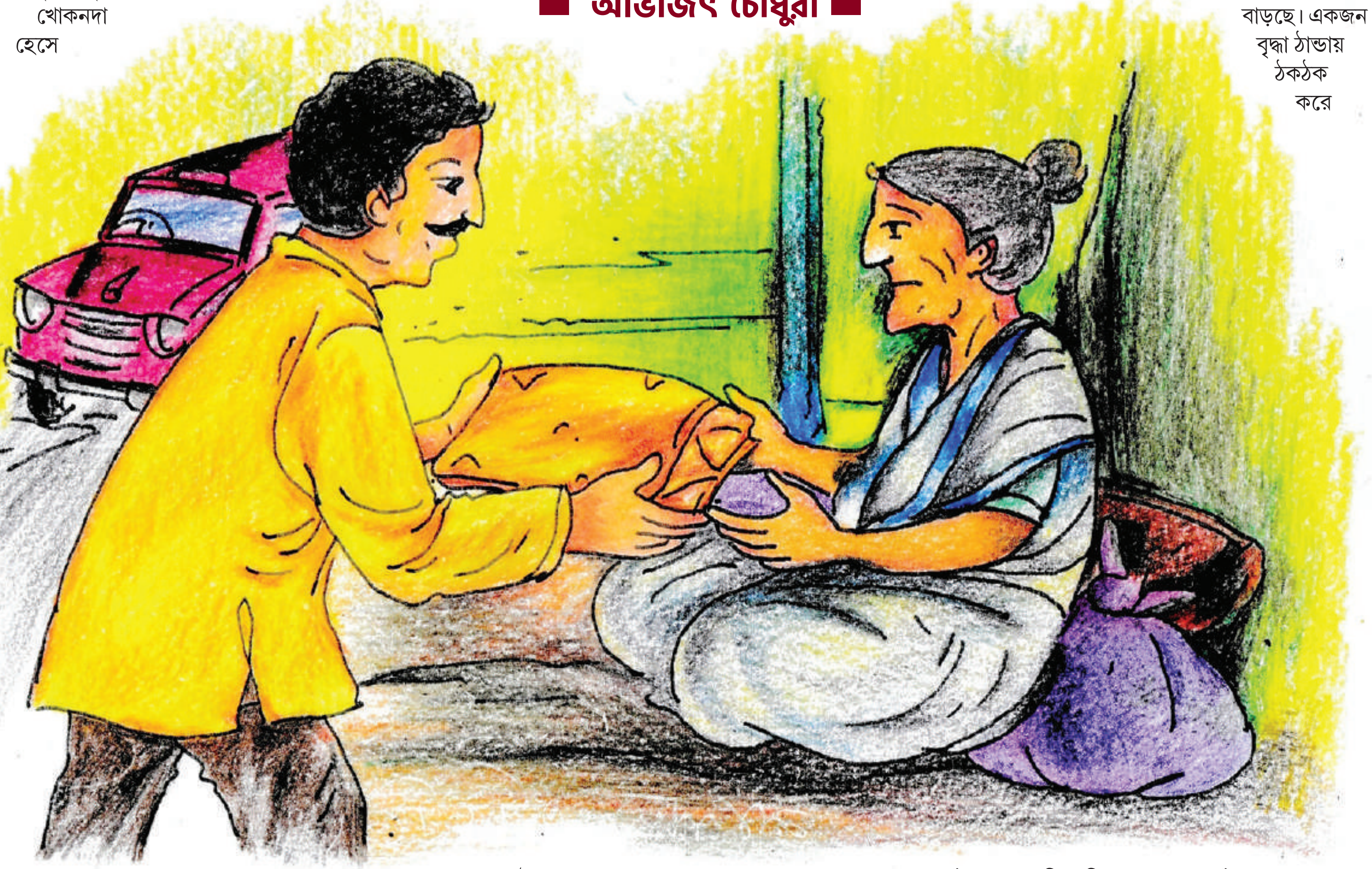

সেই যে শুরু করেছিলাম আমার স্টকে এখনও দুটো শাল রয়েছে। ওদের নিয়ে কী করি শেষমেশ!

অবসর নেওয়ার পরও আমি এক্সটেনশন সার্ভিসে আছি। চাকরি করার সময় বরাবর ভাবতাম এই ফাইলগুলি থেকে মুক্তি নিয়ে কাঁধে শাল চাপিয়ে সাবেকি কাল ফিরে পাব কিন্তু যে যায় সে আর ফেরে না। মাঝখানের বছরগুলোতে হারিয়ে ফেলেছি সেই উদভ্রান্ত তরুণকে যার পায়ের তলায় থাকত সরষে। এখন তার দুটো হাঁটু অশক্ত। মন নিজ নিকেতনে চললেও শরীর চলে না। আর মুক্তি পেয়ে কী করব! ক্রমশ বুঝতে পারলাম আমার অন্তরে প্রতিদিনের সরকারি কাজ এত গভীরে রয়েছে যে খুব দ্রুত আমার প্রস্থান সম্ভব নয়। মানুষ হয়তো অনেকটাই নিজের অভ্যাসের কাছে বন্দি। যে বাড়ির জন্য এক সময় উতলা ছিল তাও যে আসলে খাঁচা— এক রকমের হয়তো এরকমটাই মনে হতে থাকল।

মাসে একবার বাড়ি এলে কয়েকদিন থাকার পর নিজের ভাড়া করা গাড়ি আসে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

দুটো শাল সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে চেপেছি। এবার ওদের সঠিক ব্যবহার করতে হবে।

একজন বিখ্যাত মানুষকে উপহার দেব ভেবেও নাকচ করলাম। ওঁর কোনও দরকার থাকতে পারে না। আমার দেওয়াটা উলুবনে মুক্তো ছড়ানো হয়ে যাবে।

আনোয়ার শাহ রোডের মোড়ের সিগন্যালে গাড়ি আটকে রয়েছে। এই সময় একজন বৃহন্নলা এল, গায়ে ময়লা চাদর। গাড়ির সার্সিতে টোকা দিচ্ছিল।

আমি তাকে কাছে ডাকলাম, জানলার কাচ তুলে দিয়ে হাতে দিলাম একটি শাল।

সে আমার মাথায় দু-হাত দিয়ে আশীর্বাদ করল।

আর রইল আরেকটি শাল।

গাড়ি এক সময় কলকাতা ছাড়িয়ে কৃষ্ণনগর এল। চারিদিকে ক্রিস্টমাসের উৎসবের মেজাজ। সান্টার নানান অবয়ব দোকানে দোকানে।

কৃষ্ণনগরে কিছুটা খেয়ে নিয়ে বের হব, দেখলাম অনেক আলোর মাঝখানে এক টুকরো অন্ধকার। রাতও বাড়ছে, শীতও বাড়ছে। একজন বৃদ্ধা ঠান্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছেন। আমি গাড়ি থেকে নেমে তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিলাম অবাঞ্ছিত শাল। বৃদ্ধাকে প্রণাম করে দুটো আপেল হাতে দিলাম।

পরের দিন থেকে আমাদের পৌরসভার মা ক্যান্টিনে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলাম।

না, শাল কখনও সাবেকি হতে পারে না যেমন ভাবে কখনও হারিয়ে যেতে পারে না আমার মাতৃভাষা ও বাঙালির অস্মিতা।

শীত এলেই শাল গায়েই থাকে আর থাকে মাতৃভাষার অস্মিতা।

ক্রমশ বুঝেছি খোকনদারা, ঝুমুরদি যে আবেগে ভেসে গেছিল তার মধ্যে ভারতবর্ষের মর্মবাণী ছিল না।

অঙ্কন : শংকর বসাক

জাগোবাংলা-র 'রবিবার' বিভাগের জন্য গল্প পাঠান কম-বেশি হাজার শব্দের। নাম ঠিকানা মোবাইল নম্বর-সহ লেখা টাইপ করে মেল করুন
robbarergolpo@gmail.com